Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/148

সাধনা ও সিদ্ধি

38

শারদ প্রভু শর্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 1/148

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা ও সিদ্ধি

ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবদেবী-রহস্য ও যোগসাধনাদি
বিষয়ক গ্রন্থ

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক প্রণীত

বসাক এণ্ড সন্স
কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য পাঁচ সিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PUBLISHER—Chandi Charan Basak
Printer—Mahesh Chandra Patra
BASAK PRESS
127, Musjid Bari Street, *Calcutta.*

এই পুস্তক বহু মূল্যবান
দীর্ঘস্থায়ী র‍্যান্টিক
কাগজে মুদ্রিত
হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

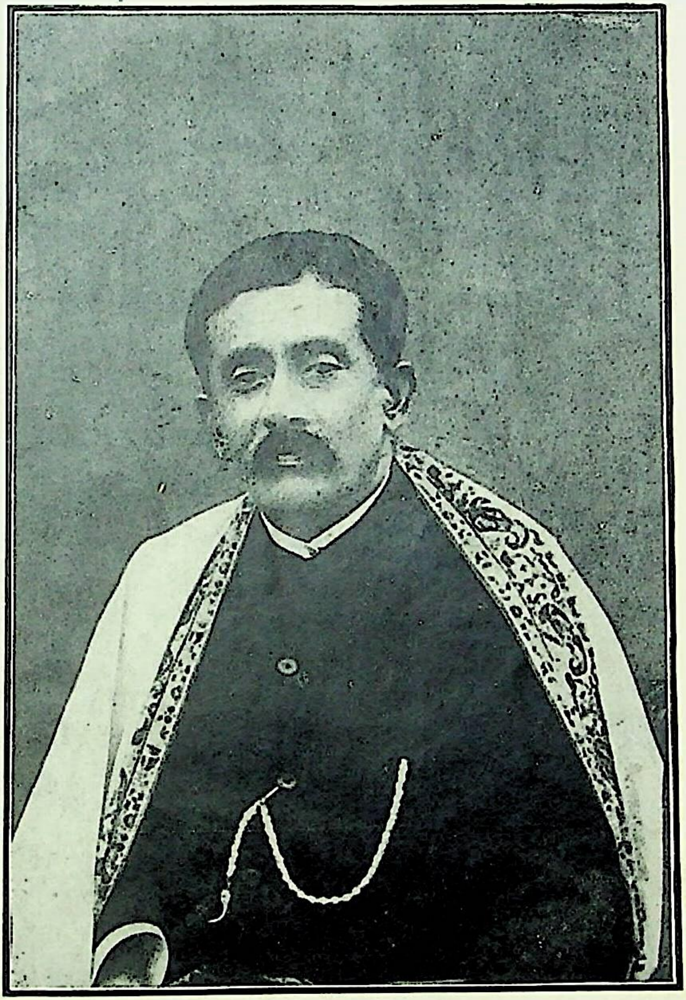

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যাত্মতত্ত্ব	১	পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ	৭৯
চতুর্দ্দশ ভুবন	১০	সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা	৭৯
দর্শন-শাস্ত্র	১২	স্বরশাস্ত্র ও পঞ্চতত্ত্ব	৮২
সাংখ্যদর্শন	১৩	যোগশাস্ত্র	৯১
পাতঞ্জল দর্শন	১৫	ষট্‌চক্র নিরূপণ	৯১
ন্যায় দর্শন	১৮	মূলাধার-চক্র	৯৩
বৈশেষিক দর্শন	২০	স্বাধিষ্ঠান-চক্র	৯৪
মীমাংসা দর্শন	২১	মণিপূরক-চক্র	৯৪
বেদান্ত দর্শন	২৩	অনাহত-চক্র	৯৪
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ	২৮	বিশুদ্ধ চক্র	৯৫
প্রশ্নোত্তর	৩২	আজ্ঞা-চক্র	৯৬
ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত	৫৫	সহস্রার বর্ণন	৯৬
কালী-রহস্য	৫৬	লয়	৯৭
কালমূর্ত্তির নিগূঢ় অর্থ	৫৭	যম	৯৮
শিব-রহস্য	৬০	নিয়ম	৯৯
শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ	৬৩	আসন	১০০
বিষ্ণুর একাদশ নামের অর্থ	৬৪	প্রাণায়াম	১০২
রাধাকৃষ্ণ নামের ব্যুৎপত্তি	৬৬	তান্ত্রিক প্রাণায়াম	১০৫
গুরুনামের ব্যুৎপত্তি	৭১	কুম্ভক সাধন	১১২
কালীতারাদি ঈশ্বরবাচকনাম	৭২	মুদ্রাভ্যাস	১১৪
প্রেমই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ	৭২	প্রত্যাহার	১১৫
		ধারণা	১১৬
অবিমুক্ত বারাণসী	৭৩	ধ্যান	১২০
উপাসনা	৭৮	সাধনা	১২৩
বাহ্যপূজার বিধান	৭৯	বিবিধ ধৌতি	১২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মূল শোধন	১২৭	যোগসিদ্ধির উপায়	১৪৭
জলবস্তি	১২৮	অরিষ্ট	১৪৭
নেতি	১২৮	কালবঞ্চনা	১৪৮
লৌলিকী যোগ	১২৮	লয়যোগ	১৪৯
ত্রাটক	১২৮	রাজযোগ	১৪৯। ১৫১
কপালভাতি	১২৯	হঠযোগ	১৫০
সমাধি	১৩০	মন্ত্রযোগ	১৫০
মুক্তি	১৩৩	আচার্য্য	১৫১
সালোক্য মুক্তি	১৩৪	যোগিচর্য্যা	১৫৫
সাযুজ্য মুক্তি	১৩৪	যোগিচিকিৎসা	১৫৬
সারূপ্য মুক্তি	১৩৫	প্রেততত্ত্ব	১৫৮
নির্ব্বাণ মুক্তি	১৩৫	দেহতত্ত্ব	১৭২
শাস্ত্রমতে মুক্তি	১৩৬	পঞ্চপ্রাণ	১৭৬
জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ	১৪৩	সাধনতত্ত্ব	১৮০
যোগসিদ্ধি লাভের অধিকারী ভেদ	১৪৩	অষ্টসিদ্ধি	২১২
		মন্ত্রসিদ্ধি	২১৩
যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি	১৪৪	সংযমসিদ্ধি	২১৫
		ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা	২১৭
আহার	১৪৬	দোঁহা	২২৭
বর্জ্জনীয় আহার	১৪৭	গান (কবীর)	২৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

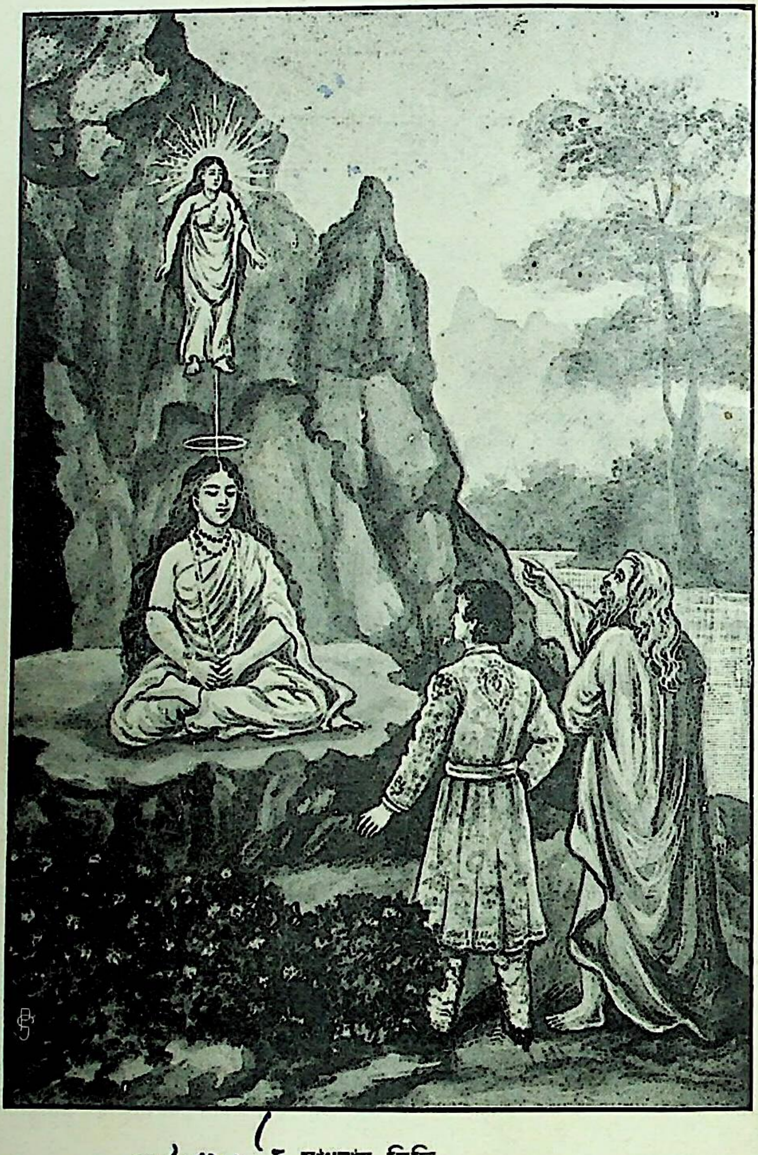

সাধনায় সিদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1|148

সাধনা ও সিদ্ধি

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব

সচ্চিদানন্দ দয়ার সাগর পরমপিতা পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের মঙ্গল কামনায় অসংখ্য কল্যাণকর নিয়মাদি সংস্থাপন-পূর্ব্বক এই সুবিশাল রাজ্য স্থাপন করতঃ তাহাদের সুখের জন্য বিবিধ ভোগ্য বস্তু সৃজন করিয়াছেন এবং তৎসমস্ত বস্তু উপভোগের জন্য তাহাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ বিচিত্র ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহ প্রদান করতঃ অপার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মানব বা মানবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ মাত্র। আত্মা যে কি বস্তু, তাহার যে কত ক্ষমতা, তাহা বুঝিবার শক্তি এখন আমাদের নাই; কিন্তু এই নশ্বর সামান্য মনুষ্য তাঁহার কৃপায় সাধনাদ্বারা মুক্তিলাভ করিলে, তৎসদৃশ সৎ, মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান্ হওত একদিন তাহা বুঝিতে পারিবে।

মানবদেহ রথস্বরূপ, আত্মা তাহাতে রথী ও মন সারথি, এই রথে ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপ সংযোজিত রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ. মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপু সকল ইন্দ্রিয়ের সহচর। এই সহচরদিগের পরামর্শ ও ইচ্ছানুযায়ী পথে গমন করিতেই ইন্দ্রিয়গণ ভালবাসে ও নিয়ত ব্যগ্রতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিয়া থাকে। মনের স্বাভাবিক গতি চঞ্চল ও নিম্নগামী ; এজন্য মন্দকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম, অধর্ম্মাচরণ ও লোকের অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি অতি অল্পায়াসেই সমাধা হয়, কিন্তু পুণ্যকার্য্য, ধর্ম্মাচরণ, সৎকার্য্য ও মহৎকার্য্যাদি করায় মনের বল আবশ্যক, ইহার স্রোত প্রতিকূল, এজন্য উজান বহিতে হয়। প্রতিকূল স্রোতে বহা বীরের কার্য্য। সাধন ভজনদ্বারা যত কাল না সিদ্ধ হওয়া যায়, ততকাল জীবকে পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণ-পূর্ব্বক জন্ম ও মরণ-রূপ সংসার-নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিতে না হয়, তজ্জন্য জ্ঞানী লোকদিগের উচিত, যোগ সাধনাদ্বারা জীবনকে দীর্ঘ করতঃ বর্ত্তমান জন্মেই সিদ্ধিলাভ-পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিতে চেষ্টা করেন।

এই জগতীতলে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; সকলই নশ্বর ও মিথ্যা মায়াজালমাত্র। বিশেষ অনুধাবন-পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানবগণ ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য সংসারে অবিরত নানাবিধ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা দেহপাত করিতেছে। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, মনুষ্যগণ নিয়ত যে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছে, তাহা কেবল তাহাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা সুখ লাভের জন্য ; তাহাও অল্প কালের নিমিত্ত, কারণ এই ইন্দ্রিয়সুখ চিরস্থায়ী নহে। এই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখলাভ জন্য তাহারা আজীবনই অনন্ত ক্লেশ ও অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করে ; অথচ সেই সুখ বা ভোগ্যবস্তু লাভ হইলেও তাহা পরিরক্ষণে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং যদি কোনরূপে ঐ সুখ নষ্ট হয়, অথবা ভোগ না হয়, তবে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। আবার দেখুন, যদিও কোন ব্যক্তি সেই সুখ সহজে বা বিনা পরিশ্রমে ও চেষ্টায় প্রাপ্ত হওত ভোগ করিতে পান ; কিন্তু অহোরাত্র ভোগে তাহাও সাধারণ হইয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ-

[২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে তৃপ্তি হয় না, তাহাতেও তাঁহার অন্তরে শান্তি বিরাজ করে না, বরং সেই সুখের পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই সুখলাভ পিপাসা বৃদ্ধির জন্য তাহাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে দুঃখে নিমগ্ন হইতে দেখা যায়।

এই সকল কারণে ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, সাংসারিক সুখসকল ক্ষণস্থায়ী ও অপরের সাহায্যসাপেক্ষ। আর সেই সুখ অর্জ্জন করিতে ক্লেশ, রক্ষা বা ভোগ করিতে অল্পবিস্তর কষ্ট এবং উহার বিনাশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এজন্য বিবেচক ব্যক্তির ইহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমাদিগের স্বতন্ত্র (যে সুখ কাহার সাহায্য আবশ্যক করে না) ও প্রকৃত বা অনন্ত সুখ এবং আনন্দ লাভের চেষ্টা করা উচিত, অথবা অল্পকালস্থায়ী ও পরিণামদুঃখাবহ আনন্দের জন্য আজীবন বৃথা অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য?

সকলেই অবগত আছেন যে, ইহ সংসারে আমাদের অবস্থিতিকাল অতি অল্প এবং জীবাত্মা দেহে আগমন করিতেছে ও মৃত্যুকালে দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু জীবাত্মা যে কোথা হইতে আসিয়া দেহ আশ্রয় করে এবং দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুর পর কোথায়ই বা গমন করে, এ তত্ত্ব অবগত হওয়া সকলের উচিত।

সূর্য্য কিরণ যেরূপ সূর্য্যের অংশ, জলবিন্দু যেমন সমুদ্রের অংশ, জীব সেইরূপ সর্ব্বাধিপতি মহাচৈতন্যের ভাণ্ডার-স্বরূপ আদি পুরুষের অংশ। আবার জীবগণের মধ্যে মনুষ্যই প্রধান। এজন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, মানব-দেহেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য সমস্ত জীব মানব দেহ ধারণ না করিলে উদ্ধার হইবে না। চুরাশিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিলে এই মানবজন্ম লাভ হয়। অতএব এই দেবদুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যাঁহারা সাধন ভজন দ্বারা সেই চিরশান্তির ও অবিনাশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখলাভের জন্য চেষ্টা না করিবেন, তাঁহাদের মানবদেহ ধারণ ও জন্মই বৃথা।

আমরা যে সকল সুখ, আনন্দ ও রসাস্বাদ উপলব্ধি করি, এ সমস্তের ভাণ্ডার আমাদের জীবাত্মা বা চৈতন্যাংশে সঞ্চিত আছে। যেমন জিহ্বা দ্বারা আমরা আস্বাদ পাই; কিন্তু সেই চৈতন্যধারা যখন সেই জিহ্বায় না আইসে, তখন আমরা সেই রস উপলব্ধি করিতে পারি না। অর্থাৎ অন্যমনস্ক অবস্থায় অথবা নিদ্রিত অবস্থায় বা অজ্ঞান অবস্থায় যখন চৈতন্যধারা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত থাকে, তখন জিহ্বার উপর কোন খাদ্যদ্রব্য দিলেও আমরা তাহার আস্বাদ পাই না। আবার দেখুন, স্বপ্নাবস্থায় যখন কোন ভোগ্য বস্তু উপস্থিত থাকে না; তখন আমরা ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত থাকিলেও চৈতন্য-শক্তির প্রভাবে অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের ভোগ্য বস্তুতে সুখ, আনন্দ বা রস নাই। যাবতীয় সুখ, আনন্দ ও রস চৈতন্যধারাতেই আছে। তবে ইন্দ্রিয়গণ যন্ত্রস্বরূপ, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য, সে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তুদ্বারা চৈতন্যসাহায্যে তৎসুখ অনুভূত হয়। বলা বাহুল্য যে, আমাদের মনেও সে শক্তি নাই, যেহেতু মন জড়পদার্থ। তবে এই দেহে মনের দ্বারাই চৈতন্যের কার্য্য সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত নিদ্রিতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় শরীরে কোনরূপ যাতনা বা ক্লেশ হইলে অথবা অন্তঃকরণে কোন সাংসারিক দুঃখ বা চিন্তা উপস্থিত হইলে, তাহার কিছুমাত্র অনুভূত হয় না; আবার জাগ্রত হইবামাত্র পুনরায় ঐ সকল যাতনা ও দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নিদ্রিত ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মা বা চৈতন্য দেহে পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করেন; এবং জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বারে উপস্থিত হন। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, যদি কেহ ইচ্ছানুসারে সেই স্বপ্ন বা নিদ্রিত অবস্থা আনয়ন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ দৈহিক যাতনা, চিন্তা ও সাংসারিক দুঃখের হস্ত হইতে ঐরূপে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এইরূপে অন্তরদিকে আরও উচ্চতর স্থানে যাইতে অভ্যাস করিলে, অধিকতর আনন্দ ও শান্তি লাভদ্বারা সকল দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই অভ্যাসের নামই সাধনা বা যোগ। যোগ অভ্যাস দ্বারা আমরা স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি ও তৎপরে তুরীয় অবস্থায় গমন করিতে পারি। এক্ষণে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য-ধারা উপর হইতে নীচে আসিয়া কার্য্য করে। অতএব এই দেহেই ঊর্দ্ধে ইহার স্থান আছে। কিন্তু যখন এই ধারার বা অংশের এত অধিক ক্ষমতা, তখন ঊর্দ্ধে বা নিজদেশে উহার ক্ষমতা আরও অধিক এবং আরও ঊর্দ্ধে যথায় সেই চৈতন্যের ভাণ্ডার অবস্থিত, তথায় তাহার ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিক। মনুষ্য যে সাংসারিক সুখলাভের জন্য ব্যস্ত, সে সুখ চৈতন্যাংশের এক এক ধারা হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ভাণ্ডারে সর্ব্ববিধ সুখ, আনন্দ ও শান্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এইরূপে অনন্ত ত্রিলোক ও সমুদয় সৃষ্টির সর্ব্বময় কর্ত্তা সেই প্রেমস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ পূর্ণ চৈতন্যভাণ্ডার আমাদের দেহে অর্থাৎ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। দেহে তাঁহার স্থানকে নির্ম্মল চৈতন্যদেশ কহে। ঐ চৈতন্য ক্রমে আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হওত অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হওত মলিন হইয়া নীচে আসিয়াছে। নিম্নে মায়াদেশ, এখানকার উপকরণ স্থূল ও মলিন। জীব এই আবরণ মুক্ত করিয়া অভ্যাস দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করতঃ পূর্ণ চৈতন্যের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই এই জীবদ্দশাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যিনি চিরস্থায়ী ও উচ্চতর স্থানের গভীরতর আনন্দ ও সুখ লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে, যে চৈতন্যধারা অবতীর্ণ হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকীর্ণ হওত কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্ন ও সৎ-গুরুর সাহায্যে আরও উর্দ্ধে গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতে পরিশ্রম ও চেষ্টা করেন। চৈতন্য নিরাকার সৃষ্টির আদিতে কেবল সেই এক মাত্র পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বাধিপতি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহা হইতেই এই সমুদয় রচিত হইয়াছে। * অতএব নিরাকার হইতেই সাকার রচনা দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, চৈতন্যধারাতেই সমর্থতা, জ্ঞান, সুখ, আনন্দ প্রভৃতি সকল-শক্তি বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের অপার, অনন্ত এবং অসীম ক্ষমতা বুঝিতে হইলে, একমাত্র পরমার্থ-চর্চ্চাই তাহার উপায়। প্রথমে নিজের চৈতন্যকে চিনিতে পারিলেই সর্ব্বাধিপতির ভাণ্ডারের চৈতন্যের অনুমান করা যায়; একবিন্দু জল না দেখিলে সমুদ্রজলের অনুমান হয় না। অতএব সেই বিন্দুকে বুঝিয়া তাহার তত্ত্ব অবগত হওত ঐ বিন্দুকে সিন্ধুতে মিশাইতে মানবমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত।

আর এক কথা, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে চাহেন, কোনরূপ অশান্তি ও গোলযোগের মধ্যে না গিয়া, সত্যের আশ্রয় লইয়া, প্রকৃত নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া, কোন প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরও প্রকৃতি-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব ও চৈতন্য-তত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ আত্ম-তত্ত্বাদি আলোচনায় সময়াতিবাহিত করিলে সে সময় ব্যর্থ যায় না; অধিকন্তু তাহাতে আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বা তদালোচনায় আত্মবিভোর হওত তন্মধ্যে স্বভাবের নৈপুণ্য, কৌশল ও সৃষ্টিকর্ত্তার অপার বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্য্যরাশি উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয়েন এবং পরি-

* There were only atoms in this uuiverse, and it si spirit current that has produced cosmos out of chaos

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে প্রকৃত ধর্ম্মভাব আসিয়া, কালে তাঁহাকে পরমার্থ-পথের পথিক করিয়া তুলে।

প্রকৃতির বিকাশ মহত্তত্ত্ব। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফূরিত হয়। রজোগুণদ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার কার্য্য সাধিত হয়। মহত্তত্ত্ব বীজস্বরূপ সত্ত্বগুণসম্পন্ন বুঝিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থ ই মহত্তত্ত্বের অধীন। "আমি আছি" ইত্যাদি মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি। মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত "আমি" অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের "আমি" লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহংএর প্রধান লক্ষ্য জীবাত্মা বা আত্মার জীবভাব। প্রকৃতির পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম; ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। শাস্ত্রে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রার বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

এক্ষণে মন কিরূপ পদার্থ দেখা উচিত। মন অনিত্য ও নিরবয়ব; কিন্তু উৎপন্ন বস্তু। কপিল ঋষি বলেন, মন একটী দেহস্থ বস্তু। মন দেহাশ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু অস্থি মাংসাদির ন্যায় নহে। অবয়বের ধ্বংস হয়, অর্থাৎ তাহা পঞ্চভূতে বিলীন হয়। মন অবয়ব নহে বলিয়া উহা ক্ষণধ্বংসী নহে। তবে শরীরের বিনাশ হইলে, মন তাহাতে থাকে না। মন সূক্ষ্ম দ্রব্য। বায়বীয় পরমাণুর ন্যায় মন এককালে দুই বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মন জীবিত থাকে। মন নিরাকার না হইলে, কাহারও সহিত সংযুক্ত হইত না।

মনের সহিত আত্মার এতদূর নৈকট্য সম্বন্ধ যে, অনেকে বলেন, মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও আত্মা একই বস্তু ; কিন্তু যখনই আত্মার ও মনের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই দেখা যায়, মন ও আত্মার স্পষ্ট ভিন্নভাব দাঁড়াইয়াছে। আবার মনের অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, মন আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া আত্মার স্বরূপ পরীক্ষা করিতেছে। অতএব অনেকে মুখে বলেন, মন আত্মার নামান্তর মাত্র। কিন্তু কার্য্যে তাহা নহে।

অতঃপর আত্মার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আত্মাই আমি ; কিন্তু আমার এই মস্তক আমি নয়, আমার এই উদর আমি নই, আমার এই হস্তপদ প্রভৃতি অবয়বও আমি নই। আবার আমার মন ও ইন্দ্রিয়-গণও আমি নয়। আত্মা এ সকল হইতে পৃথক্। তাহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, হস্তপদের অগ্রাহ্য ও মনের অগম্য বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থূল দেহ, পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং ; এ সকলের কিছুই আত্মা নহে। আত্মা ঐ সকল হইতে একেবারে পৃথক্। অথচ আশ্চ-র্য্যের বিষয় এই যে, আমরা সর্ব্বদাই আমার হস্ত, আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমি অন্ধ, আমি কৃশ, আমি গেলাম, আমি মরিলাম বলিতেছি ; এইরূপে আমি ব্যবহারের স্থিরতা নাই দেখিয়া বুঝা যায় যে, মানুষ আপ-নাকে চিনে না। অতএব সকল হইতে পৃথক্ সেই বস্তুকে জানা আবশ্যক। গুরু-উপদেশ ও যোগ অভ্যাস দ্বারা এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রপাঠে এই আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই আত্মাকে প্রকৃতরূপে জানিলে মানবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়।

তৎপরে পরলোক ও আত্মার বিনাশ-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হয় যে, যাহা দেখা যায় না, তাহাতেই আমাদের সংশয় ও মতভেদ এবং বিবাদ। পরলোক ও আত্মা দেখা যায় না বলিয়া, তাহা লইয়া নানা গোলযোগ। সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে, দেহান্তর প্রাপ্তির পর, অন্য প্রকার দেহ হওয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোক। আত্মা জীর্ণ হয় না বা দেহের ন্যায় মরে না, দেহেই অধিষ্ঠিত থাকে, দেহের বিনাশে তাহা অন্য দেহ আশ্রয় করে। আত্মা অজর অমর ও অবিনাশী, এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে জন্মান্তর বা পুনর্দেহ-প্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্তও সত্য। অতএব আত্মা লিঙ্গ-শরীর-বিশিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ স্থূল-শরীর পরিগ্রহ করে ও পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করে। কারণ, যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন আত্মার সুখদুঃখ বিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য যেরূপ কর্ম্মে ও জ্ঞানে ইহলোকে নিমগ্ন ছিল, দেহান্ত হইলে তাহারই অনুরূপ দেহ ধারণ ঘটে। কর্ম্মানুসারে স্থাবরশরীর পশ্বাদিশরীর বা দেবশরীর হইয়া থাকে।

মৃত্যু স্থূল দেহেরই হয়, সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু নাই। যেমন মানুষ মরিল, অর্থাৎ তাহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিল। আবার কোন কাষ্ঠকে দগ্ধ করিলে তাহারও ধ্বংস হইল অর্থাৎ পঞ্চে পঞ্চ মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর ঘটিল। প্রকৃতপক্ষে কি সূক্ষ্ম কি স্থূল পদার্থের এককালীন বিনাশ হয় না, অতএব মৃত্যু কোন জীব বা দ্রব্যেরই নাই; সকলেরই রূপান্তর ও দেহান্তর হয়। মৃত্যু অর্থে রূপান্তর মাত্র।

অতএব এইরূপে দেখা যায় যে, পঞ্চভূতের মিলনে জন্ম ও বিচ্ছেদে মৃত্যু ঘটে; কিন্তু কেবল সেই পঞ্চভূতেও কোন জীব জন্মিতে পারে না, তাহাতে আর একটী বস্তুর অভাববশতঃ তাহা সজীব হয় না। সে দ্রব্য চৈতন্য বা আত্মা। ফলতঃ এই আত্মার বিচ্ছেদেই মৃত্যু ঘটে। পঞ্চভূত বা পরমাণুর ধ্বংস নাই। প্রলয়কালেও তাহা বীজরূপে থাকে।

আর এক কথা, জীব দেহ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জন্ম গ্রহণ করে কি না? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মানুসারে জীব পরজন্মে দেহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যতকাল না স্থূল শরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল জীব ভোগদেহে বা ভাবময়দেহে সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভোগ স্বপ্ন ভোগের ন্যায় অস্পষ্ট। লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা রচিত। জীব সূক্ষ্মদেহেও ভোগ করিয়া থাকে, তবে স্থূল দেহ ব্যতীত জীবের বাসনাতৃপ্তির অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ণ ও কর্ম্ম করিবার সুবিধা হয় না।

চতুর্দ্দশ ভুবন

উর্দ্ধাধোগতির দ্বারা যতদূর সূর্য্য-কিরণ পরিব্যাপ্ত হয়, ততদূর ভুবন কোষ অর্থাৎ তাহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন কহে। সপ্ত পাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ। "শুষিবং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ।"

"সপ্ত লোক। তন্মধ্যে অবীচি (নিম্নতন নরকস্থান) হইতে মেরু পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক। পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে ধ্রুবপর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র-তারকা-বিরাজিত অস্মদাদির দৃষ্টিতে যে অবকাশময় স্থান বিশেষ দৃষ্ট হয়—উহার নাম ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক। তদূর্দ্ধে পাঁচ প্রকার স্বর্গলোক। তাহার প্রথমে মহেন্দ্র লোক, তদূর্দ্ধে মহর্ল্লোক, মহর্ল্লোকের উর্দ্ধে প্রজাপতিলোক। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রহ্মলোক তিন ভাগে বিভক্ত। জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকসমষ্টির নাম "ভুবন"।

প্রথমোক্ত অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বা নরক। অবীচিই নিম্নতম বা প্রথমতম নীচ নরক। তদূর্দ্ধে যথাক্রমে আরও ছয়টী নরকস্থান আছে। তত্তাবতের নাম মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, অগ্নিস্থান, বায়ুস্থান, আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্থান। এই সকল স্থানকেই শাস্ত্রলেখকেরা অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবার স্বরূপ উপনরকও অনেক আছে। এই সকল নরকস্থান অতিক্রম করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ প্রোক্তস্থানের ঊর্দ্ধে যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, তলাতল, স্থতল, বিতল, অতল ও পাতাল,—এই সপ্তবিধ তল-লোক আছে। এ সমস্তই দৃশ্য পৃথিবীর অন্তর্ভূত। পাতাল সমাপ্ত হইলেই পৃথিবীলোক অর্থাৎ পাতাল স্থানের উর্দ্ধপ্রসরে ভূ-পৃষ্ঠনামক স্থানটী পৃথিবীলোক বলিয়া পরিচিত। এই পৃথিবীলোকে প্রধানতম সাতটী মহাদ্বীপ ও সাতটী মহাসমুদ্র বিরাজ করিতেছে। ইহার ঊর্দ্ধে ধ্রুবস্থান পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষলোক। এ লোকেও অসংখ্য জীব বাস করিতেছে। এতদূর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক। ইহাতেও অসংখ্য উত্তমোত্তম প্রাণীসকল বাস করিতেছে।"

পাতঞ্জল দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন-শাস্ত্র

বেদে বলিলেন, "এক ভগবান্‌ই জগতের জীবন।" উপনিষদে স্থির হইল, তিনি পরমাত্মা, মানব মানব-আত্মা মাত্র। তিনিই সত্য, আর জগতের সকলই মিথ্যা। পরমানন্দময় ও জীবন্মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাতে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি সত্য, জগৎ মিথ্যা; কিন্তু আমার আত্মা, তাঁহার অংশ, সুতরাং আমার আত্মা তাঁহা হইতে পৃথক্ হইলেও তাঁহার আত্মা ও আমার আত্মা উভয়ই এক। এই জন্য তাঁহার সহিত আমার সম্মিলন সম্ভব; এই মিলন না হইলে, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং সংসারে দুঃখভোগ ঘটে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উপনিষদ্ নিরস্ত হইলেন। বেদে যে ভগবানের বিকাশ হইয়াছিল, উপনিষদে সেই বিকাশ জ্ঞানসাহায্যে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু ইহাই ইহার শেষ নহে। পরে আরও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইল এবং এই সকল গুরুতত্ত্বের পরিস্ফুটন ও মীমাংসা হইল। বহু ঋষি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেন, এই সকল গ্রন্থ দর্শন-নামে অভিহিত হইল।

আর্য্য ঋষিগণ যে কেবল মাত্র বেদ বেদান্ত প্রভৃতির প্রচার লইয়াই বিব্রত ছিলেন, তাহা নহে। যত উত্তরোত্তর লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই লোকের ধর্ম্মপিপাসা দ্রুত হইতে লাগিল। ঋষিগণও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহারাই সমাজের নেতা ও চিকিৎসক। তাঁহাদের গভীর গবেষণার ফলে চারিদিকে পুনরায় জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িল ও সেই সময়ই ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া, সেই সকল গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের আত্মা কিরূপে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, অথবা কিরূপে আমরা জগতের দুঃখক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারি, ইহাতে তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইয়াছে। কিসে মানবের দুঃখ কষ্ট যায়, কিসে আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, কিসে তাহার কৈবল্য-মুক্তি লাভ হয়, প্রধানতঃ তাহারই উপায় এই ষড়্‌দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। জগতের কারণ সম্বন্ধে অনেকে তর্কবিতর্ক করিলেন ও তৎ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক মীমাংসা করিলেন। তন্মধ্যে ছয়খানি দর্শনই ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। এই ছয় দর্শনই "ষড়্‌দর্শন" নামে অভি-হিত হইল। যথা—সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল অর্থাৎ যোগ-দর্শন, ন্যায়-দর্শন, বৈশেষিক-দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। ইহা-দের শাখাপ্রশাখাদিতেও অনেক দর্শনের জন্ম হইয়াছে।

সাংখ্য-দর্শন

মহর্ষি কপিলদেব এই সাংখ্য-দর্শনের প্রণেতা। ইহাতে ত্রিতাপের নিবৃত্তি ও পুরুষার্থের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিষয় নিরূপণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতির কার্য্য, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়-বৈরাগ্য ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিষয়-বিরাগী মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা ও কুবরীনাম্নী পক্ষিণীর আখ্যায়িকা, পঞ্চম অধ্যায়ে পাপক্ষয় বর্ণন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয় সকলের সামান্য অর্থ কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার জ্ঞানই সাংখ্য-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহা অতি প্রাচীন শাস্ত্র। ভগবান্ কপিলদেব, স্বীয় মাতা দেবহূতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন। এই শাস্ত্রের কোন কোন সূত্রের অসদর্থ করিয়া, কোন কোন পণ্ডিত সাংখ্য-শাস্ত্রকার মহর্ষি কপিলদেবকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরীশ্বরবাদী বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। কোন কোন পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ব-কৌমুদী গ্রন্থের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া, নাস্তিক-মতপোষক কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু নামক পণ্ডিত বলেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ইহার অর্থ ঈশ্বর নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ, ঈশ্বর, বাক্য ও মনের অগোচর ; সুতরাং যুক্তি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরসিদ্ধ করিতে পারা যায় না। ভগবান্ কপিলদেবের যদি নাস্তিকমত পরিপোষণের তদ্রূপ বাসনা থাকিত, তবে তিনি ঐ সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অভাব এই সূত্রই প্রচার করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ত্রিতাপের নিবৃত্তিই মানবাত্মার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখ অর্থাৎ তাপ তিন প্রকার;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা ধাতুর ব্যতিক্রমজনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি, প্রিয়পদার্থের বিয়োগ ও কলঙ্ক-রটনাদি অপ্রিয়ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জজনিত চারি প্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে ও প্রাকৃতিক কারণে যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক। মনুষ্য মাত্রেই এই ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করাই সাংখ্য-দর্শনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, এই দুঃখ দূর করিবার কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল বলেন, "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের বিবেকজ্ঞানে এই দুঃখ দূর হয়।" পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা,—প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মন, পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের উৎপত্তি হয় এবং রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হয়। ঐ সকল উৎপত্তির ক্রম যথা,—শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্র হইতে তেজের উৎপত্তি, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র হইতে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়, সুতরাং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। উপরোক্ত পঞ্চমহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি।

মনুষ্যমাত্রই এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে গঠিত। মনুষ্যকে দুই স্বভাবাপন্ন দেখা যায় ;—প্রথম স্থূলদেহ-বিশিষ্ট মানব ও সূক্ষ্মদেহ-বিশিষ্ট মানব। স্থূল বা জড়দেহ নশ্বর, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর অবিনশ্বর। সাংখ্যশাস্ত্রের শেষ বচন এই—"জড়দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। যদি ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তবে জ্ঞানালোচনা করিয়া অহঙ্কার বা আমিত্ব জ্ঞান নষ্ট কর। আমিত্ব-জ্ঞানকে একেবারে নষ্ট করিতে পারিলেই জড়দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে, জড় জগতের অনিত্য জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানেই মুক্তি।"

পাতঞ্জল অর্থাৎ যোগ-দর্শন

মহর্ষি পতঞ্জলি এই শাস্ত্রের প্রণেতা। সেই হেতুই ইহার নাম পাতঞ্জল দর্শন। এখানিকে সাংখ্যের অন্তর্গত দর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাংখ্যকার, পরব্রহ্মের একেবারেই উল্লেখ করেন নাই, তাঁহাকে বাদ দিয়াই, তিনি মানবকে দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি পরব্রহ্মকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকেই প্রাধান্য দিয়া নিজ দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সাংখ্যের সকল কথাই মানিয়াছেন। সাংখ্যকার বলেন, "জড়দেহ হইতে বিভিন্ন হইতে পারিলেই দুঃখক্লেশ যায়; আমিত্ব নষ্ট করিতে পারিলেই মুক্তি হয়।" পতঞ্জলি বলিতেছেন, "এ সকলই ঠিক, কিন্তু সেই আমিত্ব নিত্য ও অনশ্বর, সুতরাং সে আমিত্ব কিরূপে বিস্মৃত হইতে পারা যায়? আত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং আত্মাকে ভুলিতে হইলে পরমাত্মার সহিত যোগই একমাত্র উপায়।"

ইহা করিতে হইলে সাংখ্যকার বলেন, "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে ইহা সম্পূর্ণ হয়।" পতঞ্জলি বলিতেছেন, "ব্রহ্মে নির্ভর করিলে ইহা হয়। ব্রহ্মে নির্ভর করিতে হইলে জ্ঞান, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা মুক্তির প্রধান সোপান।" মানবজীবনে এ কার্য্য করিতে হইলে, অনেক বিপদাপদ্ আছে—যথা রোগ, আলস্য, সন্দেহ প্রভৃতি। এই সকল বিপদাপদ্ দূর করিতে পারিলে, তবে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইতে নির্ভরতা আইসে, নির্ভরতা আসিলে ভগবানে মিশিয়া যাওয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই কয়েকটী মূলতত্ত্ব স্থির করিয়া, তৎপরে কিসে এই সকল বিপদাপদ্ না হয় ও কিসে জ্ঞান লাভ ঘটে, তাহারই কতকগুলি উপায় তাঁহার যোগশাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপায় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশদরূপে লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শন সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম যোগপাদ, দ্বিতীয় সাধনপাদ, তৃতীয় বিভূতিপাদ ও চতুর্থ কৈবল্যপাদ। এই চারিপাদের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই,—সাংখ্য-দর্শনে যে প্রকার পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ও তাহার চরমতত্ত্ব পুরুষ, পাতঞ্জল-দর্শনে তদ্রূপ ষড়্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ও ইহার চরমতত্ত্ব পরাৎপর পরমেশ্বর; সাধনপাদ আটভাগে বিভক্ত। যম, নিয়ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। যম অর্থে আত্মসহিষ্ণুতা। নিয়ম অর্থে সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণ। আসন অর্থে ঈশ্বর-চিন্তাকালে উপবিষ্ট হইবার প্রণালী। প্রাণায়াম অর্থে নিশ্বাস-আয়ত্তপ্রণালী। ইহাও আবার পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে ত্রিবিধ। প্রত্যাহার অর্থে ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মবশে আনয়ন। ধ্যান অর্থে একনিবেশসহকারে ঈশ্বরচিন্তন। ধারণা অর্থে চিত্ত স্থির-করণ ও সমাধি অর্থে সমস্ত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া তন্ময়ত্ব হওন। উপরোক্ত অষ্ট প্রকার সাধনা দ্বারা অষ্ট প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ঐ সিদ্ধিকে ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বলা যায়। যথা—ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞান, দূরস্থ দ্রব্যাদিদর্শন, পশু-পক্ষীর শব্দের অর্থবোধ, অন্তরীক্ষে বিচরণ, অন্তর্হিত হওন প্রভৃতি ঐশ্বরিক ক্ষমতা সকল লাভ। কেবল যে ক্ষমতালাভই যোগের উদ্দেশ্য, তাহা নহে। যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য, পরমাত্মার সহিত সম্মিলন। যোগিগণ বলেন, "এ সকল ক্ষমতালাভে যিনি অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হন, তিনি মূল বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যোগভ্রষ্ট হন।" যোগসিদ্ধ হইবার একমাত্র উপায় গুরু-উপদেশ। এই শাস্ত্রেও অধিকারী-ভেদে জ্ঞান ও ক্রিয়াযোগ নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান যোগের, যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা ক্রিয়াযোগের অধিকারী। কৈবল্য অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রমতে পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হইতে পৃথক্। স্ফটিক যেমন স্বভাবতঃ শুভ্র, তদ্রূপ জীবও স্বভাবতঃ চিন্ময়মাত্র। কেবল অজ্ঞান-বশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি হর্তা, আমি কর্তা ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে। উল্লিখিত যোগসাধনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। যে প্রকার সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা রহিত হইয়া, কেবল ঐ চিন্ময়-স্বরূপই বর্ত্তমান থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কেবলমাত্র ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যোগরত হন, তাঁহাদের দুই একটী লাভ হইলেও, পরিণামে তদ্দ্বারাই আবার তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি হওয়া সম্ভব ; যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যোগাভিলাষী, তাঁহারা প্রথমে গুরু অন্বেষণে তৎপর থাকিবেন, পরে তাঁহারই উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। অন্যথা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ ব্যাপার। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব ; যোগের দ্বারা এই অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ হয়।

ন্যায় দর্শন

মহর্ষি গৌতম এই শাস্ত্রের প্রণেতা, তাঁহার অপর এক নাম অক্ষপাদ। সেই কারণ এই শাস্ত্রের অপর একটী নাম অক্ষপাদ-দর্শন। মহাভারতের স্থানে স্থানে যে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের উল্লেখ ও প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই ন্যায়শাস্ত্রেরই নামান্তর। মূল গৌতম-সূত্র হইতে ন্যায় শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এই শাস্ত্র পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—নিম্নলিখিত ষোলটী পদার্থের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রকার ভেদ বা বিভাগ, লক্ষণ ও পরীক্ষা বা বিচার প্রণালীদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ। পদার্থ শব্দ এখানে জড় পদার্থ জ্ঞাপক নহে, প্রমাণাদি ন্যায়শাস্ত্রের ১৬টী বিভাগ বা অঙ্গই পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১। প্রমাণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের নির্ণয় করা যায়। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত ; যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ (আপ্ত-বাক্য)। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই বলবৎ। প্রত্যক্ষ ষড়্‌বিধ ; যথা,—ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শন ও মানস। কার্য্য দেখিয়া কারণ নিরূপণ করাকে অনুমান বলে ; যথা,—ধূম দেখিয়া অগ্নির বিদ্যমানতা এইরূপ নিশ্চয়। অনুমানের পাঁচটী অঙ্গ বা অবয়ব, যথা,—প্রতিজ্ঞা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু, উদাহরণ, নিগমন ও উপমান। প্রতিজ্ঞা—যেমন পর্ব্বতে অগ্নি আছে; হেতু—কেননা ইহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; উদাহরণ—যথা হইতে ধূম নির্গত হয়, তথায় অগ্নি আছে, যেমন রন্ধনশালা; নিগমন—অতএব এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে। কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্যদ্বারা কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানসাধনকে উপমান বলে। উপমান—এই পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। ২। প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রমেয় কহে। ৩। সংশয়। ৪। প্রয়োজন। ৫। দৃষ্টান্ত। ৬। সিদ্ধান্ত অর্থাৎ অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ৭। অবয়ব। ৮। তর্ক। ৯। নির্ণয়। ১০। বাদ ১১। জল্প। ১২। বিতণ্ডা। ১৩। হেত্বাভাব। ১৪। ছল। ১৫। জাতি এবং নিগ্রহস্থান। ১৬। এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলের তত্ত্বজ্ঞান হইলে প্রথমে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়; মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ হয়; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিবৃত্তিনাশে জন্মেরও নিবৃত্তি হয় এবং জন্ম নিবৃত্তি দ্বারাই দুঃখ নিবৃত্তি হয়; এই দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি। মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পদার্থ পরের কারণ। এই শাস্ত্র দ্বৈতবাদমূলক। ইহাতে পরমেশ্বর জীবাতিরিক্ত অর্থাৎ জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়-শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নন্, তিনি নির্ম্মাণকর্ত্তা।

মহর্ষি গৌতম বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন ও তর্ক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমুদয় শাস্ত্রের সহিতই ন্যায়-শাস্ত্রের উপযোগিতা আছে। ন্যায়-শাস্ত্রে প্রাচীন ও নব্য এই উভয়বিধ মতভেদ লক্ষিত হয় বলিয়া, ইহা দ্বিবিধ—প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য পরব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান ও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি বিশ্বাসস্থাপন। ফলতঃ, কপিল চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ স্থির করিয়া যাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, গৌতম তাহা ষোড়শ পদার্থে, কণাদ তাহা সপ্ত পদার্থে, পূর্ব্বমীমাংসা তাহা ছয়পদার্থে এবং বেদান্ত তাহা একই ব্রহ্মপদার্থে পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন।

বৈশেষিক-দর্শন

মহর্ষি কণাদ কর্ত্তৃক প্রণীত। মহর্ষির অপর একটী নাম উলক, এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে ঔলূক্য-দর্শনও বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিশেষ নামে একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়াতেই, ইহা বৈশেষিক-দর্শন নামে অভিহিত হয়। ইহা ন্যায়-শাস্ত্রের নামান্তর। এই মতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ কোন কালেই দুঃখ হইবে না, এরূপ অবস্থার নাম মুক্তি। এই মুক্তি আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না; কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান সহজসাধ্য নহে। শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। মহর্ষি কণাদ মননের অদ্বিতীয় সাধনস্বরূপ দশটী অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায় দুই দুই আহ্নিকে বিভক্ত। এই মতে পদার্থ সাত প্রকার; যথা,—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম্ম, ৪ সামান্য, ৫ বৈশেষ্য, ৬ সমবায় ও ৭ অভাব। প্রথম ৬টীকে ভাব পদার্থ ও শেষেরটীকে অভাব পদার্থ কহে। ইহাদের আবার বিভাগ আছে, যথা,—১। দ্রব্য (৯ প্রকার)—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন। আত্মা শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ২। গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি ২৪ প্রকার। ৩। কর্ম্ম—উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চনাদি ৫ প্রকার। ৪। সামান্য—পর ও অপর এই দুই প্রকার। ৫। বৈশেষ—ইহার বিভাগ নাই, কেননা বিশেষ পদার্থ পরমাণু-নিষ্ঠ, পরমাণু অনন্ত, এজন্য বিশেষও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত। ৬। সমবায়—এক, এজন্য ইহারও বিভাগ নাই। ৭। অভাব—ইহা দুই প্রকার, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

যাবতীয় জড়পদার্থ বিশেষ শক্তির সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বৃক্ষ, প্রস্তর, কটাহ, বস্ত্র প্রভৃতি সমুদয় বস্তুর আকার পরস্পর বিভিন্ন। যদিও সকল বস্তুই পরমাণুর সমষ্টি, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া, কণাদ ঋষি নিশ্চয় করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটী পদার্থ বা শক্তি আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়। এইমতে বিশেষ পদার্থ নিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ শক্তি নিহিত আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইত না। কণাদ ঋষির মতে অদৃষ্টকরণ বিশেষ দ্বারা, উক্ত পরমাণু সকলের সংযোগ হইয়া বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে। যথা—জলীয় পরমাণু-যোগে জল, তৈজস পরমাণু যোগে তেজ, বায়বীয় পরমাণু-যোগে বায়ু ইত্যাদি। মহর্ষি প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, পরমাণু সকল অবিনশ্বর, ইহাদের কোন আকার বা পরিবর্ত্তন নাই। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ পদার্থের সধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম হইতে তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়। অপরাপর দর্শন অপেক্ষা ইহাতে জড় পদার্থের অনুশীলনই অধিক এবং মহর্ষি কণাদ কর্ত্তৃকই প্রথম পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তিত হয়।

মীমাংসা-দর্শন

এই দর্শনকে মীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসা কহে। ইহা মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। এই দর্শনে শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডেরই সবিশেষ আলোচনা, বিচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সিদ্ধান্ত থাকায়, ইহাকে কর্ম্ম মীমাংসাও বলা হয়। বৈদিক গ্রন্থে যে সকল যাগ, ক্রিয়া-কলাপ লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্বমীমাংসায় তাহার সত্য-মিথ্যার নির্দ্ধারণ হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি বলেন, "বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি-কর্ম্ম করিলে, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।" ইহাতে বেদের মীমাংসা এবং শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ ভঞ্জিত হইয়াছে। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ন্যায়-পথ অবলম্বন করিয়া, ইহাতে বেদের বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। ইহাতেই বিশেষরূপে বেদের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে। এই দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, ভারতে আরণ্যক ও উপনিষদ্, তৎপরে দর্শন-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে যাগযজ্ঞ ক্রমে হতাদৃত হইতে আরম্ভ হইল। ইহা করিলে যে মুক্তি হইবে, এ কথা উপনিষৎকারগণ ও পরে দার্শনিকগণ বলেন নাই, কাজেই লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বেদ লইয়াও বিবাদ বাধিল, বেদের স্তবস্তুতির কোন্‌টী সত্য ও গ্রহণীয়, ইহা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ চলিল। অতি কঠিনতর বাদানুবাদ বাধিল, নানাবিধ মতভেদ ঘটিয়া, বৈদিক কর্ম্ম ভারত হইতে যায় যায় হইল। পণ্ডিতগণের বেদ-বিহিত কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহারই মীমাংসা করিবার জন্য মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করেন। এখানি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ যে সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ, এই সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে ঋষিগণের মধ্যে যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্তই কেবল বাক্যের পার্থক্য, তিনি তাহাই বিশদ-রূপে নানা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জৈমিনি-দর্শনে দেবতাদিগের বিষয়, তাঁহাদের স্বরূপাদি-নিরূপণ ও উপাসনাদি প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন

ইহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মমীমাংসা হওয়ায়, ইহার নাম ব্রহ্ম-মীমাংসা। ইহার অপর এক নাম বেদান্ত-দর্শন। বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে সকল যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের সত্য-মিথ্যানির্দ্ধারণ করাই পূর্ব্ব মীমাংসার কার্য্য; আরণ্যক ও উপনিষদে যে ভগবানের ও পরমাত্মার ভাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহারই সত্যনির্দ্ধারণ বেদান্তের বা উত্তর মীমাংসা-দর্শনের কার্য্য। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ তিন প্রস্থানে বিভক্ত। স্মৃতি, শ্রুতি ও ন্যায়। উপনিষদ্ ও আরণ্যক শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্যাসের সূত্র ন্যায়প্রস্থান। এই ন্যায়প্রস্থান চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায়ে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতি-পাদনই যে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহাই লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধ-আশঙ্কার পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধননিরূপণ ও চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল নির্ণীত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটী করিয়া পাদে বিভক্ত। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহার প্রথম সূত্র। এই বেদান্তশাস্ত্র অপর সকল শাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ। এই জন্য জগতে মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট ইহার সমধিক আদর দৃষ্ট হয়।

মহর্ষি জৈমিনি, পূর্ব্ব মীমাংসা-দর্শনে কেবল যাগ-যজ্ঞের সাপক্ষতা করিয়াছিলেন, দেশে যে গুরুতত্ত্বের আলোচনার তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, মহর্ষি ব্যাসদেব সেই তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম ও কণাদ যে সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন ও যে সকল অপূর্ব্ব শক্তির প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ইনিও সেই সকল বিষয়ই অর্থাৎ জগ-তের মূল কারণ কি, ব্রহ্ম কি, আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তাঁহার এই চিন্তার ফল, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। বোধ হয়, অন্যান্য সকল দর্শনে যাহা হইয়াছিল, বেদান্ত-দর্শনে তাহাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। অন্যান্য দর্শনে যে-টুকু বাকি ছিল, বেদান্ত দর্শনে সেই অভাব পূর্ণ হইল। অন্যান্য ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের যে টুকু প্রকাশ করিতে পারেন নাই, মহর্ষি ব্যাস তাহাই প্রকাশ করিলেন। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান ও জগতের মূল-কারণ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডন করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই।

মহর্ষি ব্যাস বলেন, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, নিত্য ও নির্গুণ; তাঁহার দুইটী বিকাশ; একটী পুরুষ অপরা প্রকৃতি বা মায়া। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে সর্ব্বদা সম্মিলিত হইয়া থাকেন, কখন তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হয়েন না। এই প্রকৃতিপুরুষ-সম্মিলিত যে ব্রহ্ম, তাঁহারই নাম ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময়, ইচ্ছাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মময়; তাঁহার গুণের সীমা নাই, তাঁহার ভাবের সীমা নাই, তাঁহার বিকাশের সীমা নাই। যেমন বিস্তৃত অনন্ত অসীম সমুদ্র ও তরঙ্গ, তেমনি ঈশ্বর ও এই জগৎ। তিনি ব্যতীত এ সৃষ্টিতে আর কিছুই নাই, "এক"ই বিরাজ করিতেছেন; "এক" ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এক হইতেই সহস্র; সহস্র বিকাশমাত্র, সহস্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নহে। বেদান্ত এই ঈশ্বরকে পরমাত্মা নাম প্রদান করিয়াছেন। মহর্ষি বলেন, "মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র,—যেমন অগ্নি ও সেই অগ্নি হইতে সমুত্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ঠিক সেইরূপ পরমাত্মা ও মানবাত্মা। তিনিই মহান্ অগ্নি, আমরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গমাত্র।

সাংখ্যকার যেরূপ বলেন, বেদান্ত-রচয়িতাও ঠিক সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, "এই মানবাত্মার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ আছে; ইহাতে মানবের কয়েকটী বিশেষ গুণ বর্ত্তায়, ইহার মধ্যে আমিত্বজ্ঞানই প্রধান।" বেদান্ত বলেন, "জগৎ মিথ্যা, কেবল তিনিই সত্য"। যদি তাহা হয়, তবে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি সকলই মিথ্যা ; কেবল অহঙ্কার বশতঃ মানবের আমিত্বজ্ঞান জন্মে। আর এই আমিত্ব-জ্ঞান জন্মে বলিয়াই মানব বহুবিধ দুঃখ বোধ করিতে থাকে। এই সুখদুঃখ দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না, বেদান্ত দর্শন তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। মহর্ষি বলেন, এই আমিত্বজ্ঞান নষ্ট না করিতে পারিলে, দুঃখ ঘুচিবার কোন উপায় নাই। এ কার্য্য ধর্ম্মাচরণ, সংসারপরিত্যাগ, মায়াবিসর্জ্জন, জপ, ধ্যান ও সাধনা দ্বারা হয়। তিনিই সত্য,আমিই তিনি,—সোঽহং—এই জ্ঞান যদি হৃদয়ে দৃঢ় হয় ও এই চিন্তাই যদি হৃদয়ের হৃদয়ে আমূল বদ্ধ হয়, তাহা হইলে মায়া কাটিয়া যাইয়া পূর্ণজ্ঞান আইসে, সেই জ্ঞানে তখন ঈশ্বরে ও নিজে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন "এক" ভিন্ন দুইয়ের অস্তিত্ববোধ একেবারেই থাকে না। সোঽহং—জ্ঞান পূর্ণ হইলেই কৈবল্যমুক্তি ঘটে। ইহা বেদান্তের মূল। বলিতে গেলে, সকল দর্শনের মূল এক ; তবে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সকলের আলোচনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহারা মানব-জীবনের দুঃখ দূর করিবার উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই মাত্র। অনেকে মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু-দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল দর্শনের মূল এক, সকলেই মানব-জীবনের দুঃখ-ক্লেশ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। এ কার্য্য কি কি উপায়ে হইতে পারে, তাঁহারা তাহারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তবে ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি-সম্বন্ধে, মানবাত্মাসম্বন্ধে সকলে একমত প্রকাশ করেন নাই ; ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও এই সকল মত এত উচ্চ, এত গভীর ও এত মনোহর যে, তাঁহার তুলনা ও বর্ণনা হয় না।

অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা ভারতবর্ষে বেদান্ত-দর্শনের অধিক আদর হইয়াছিল এবং এখনও আছে। আজও যে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী পাওয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদান্তিক। (প্রকৃতই ঈশ্বরের স্বরূপ, পরমাত্মা মানবাত্মা ও জগতের কারণ প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শন যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন সুন্দর গভীর ও উচ্চ মত এখনও কোথাও প্রচারিত হয় নাই।) বেদান্ত-দর্শন হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ধর্ম্ম; কেবল ইহাই কেন, ইহাকে দার্শনিক মাত্রেরই ধর্ম্ম বলা যায়। বেদ হইতে বেদান্ত-কালের মধ্যে কয়েকটী শব্দ ঈশ্বরবাচক বলিয়া সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে "ওঁ" শব্দ প্রধান। উপনিষৎকালের প্রারম্ভে ভগবানের তিনটী প্রধান গুণ আছে বলিয়া, ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষৎকার ও দার্শনিকগণ বলিয়া গিয়াছেন, "সত্ত্ব, রজ ও তম" পরব্রহ্ম এই তিন গুণ বিশিষ্ট। এই তিন গুণে তিনি জগতে ব্যাপ্ত। ওঁ শব্দে এই তিন গুণ ব্যক্ত হয়, অতি সংক্ষেপে ভগবানের এরূপ সুন্দর নাম আর হইতে পারে না। বেদান্ত এই তিনগুণ স্বীকার করিয়াও ভগবানকে প্রধান দুইটী ভাগে বিভাগ করিয়াছেন; ইহার একটী প্রকৃতি, অপরটী পুরুষ।

মূলবেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদাদিতে "মায়াবাদ" অপরিস্ফুটভাবে ছিল। বেদান্ত বলিতেন, "ঈশ্বরই কেবল একমাত্র সত্য।" জগৎ যে মিথ্যা, এ কথা বেদান্ত পরিষ্কাররূপে বলেন নাই; কিন্তু ক্রমে এই মতই ইহাতে সংযুক্ত হইল। বেদান্ত বলিলেন, "এ জগৎ মিথ্যা, কেবলই মায়া; এ মায়া কাটিলেই মুক্তি।"

এতদ্ব্যতীত আর একটী মত বেদান্তে পরবর্ত্তীকালে সংযুক্ত হয়; ইহাকে "ভক্তিবাদ" বলা যায়। বেদান্তের মূল বিষয় জ্ঞান; কিন্তু পরে "ভক্তি-বাদ" সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতেই বলা যায় "ভক্তিতেই মুক্তি হয়, ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা হইলে, মুক্তিলাভ ঘটে।"

এই বেদান্তধর্ম্ম আরও একটী বিশেষ কারণে অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ভারতে আবির্ভূত হইয়া, বেদান্তধর্ম্ম আরও অধিকতর প্রচলিত করিলেন। এ পর্য্যন্ত ভারতে যত হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, মহাশাস্ত্রজ্ঞ ও মহামনীষী ব্যক্তি অতি অল্পই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব না হইলে, বেদান্ত-ধর্ম্মের এত প্রাদুর্ভাব ও প্রাধান্য এদেশে হইত কি না সন্দেহ; তাঁহার ন্যায় মহাত্মার হস্তে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচারের ভার পতিত হওয়ায়, এক সময়ে বেদান্তধর্ম্ম সমস্ত ভারতের গৃহে গৃহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে বেদান্তধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, আর্য্য-সমাজে দিন দিন সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে বৈরাগ্যভাব আর্য্য-সমাজে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বেদান্ত দর্শন প্রচারিত হইলে, সেই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসভাব আর্য্য-সমাজে আরও অধিক প্রাদুর্ভাব লাভ করিল। অনেকেই বেদান্তমতে উন্নত হইয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া সাধ-নায় নিযুক্ত হইলেন। একদিকে যেরূপ এই ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপর দিকে আবার কু-লোকে বেদান্তের অর্থ কু-ভাবে লইয়া, কু-কার্য্যে বিলীন হইতে লাগিল। তখন গৃহীকে বেদান্তের ভাব বুঝাইবার আবশ্যক হইল; পূর্ব্বে যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যে যাইতেন, তাঁহারাই বেদান্ত পাঠ করিতেন ও বেদান্তের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেন। ঋষিগণ এ ধর্ম্মকে কঠিন বুঝিয়া, জনসাধারণকে এ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না; কিন্তু ইহাতে সমাজে অমঙ্গল ঘটিতেছে দেখিয়া, এই ধর্ম্ম গৃহীকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া উঠিল এবং তজ্জন্যই ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছিল। গৃহীকে বেদান্তধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য। গীতায় সংসার ও সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি একত্র সম্মিলিত করা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য, উপরোক্ত ষড়্দর্শন ব্যতীত আরও কতিপয় দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। তন্মধ্যে সকল গুলিই আস্তিকবাদ নহে। ইহাদিগের মধ্যে চার্ব্বাক মত নিম্নে লিখিত হইল।

চার্ব্বাক বলেন, যে দেহ সেই আত্মা ; সুতরাং দেহের-বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়, যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ ; কিন্তু শুক্লবর্ণ চূর্ণসংযোগে রক্তবর্ণ হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূত সংযোগ হইলে দেহের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে চৈতন্য জন্মে। "স্বর্গাপবর্গ" প্রভৃতি কিছুই নাই ; পরলোকে আত্মা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এ সমস্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। অগ্নিহোত্র, বেদ প্রভৃতি কাপুরুষদিগের জীবনোপায়। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞে পশুহনন করিলে, সে পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজ্ঞকারী ব্যক্তি পশুর পরিবর্ত্তে নিজ পিতাকে কেননা হনন করে? শ্রাদ্ধ, শান্তি সমস্ত কিছুই নয়। মরা গরু কি কখন ঘাস খাইয়া থাকে? "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে, যতকাল বাঁচিয়া থাক, সুখে থাকিতে চেষ্টা কর। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই তিন বেদের রচয়িতা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কালবদে, স্বভাববাদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি মত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্তই একরূপ নাস্তিকতাবাদ। এই সকল দর্শন ব্যতিরেকে জৈনদিগের আর্হতদর্শন ও সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নব্য দর্শনও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রামানুজ-দর্শন, মাধ্বাচার্য্যদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন, শৈব-দর্শন ও পাশুপত-দর্শন প্রভৃতি।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ তাহার বীজস্বরূপ। অদ্বৈতবাদে জীব ব্রহ্মের একত্ব ও দ্বৈতবাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদুভয়ের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবর্ত্ত বা মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদের অন্তর্নিবিষ্ট এবং পরিণাম বা আরম্ভবাদ দ্বৈতবাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এই প্রকার উভয়বাদাত্মক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি আরও কতিপয় বাদ আছে। বিবর্ত্ত বা মায়াবাদীদিগের মতে, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই; তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব সংসার কল্পিত হইয়াছে। সেই কল্পিত জগৎ হইতে যদি পরমেশ্বরকে বিবর্ত্ত অর্থাৎ পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মব্যতীত অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। যেমন বস্ত্র হইতে সূত্রকে পৃথক্ করিলে, বস্ত্র বলিয়া আর কিছুই থাকে না; সেই প্রকার জগৎ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিলে, জগৎ বলিয়া আর কিছুই থাকে না। সূত্র যে প্রকার বস্ত্রের কারণ, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের কারণ। যদিও ব্রহ্ম জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; যেমন সুবর্ণ, বলয় হইতে পৃথক্; কিন্তু বলয়, সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে। বলয় অথবা বস্ত্রের বিনাশে যে প্রকার সুবর্ণের অথবা সূত্রের বিনাশ সম্ভবপর নহে, সেই প্রকার কল্পিত জগতের বিনাশে ব্রহ্মের বিনাশ হইতে পারে না। সূত্র, বস্ত্রের কারণ হইয়াও যেরূপ বস্ত্রে নির্লিপ্ত, ব্রহ্মও সেই প্রকার জগতের কারণ হইয়াও জগতে নির্লিপ্ত। কারণ স্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া বিশ্বাস করি, মায়াবাদমতে উহা সমস্তই মায়াকল্পিতমাত্র। রজ্জুতে যে প্রকার সর্পভ্রম অথবা কাচে যে প্রকার জলভ্রম হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব বোধ হইয়া থাকে। এস্থলে যদি এ প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, ইহা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? তদুত্তরে ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে সকল সুখদুঃখাদি অনুভব করি, তৎকালে তাহা সত্য বলিয়াই অনুভূত হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় যে প্রকার জাগ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ জাগ্রতাবস্থার বিষয় তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। জড়পদার্থকে মায়াকল্পিত বলাতেই ইহা "মায়াবাদ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মায়াবাদ অতি প্রাচীন মত। কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতকে নূতন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, দেশ-মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ প্রকৃতি অথবা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বরাতিরিক্ত অপর কোন পৃথক্ কারণ নাই। সুতরাং পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। যদ্যপি অন্য কারণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্বের লাঘব হয়। সুতরাং একটী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আবার দুইভাগে বিভক্ত। আরম্ভ ও পরিণাম। ঈশ্বরাতিরিক্ত অপর পদার্থের স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করাতেই উল্লিখিত দুইটী মত দ্বৈতবাদ নামে কথিত। স্থূল জগৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিমাত্র। পরিণামবাদীদিগের মতে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের কারণ। অতিশয় ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে যে প্রকার প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে এই বিশাল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অঙ্কুর উৎপাদনের পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ যে প্রকার কারণস্বরূপ বীজে নিহিত ছিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থূল জগৎরূপ কার্য্যকারণ, প্রকৃতিতে সেই প্রকার নিহিত ছিল। দ্বৈতবাদীরা কহিয়া থাকেন, জীব ও ঈশ্বরে সেব্য-সেবক-ভাব। তদ্ধেতুই বোধ হয়, দ্বৈতবাদী আর্য্যগণ নির্ব্বাণ-মুক্তির আদর না করিয়া সালোক্য, সামীপ্য ও মুক্তির সাহায্যে সেবানন্দের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কহেন যে, জীবন যদি নির্ব্বাণ-মুক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপতাই লাভ করিল, তবে আর জীব ও ব্রহ্মে সেব্যসেবকতা-ভাব কোথায় রহিল? অদ্বৈতবাদমতেও জীব ও ব্রহ্মে সেব্যসেবক-ভাব নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সোঽহং" এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মচিন্তা করিতে তন্ময়ত্ব হওনই পরম পুরুষার্থ।

দ্বৈতবাদিগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় স্বর্গ, নরক ও নির্ব্বাণ মুক্তিকে তুল্য জ্ঞান করেন। যদিও দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রুতিবাক্য উভয় মতেরই পরিপোশক। অদ্বৈতবাদিগণ কহেন, "তত্ত্বমসি" শব্দের অর্থ "সেই তুমি"। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ কহেন, যে "তৎ ত্বমসি" অর্থাৎ "সেই পরমেশ্বর তুমি"। এস্থলে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাহা সত্য তাহা এক; সুতরাং ইহার মধ্যে কোনটা সত্য? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রুতিবাক্যের বিরোধ নাই। উল্লিখিত উভয়বাক্যের তাৎপর্য্য এক, তবে "ভিন্নরুচির্হিলোকানাম্" এবং সাম্প্রদায়িক ভাবও অনেক বিরোধের কারণ। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যেমন একও বলা যায়, দুইও বলা যায়, ব্রহ্ম এবং জীবও তদ্রূপ। শ্রুতি, স্পষ্টই ব্রহ্মকে অগ্নি ও জীবকে স্ফুলিঙ্গ-স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণই পুরাণশাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদকে অভিন্নরূপে বর্ণন করেন। রামানুজ আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। যদিও এই মত দ্বৈতবাদের অন্তর্গত, তথাপি ইহা অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। যদিও এই মত দ্বৈতবাদের অন্তর্গত, তথাপি ইহা অদ্বৈতবাদেরই প্রকারান্তর। ইহার মতে ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ামকভেদে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিনই এক এবং একই তিন। পরমার্থতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তর

প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণানন্দ এবং অনন্ত সুখলাভ করিতে হইলে সাধকের মনে যে সকল প্রশ্ন সতত উদিত হয়, সেই সমস্ত প্রশ্ন ও তাহার সদুত্তর নিম্নে লিখিত হইল।

প্রশ্ন। আমি কে?

উত্তর। তুমি জীবাত্মা পূর্ণপুরুষ সর্ব্বাধিপতির অংশ।

প্রশ্ন। কোথা হইতে আসিয়াছি?

উত্তর। পূর্ণ চৈতন্যের ভাণ্ডার হইতে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ দেশ হইতে আসিয়াছ।

প্রশ্ন। মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব?

উত্তর। যদি ধর্ম্মসাধন দ্বারা নিত্যানন্দ লাভ কর, তবে অজর অমর দেশে যাইবে, নতুবা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবে।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। যে পথ বা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজদেশে উপনীত হইতে পারেন, তাহাকেই পরমার্থ, ধর্ম্মসংক্রান্ত মত বা পন্থা এবং সাধন-পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন। প্রকৃত অধিপতি এবং কর্ত্তা কে?

উত্তর। প্রকৃত অধিপতি বা কর্ত্তার নাম পরব্রহ্ম।

প্রশ্ন। ঐ কর্ত্তা কোথায় আছেন এবং কি উপায়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উত্তর। তাঁহার স্থান অতি উচ্চ ও নির্ম্মল, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণের অতীত। ঐ ধামে যাইবার পথ আমাদের এই দেহেই আছে। যোগাভ্যাস দ্বারা তাহার দর্শনলাভ করা যায়।

প্রশ্ন। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। হিন্দুর ধর্ম্ম যে কি, তাহা তো অনেকে স্থির করিতে পারেন না। কারণ, বৈদিকধর্ম্মই প্রধানতঃ পূর্ব্বে এদেশবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ছিল, কালসহকারে প্রকৃত বৈদিক-ধর্ম্ম এখন নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে নানা মুনির নানা মত সংযোগ হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই হিন্দু-ধর্ম্ম বল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বল বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বল, সকলই খাটে। কারণ, এখন যাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের অধিকাংশই কার্য্যে নাস্তিক। এখানকার হিন্দু-ধর্ম্ম বাবাজীকে বাবাজী আবার তরকারীকে তরকারী। ইহাতে যে কি নাই, তাহা বলা যায় না। মা ভগবতী হইতে চুনা পুঁটি পর্য্যন্ত সকলই হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া পার করা যায়।

প্রশ্ন। পাপ ও পুণ্য বা শুভ ও অশুভ কর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। এ প্রশ্ন অতি সহজ অথচ কঠিন। জীবহিংসা পাপ, কিন্তু সমাজে প্রচলিত ও দেবতার বলি দিবার সময় পুণ্য। সময়ে সময়ে আবার এরূপ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন কোন্‌টী পাপকার্য্য বা কোন্‌টী পুণ্যকার্য্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কারণ, একমতে যাহা পাপ, অন্যমতে তাহা পুণ্য। যাহা হউক, মোটামটি যে কার্য্য করিলে আমরা আদিপুরুষের ধামের দিকে অগ্রসর হই, তাহা পুণ্য বা শুভ কার্য্য এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ যদ্দ্বারা আমাদের আত্মা উঁহার নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হয়, তাহাকে অশুভ বা পাপ কার্য্য কহে। এতদ্ব্যতীত আমরা অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, আমাদেরও অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। এই নিয়মে কার্য্য করিলে কেহ কাহার নিকট হইতে দুঃখকষ্ট পাইবে না। ইহাও শুভকার্য্য বা পুণ্যকার্য্য; ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপরীতাচরণে পাপ হইয়া থাকে। কারণ, তাহাতে অপরকে দুঃখকষ্ট দেওয়া হয় ও তাহাদের ক্ষতি করা হয়।

প্রশ্ন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর। জীবাত্মা দেহ ধারণ করিয়া সত্ত্ব, রজ, তম—তিনগুণ, পঞ্চভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইত্যাদির সহিত ও দেহের এবং অন্যান্য পদার্থের দ্বারা এরূপ জড়িত ও আবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সুকঠিন। জীবাত্মার এই সকল কারণে আবদ্ধ থাকার নাম বন্ধন ও ঐ সকল হইতে বিমুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি।

প্রশ্ন। বন্ধন কয় প্রকার?

উত্তর। বন্ধন দুই প্রকার। বাহ্য ও আন্তর। স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি, জগতের মানসম্ভ্রম ও লজ্জা এবং কুলমর্য্যাদাদি বাহ্যিক বন্ধন, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চভূত, তিন গুণ ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির সহিত যে বন্ধন, তাহাকে আন্তরিক বন্ধন কহে।

প্রশ্ন। মুক্তির উপায় কি?

উত্তর। যিনি মুক্তপুরুষ, তিনিই মুক্তির উপায় অবগত আছেন, অথবা যে গুরু নিজে মুক্ত পুরুষের প্রদর্শিত পথের পথিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে সে পথে অগ্রসর হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক নিয়মিত রূপে সাধন ভজন করাই মুক্তিলাভের উপায়।

প্রশ্ন। মায়া কাহাকে বলে?

উত্তর। নাশমান বা নশ্বর পদার্থ সকলকে মায়া কহে।* আর অবিনাশী অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই, তাহাকে চৈতন্যময় কহে।

প্রশ্ন। সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে?

---

* Material and spiritual.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। মনের ও দেহের চৈতন্যরূপ স্রোত বা ধারা সতত প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধারাগুলি যখন অবাধে আপন আপন কার্য্য করে, সেই অবস্থায় সুখ হয়। কিন্তু হঠাৎ কোন ধারা বলপূর্ব্বক বিতাড়িত বা অপসারিত হইলে যাহা অনুভব করা যায়, তাহার নাম কষ্ট বা দুঃখ। সুখ দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আধিভৌতিক। কল্য যাহার বিবাহ হইবে, তাহার মন আজ কত সুখ উপলব্ধি করিতেছে, হঠাৎ কোন বিঘ্ন আসিয়া বিবাহ রহিত করায়, কষ্ট হইল; এস্থলে মনের স্রোত বিপরীত হইল বলিয়া কষ্ট। আবার পায়ে আঘাত লাগিল, চৈতন্যধারা বন্ধ হওয়ার ব্যাঘাতে কষ্ট হইল।

প্রশ্ন। স্বর্গ ও নরক প্রকৃতই আছে কি?

উত্তর। স্বর্গলোক এবং নরককুণ্ড যে আছে, তাহা পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলেও এই পৃথিবীতে জীব স্বর্গ-নরকভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগাভোগ সকল দেহের ও মনের। এখানেও স্বর্গ ও নরকতুল্য স্থান আছে। কর্ম্মানুসারে এই দেহ মনেও ভোগ হইতে দেখা যায়।

প্রশ্ন। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম আছে কি না?

উত্তর। অধ্যাত্মশাস্ত্র-শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, আত্মার মৃত্যু নাই, জন্মগ্রহণ ও মরণ দেহান্তর মাত্র। যখন চুরাশিলক্ষযোনি পরিভ্রমণের কথা শাস্ত্রে আছে, তখন পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম এবং বর্ত্তমান জন্ম এই তিন জন্মের কথা ত সহজেই দেখা যায়। আমরা এরূপ ৩।৪টী বালকের বিষয় জানি; যাহারা নিজ মুখে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-কথা বলিয়াছিল। একজন তাহার পিতা মাতার বর্ত্তমানতা স্বীকার করিয়া তাঁহার নামধাম এমন কি গোপনীয় ধন পর্য্যন্ত গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়া, লোকের সন্দেহ দূর করিয়াছিল। আবার কর্ম্মফল ভোগ দেখিয়াও পূর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মের অনুভূতি হয়। শিশু জন্মিয়াই রোগ ভোগ করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়াও প্রতীতি হয় যে, সে কর্ম্মফলে ভুগিতেছে। অতএব যদি পূর্ব্ব-জন্ম তাহার না রহিল, তবে সে ভুগিতেছে কোন জন্মের কর্ম্মফলে? কারণ, এ জীবনে ত তাহার তখন কর্ম্ম করা হয় নাই, সুতরাং সে পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্মের ফলে কষ্ট পাইতেছে।

প্রশ্ন। বাসনা কাহাকে বলে?

উত্তর। বাসনা বা কামনার ইচ্ছা হইতে জন্ম। পরব্রহ্মের বাসনাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল এবং আমরা তাঁহার অংশ বলিয়া মনে মনে কত কি সৃষ্টি এবং রচনা করিয়া থাকি। বাসনা ফুরাইলেই জীব আর জন্মগ্রহণ করে না, বাসনার অসীম তেজ ও বল।

কাম কাম সবকোই কহে, কাম না চিহ্নে কোয়।
জেতান মন্‌কি কল্পনা কাম কাহারে সোয়॥

প্রশ্ন। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলটা কি, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর। যাহা অবলম্বন করিয়া জীব জীবনধারণ করে এবং যাহা ব্যতিরেকে জীবের জীবত্ব নষ্ট হওত তাহার আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়, তাহাকেই আমরা কর্ম্ম বলি। কর্ম্ম করিবার জন্যই জীব দেহ-ধারণ করে। কর্ম্ম ভিন্ন একদণ্ড বাঁচিবার উপায় নাই। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈ গু´ণৈঃ॥" কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। কর্ম্মে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতির গুণের দ্বারা জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।

কর্ম্মকে বিভক্ত করিতে গেলে, এক ভাবে তিন প্রকার হয়। যথা, —স্থূলদেহের কর্ম্ম, সূক্ষ্মদেহের কর্ম্ম এবং কারণদেহের কর্ম্ম। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সকল কার্য্য করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগকে স্থূলদেহের কর্ম্ম বলা যায়। হোম, শিল্প, সঙ্গীত, খাওয়া, পরা প্রভৃতি কার্য্য স্থূল। অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন যে সমুদয় কার্য্য করে, তাহাকে সূক্ষ্ম দেহের কার্য্য বলা যায়। যথা;—কাম, ক্রোধ, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ। সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রাবস্থায় এবং মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহের মূলীভূত ও জীবের বীজ স্বরূপ যে কারণ-দেহ বর্ত্তমান থাকে, তাহার কার্য্যকে কারণ-দেহের কার্য্য কহে, সুষুপ্তি অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলিয়া এবং মৃত্যুর পরাবস্থা জানি না বলিয়া, সাধারণ লোকে কারণদেহ এবং তাহার কার্য্যের বিষয় বুঝিতে পারে না।

এই ত্রিবিধ কর্ম্ম আবার সকাম এবং নিষ্কাম, এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে সকল কর্ম্ম কামনা, বাসনা বা আসক্তি সহকারে কৃত হয়, তাহাকে সকাম কর্ম্ম বলে। এজন্মেই হউক, পরলোকেই হউক বা পরজন্মেই হউক,—আমাদিগকে সকাম কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে যে ভাবে কামনা করিবে, সে সেই ভাবেই ফল পাইবে,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আমরা অজ্ঞানবশতঃ অধিকাংশ কর্ম্মেরই ভোগ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা যদি এরূপ মনে না করি যে, বিধাতা নিক্তি হস্তে লইয়া, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেক কার্য্যের ফল বিধান করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা আস্তিক হইলেও নাস্তিকের ন্যায় হইব। তবে তিনি কোন্ কর্ম্মের ফল কি ভাবে প্রদান করেন, তাহা অতি দুর্জ্ঞেয়। তাই গীতায় লিখিত আছে—"কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ," অর্থাৎ কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। ঈশ্বর অবধি কীটাণু পর্য্যন্ত বাসনা-বলে কর্ম্ম করিতেছে। তবে ঈশ্বরের বাসনা পঞ্চভূতাদিতে আবদ্ধ না থাকায়, তাহা সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু আমরা বাসনার অধীন বলিয়া এবং আমাদের বাসনা পঞ্চভূতাদিতে আবদ্ধ থাকায়, আমরা ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারি না। জীবগণ বাসনাবলেই এই কর্ম্মক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মিয়াছে। যে কর্ম্ম কামনার সহিত কৃত হয় না, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহাতে নিজের কোন কামনা বা স্বার্থ নাই, এরূপ কর্ম্ম। কামনা ভিন্ন যে কার্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারে না, কাজেই বিশ্বাস করে না। কেবল জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারেন। নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝানও অতি কঠিন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একব্যক্তির পুত্রকন্যাদি অন্নাভাবে মরিতেছে, সে এক ধনীর নিকট দশটাকা ধার চাহিয়া পাইল না, অথবা অযাচিতভাবে অপর ধনী একশত টাকা তাহাকে দান করিল, অথবা সে ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিল, এই তিন প্রকার কার্য্যের কিছুতেই তাহার মনের বিকার হয় না। ইহাতেও স্পষ্ট বুঝা গেল না;—আমার শরীরের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন ও পরিপাক ক্রিয়া হইতেছে, অথচ আমি তাহা জানিতে পারিতেছি না; জড়ের * কার্য্য জড় করিতেছে, আমি চৈতন্যস্বরূপ, নির্লিপ্তভাবে আছি,—এই দৃষ্টান্তটী বরং সহজ। গীতা ইহা বিশদ করিয়াছেন,—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের প্রভাবে সঙ্ঘটিত কর্ম্মের আমিই কর্ত্তা,—অহঙ্কার বশতঃ মনে এই মোহ উৎপন্ন হয়।

কর্ম্মসমূহ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ। যে সমুদয় সকাম কর্ম্ম জন্মজন্মান্তরে কৃত হইয়া সঞ্চিত হয়, তাহাকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। এই সকল সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে গুলি ফলোন্মুখী হইয়া জীবকে স্থূলদেহ ধারণ করায়, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। আর আমরা সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। তুলনা করিতে গেলে, কোন বৃক্ষের

* অবশ্য আমার দেহরূপ জড়ে চৈতন্যের অংশ (অথবা মলিন চৈতন্য) আছে বটে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ যে আমি, তাহা ঐ মলিন চৈতন্যে লিপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজগুলি সঞ্চিত কর্ম্মের তুল্য, ভূমিতে রোপিত অঙ্কুরোদ্গত বীজ প্রারব্ধ কর্ম্মের সাহত সমান এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষাকারে পরিপুষ্ট হওত বীজ না রাখিয়া বিনাশ-প্রাপ্তি, নিষ্কাম ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ন্যায় পরিপুষ্ট হওত ফল-ফুল উৎপাদন করিয়া তাহার বীজ সঞ্চয় করণ সকাম ক্রিয়মাণ কর্ম্মের মত। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বুঝিবার জন্য একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এই গুরুতর বিষয় সমাপন করিব। মনে করুন, এক ব্যক্তি পৃষ্ঠস্থিত তূণীরে কতকগুলি তীর রাখিয়াছে, একটী তীর ধনুকে যোজনা করিয়াছে এবং একটী তীর ধনুকের সাহায্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। তূণীর-স্থিত তীরগুলিকে বহুজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, নিক্ষিপ্ত তীর প্রারব্ধ কর্ম্মের সহিত সমান এবং ধনুকারোপিত তীরকে ক্রিয়মান কর্ম্ম বলা যায়। এরূপ অবস্থায় তীরন্দাজ তূণীরস্থিত তীরগুলি এবং ধনুকারোপিত তীর ফেলিয়া দিতে পারে ; কিন্তু যে তীর ছুঁড়িয়াছে, তাহা ফিরাইতে পারে না। তদ্রূপ আমরা ভক্তিযোগ প্রভৃতি দ্বারা বীজ-রূপী সঞ্চিত কর্ম্মকে যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধকরতঃ নষ্ট করিতে পারি এবং এজন্মের কর্ম্মকে নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করিয়া, ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে নিষ্ফল করিতে পারি ও প্রারব্ধ কর্ম্মকে সাধনাদ্বারা নিস্তেজ করিতে পারি।

প্রশ্ন। সকলই পুরুষকার দ্বারা হয়, অথবা অদৃষ্ট আছে ? *

উত্তর। কথাটা অনেকেই বুঝে, কিন্তু কার্য্যকালে অন্যরূপ দেখা যায়। প্রারব্ধাদি কর্ম্মের ফলভোগ জন্য জীবের তিলার্দ্ধ মাত্র নিজের স্বতন্ত্রতা নাই। করকোষ্ঠী দেখ, দেখিবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম পর পর সাজান রহিয়াছে। জন্মলগ্ন দেখিয়া কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, দৈনন্দিন ফল মিলাও, দেখিবে স্থিরীকৃত আছে। এক একটী কর্ম্ম পুরুষকার দ্বারা উল্টাইবার চেষ্টা করিয়া দেখ, পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, দেখিবে

* Free-will and predestination.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিফলকাম হইয়াছ। তখন অদৃষ্ট বা কর্ম্মফলের সমস্ত হইতেছে, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিষয় আছে বলিয়া বুঝিতে গোল হয়। সে বিষয় এই যে, জীবের স্বতন্ত্র কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা নাই; কিন্তু জীবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, অর্থাৎ আমরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে ও সকল বিষয় কল্পনা করিতে পারি, অথচ কর্ম্ম করিতে হইলে আমরা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধের দাস বলিয়া এক চুল এদিক ওদিক হই না। ফলতঃ অদৃষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা, অদৃষ্ট ব্যতীত একপদও নড়িবার শক্তি আমাদের নাই। অতএব অদৃষ্ট দ্বারা সমস্ত হই-তেছে'। কিন্তু তাহা বলিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, যাহা দৃষ্ট নয় তাহার নাম অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের বিষয় না দেখা বা না জানাই ভাল। জানিলে মন অস্থির হয় অর্থাৎ সুস্থ শরীরকে ইহা দ্বারা ব্যস্ত করা হয় মাত্র; কেননা ফল নড়চড় হইবে না; লাভের মধ্যে চিত্ত-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন। গুরু কাহাকে বলে?

উত্তর। যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, তাঁহার নাম গুরু। যিনি নিজে ভগবানকে সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছেন, ভগবানে ও যাঁহাতে প্রভেদ নাই, তিনিই গুরুপদবাচ্য। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" এতদ্ব্যতীত গুরুমহিমা-সম্বন্ধে গুরুগীতায় অনেক বিস্তারিত বর্ণন আছে।

প্রশ্ন। শিষ্য কাহাকে বলে?

উত্তর। যিনি অকপটে গুরুভক্তি করেন, গুরু ও ভগবানে ভেদজ্ঞান করেন না, যিনি মৃতবৎ থাকেন ও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি কোন কার্য্যে প্রয়োগ করেন না, তাহাকে শিষ্য বলে।

প্রশ্ন। কাহার উপাসনা করা উচিত?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। গুরু এবং জ্ঞান-বৃদ্ধের।

প্রশ্ন। সদা সুখী কে ?

উত্তর। বিষয়-বিরাগী ব্যক্তি। কিন্তু যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী জানিবে।

প্রশ্ন। মূর্খ কে ?

উত্তর। তত্ত্বজ্ঞানহীন ও বিবেক-বিহীন ব্যক্তি।

প্রশ্ন। প্রকৃত দরিদ্র ও প্রকৃত ধনী কে ?

উত্তর। পরমার্থ হিসাবে যাহার প্রেম নাই, সে দরিদ্র এবং যাহার প্রেমভক্তি আছে, সেই ধনী। সাংসারিক হিসাবে যাহার বাসনা অধিক সেই দরিদ্র, আর যাহার বাসনা অল্প সেই ধনী।

প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা কাহাকে বলে ?

উত্তর। গুরু উপদেশই প্রকৃত বিদ্যা। যে বিদ্যার আলোচনায় আত্মতত্ত্ব অবগত হওত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা এবং সেই বিদ্যার অনুশীলন করিলে ও তাহা আয়ত্ত হইলে অপরাপর কোন বিদ্যা জানিতে বাকি থাকিবে না।

প্রশ্ন। মহাশল্য কি ?

উত্তর। নিজের মূর্খতাই মহাশল্যস্বরূপ।

প্রশ্ন। প্রকৃত শত্রু কাহারা ?

উত্তর। কামক্রোধাদি রিপুসকল ও নিজের ইন্দ্রিয়গণ।

প্রশ্ন। লঘুত্বের মূল কি ?

উত্তর। যাচ্ঞা।

প্রশ্ন। জীবের দুস্ত্যজ্য কি ?

উত্তর। দুরাশা।

প্রশ্ন। প্রকৃত বীর কে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। যাহার মন কন্দর্পবাণে ব্যথিত না হয়।

প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে জয়ী কে ?

উত্তর। যিনি মনকে বশীভূত ও রিপুগণকে জয় করিয়াছেন।

প্রশ্ন। কোন্ বস্তু ত্যাগ ও গ্রহণ করা উচিত এবং কোন্ দান শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর। "লেনেকো সত্যনাম হ্যায়, দোনোকে অন্নদান।
তরনেকো হ্যায় দীনতা, ডুবনকো অভিমান॥"

প্রশ্ন। জীবন্মৃত কে ?

উত্তর। সর্ব্বদা পুরুষকারবিরহিত পুরুষই জীবন্মৃত বলিয়া জানিবে।

প্রশ্ন। সদানন্দ পুরুষ কে ?

উত্তর। যিনি সুখদুঃখাদি সকল অবস্থাকেই সমজ্ঞান করেন এবং যাঁহার অন্তরে সদা সন্তোষ বিরাজমান।

প্রশ্ন। সংসারের পাশ কাহাকে বলে ?

উত্তর। স্ত্রীপুত্রাদির মমতাই মহাপাশ।

প্রশ্ন। মোহজানকা সুরা কি ?

উত্তর। রমণী।

প্রশ্ন। প্রকৃত জ্ঞানী কে ?

উত্তর। যিনি ভববিমুক্তির উপায় চিন্তন দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

প্রশ্ন। লোকে ধন্য কে ?

উত্তর। পরোপকারী ব্যক্তিই ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন। সংসারের মূল কে ?

উত্তর। অবিদ্যা।

প্রশ্ন। সত্য কি ?

উত্তর। যাহা প্রাণিগণের প্রকৃত হিতকর, তাহাই সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর। মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করা এবং সতত ভগবানের চরণে ধ্যান ভজন দ্বারা ভক্তিরসে আপ্লুত থাকা।

প্রশ্ন। প্রকৃত তীর্থ কি ?

উত্তর। সদ্‌গুরুর চরণেই সকল তীর্থ ; সেই চরণদর্শনই প্রকৃত তীর্থ বলিয়া জানিবে।

প্রশ্ন। মানবের প্রকৃত ভূষণ কি ?

উত্তর। শীলতাই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট ভূষণ।

প্রশ্ন। মনুষ্যের নিত্য জ্বর কি ?

উত্তর। আমাদের সংসার-চিন্তারূপ জ্বরই নিত্যজ্বর।

প্রশ্ন। ইহলোকে নরপশু কাহাদিগকে বলা যায় ?

উত্তর। ধনহীন ব্যক্তিরাই নরপশু।

প্রশ্ন। মনের আত্যন্তিক নাশ কি ?

উত্তর। মনের আত্যন্তিক নাশ বা বিনাশেই মোক্ষলাভ হয়, যখন জীবের মোক্ষলাভ হয়, তৎপূর্ব্বেই মনের বিনাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। মানবের দিব্যব্রত কি ?

উত্তর। অহঙ্কার ত্যাগ করা। ইহা নিত্যব্রত ও আজীবন পালন করিতে হয়।

"কাঞ্চন ত্যজনা সহজ হ্যায়, সহজ ত্রিয়া (স্ত্রী) কি নেহ (প্রেম)
নাম বড়াই ঈর্ষা দুর্লভ ত্যজনী স্নেহ ॥"

প্রশ্ন। আমাদের দেহে দস্যু কাহারা ?

উত্তর। কুবাসনা।

প্রশ্ন। সংসারে কোন্ কোন্ পদার্থ পরিহেয় ?

উত্তর। কামিনী ও কাঞ্চন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। কামিনীকাঞ্চনকে এত ভয় কেন ?

উত্তর। এহুটী ত্যাগ করা সহজ নহে। মহাত্মা কবির বলেন—

“চলো চলো সব কোই কহে, পঁহুছে বিরলা কোয়।
এক কনক আউর কামিনী, দুর্গম ঘাটী দোয়॥
এক কনক আউর কামিনী, বিষফল কিয়ে উপায়।
দেখে হীতে বিষ চড়ে, চাখতহী মর জায়॥”

প্রশ্ন। লোকে দুর্লভ কি ?

উত্তর। সদ্‌গুরু। গুরু হইবার জন্য অনেকেই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে ; কিন্তু প্রকৃত গুরু অর্থাৎ সদ্‌গুরু লাভ সৌভাগ্যবান্ ব্যতীত অপরের ভাগ্যে সহজে মিলে না। *

প্রশ্ন। এ সংসারে চঞ্চল বস্তু কি ?

উত্তর। মন, ধন, যৌবন ও আয়ুঃ।

প্রশ্ন। আমাদের অহোরাত্র চিন্তনীয় কি ?

উত্তর। সংসারের অসারত্ব এবং মঙ্গলময়ের মহিমা ও অপার দয়ার বিষয় যত আমরা চিন্তা করিব, ততই আত্মতত্ত্বে জ্ঞান হইবে।

প্রশ্ন। এ সংসারে মিত্র কে ?

উত্তর। যিনি মুক্তির পথে লইয়া যান, সেই গুরুই এক মাত্র মিত্র।

প্রশ্ন। কি উপায়ে ভব-যাতনা দূর হয় ?

উত্তর। জন্ম-মৃত্যুরহিত হইলে মোক্ষ লাভ দ্বারা।

প্রশ্ন। স্বর্গভোগ চিরদিন ভাল, অথবা মোক্ষলাভ ভাল ?

উত্তর। মোক্ষলাভের তুলনায় স্বর্গভোগ কিছুই নয়। আর চিরদিন স্বর্গভোগ হইবে কিরূপে ? সুকৃতি ও পুণ্যফল-ভোগকাল শেষ হইলে,

---

* সদ্‌গুরু অর্থে এখানে যিনি মুক্তপুরুষ অর্থাৎ ভগবানেতে ও যাঁহাতে প্রভেদ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সুখদুঃখের অধীন হইয়া কর্ম্মচক্র ভোগ করিতে হইবে ও স্বর্গবিচ্যুতি হইবে।

প্রশ্ন। সদা জাগরিত পুরুষ কে?

উত্তর। উদ্ধারের জন্য যিনি আসিয়াছেন, সেই সদ্‌গুরুই সদা জাগরিত থাকেন অর্থাৎ তিনি নিদ্রিত হইলেও সমস্ত দেখিতেছেন।

প্রশ্ন। প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে?

উত্তর। প্রকৃত প্রেম কি, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি মহৎ ব্যক্তি; যিনি যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্। সেক্ষপিয়র বুঝিয়াই বলিয়াছেন "A volume in a word, ocean in a tear." আর বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়াই মোক্ষ পাইয়াছেন। প্রেম অর্থে আকর্ষণ ভালবাসা, মেশামেশি, মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া বা ভিন্ন থাকিয়া আনন্দ লাভ করা ও তাহাতেই সৌন্দর্য্য দেখা এবং সুখানুভব করা।

প্রশ্ন। কাহার সঙ্গ পরিত্যাজ্য?

উত্তর। মূর্খ, পাপী, খল, কপট ও নীচ।

প্রশ্ন। দুর্জ্জয় কে?

উত্তর। বাসনা ও কর্ম্ম।

প্রশ্ন। সার্থক জন্ম কাহার?

উত্তর। যাহাকে আর গর্ভ-যাতনা ও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, সেই ব্যক্তিরই জন্ম সার্থক।

প্রশ্ন। কাহা হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকিতে হয়?

উত্তর। ধর্ম্মজ্ঞান রহিত সাংসারিক ব্যক্তির নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে।

প্রশ্ন। প্রকৃত বিষ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। ধন, মান, বিষয়, বৈভব ইত্যাদি।

প্রশ্ন। স্থূলদৃষ্টিতে মিত্র বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে শত্রু কাহারা?

উত্তর। পুত্রদারাদি ইহারাই মিত্রসংজ্ঞক শত্রু।

প্রশ্ন। শ্রোতব্য ও গৃহীতব্য বিষয় কি?

উত্তর। ভক্তিভাবে গুরুর উপদেশ নিরন্তর শ্রবণ ও গুরুমন্ত্র (নাম) গ্রহণ।

প্রশ্ন। সংসারে কর্ত্তব্য-কার্য্য কি?

উত্তর। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ পরিশ্রম করা ও অবশিষ্ট সময় আত্মার কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকা।

প্রশ্ন। কোন্ বিষয় জানিয়াও শেষ করা যায় না?

উত্তর। নিত্যসুখ-স্বরূপ পরমাত্মাবিষয়ক পরমতত্ত্ব।

প্রশ্ন। কোন বস্তু জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না?

উত্তর। একমাত্র সর্ব্বাধিপতি পূর্ণপুরুষকে জানিতে পারিলে সব জানা হয়।

প্রশ্ন। পরমার্থে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অথবা কমবেশী অধিকার?

উত্তর। উভয়ের অধিকার সমান।

প্রশ্ন। চৈতন্যের ভাণ্ডার কোথায়?

উত্তর। জীবের মস্তকে চৈতন্যের ভাণ্ডার। মস্তক হইতে চৈতন্যধারা নামিয়া সমস্ত দেহে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন। পরের দোষগুণ লক্ষ্য করা উচিত কি না?

উত্তর। যদি দোষ দেখিতে হয় নিজের এবং গুণ দেখিতে হয় তো গুরুর; নতুবা অপরের দোষ বা গুণ দেখায় ক্ষতি আছে।

প্রশ্ন। ভগবান্ ভক্তের প্রতি অল্প দয়া করেন; কেননা তাহাদেরই কষ্ট বেশী দেখা যায়, ইহার কারণ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। দয়া করেন, তবে ভক্তকে ধন মান না দিয়া ভক্তিদান করেন। প্রকৃত ভক্তও তাহাই চায় এবং সে অন্যান্য কষ্টের জন্য ভ্রূক্ষেপ করে না।

প্রশ্ন। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। দুই স্বতন্ত্র নহে; অগ্রে ভক্তি, ভক্তির দ্বারা জ্ঞানোদয় হয়। তখন উভয়ের পার্থক্য থাকে না।

প্রশ্ন। পরমার্থীর আহার কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর। সাধকগণের দেহরক্ষার্থ ফলমূলাদি, ঘৃত, দুগ্ধ, তণ্ডুল, গম, ছাতু প্রভৃতি সাত্ত্বিক আহার অল্পপরিমাণে করা উচিত।

প্রশ্ন। উদর ভরিয়া আহার করায় এবং মাংসাদি তেজস্কর খাদ্য ভোজনে দোষ কি?

উত্তর। শরীর যত হাল্‌কা হইবে, সাধন-ভজনে তত সুবিধা হয়। উদর পূরিয়া আহারে শরীর ভার হয় ও সাধন-ভজনে ব্যাঘাত জন্মে। তদ্রূপ মাংস ভক্ষণ করিলেও চৈতন্যের ধারা ঊর্দ্ধমুখী হয় না। অধিকন্তু মৎস্য-মাংসাদিতে জান্তব চরিত্রগত দোষ সকল দেহে আসিয়া আশ্রয় করিলেও সাধনায় ফল তত শীঘ্র হয় না।

প্রশ্ন। নিষ্কাম ও সকাম এই উভয়বিধ ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম কোন্ গুলি?

উত্তর। ব্রতাদি দ্বারা পরজন্মে কতকগুলি দ্রব্য বা সুখ প্রাপ্তির অথবা স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে ধর্ম্মসাধনা, এই সকলের নাম সকাম ধর্ম্ম। ইহার বিপরীত অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া যে ধর্ম্মসাধন, তাহার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। ফলকথা কিছু লাভের বা ভোগের জন্য নহে; কেবল পরমপিতাকে প্রাপ্তির জন্য হইলে, তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্মসাধন বলা যায়।

প্রশ্ন। প্রকৃত সন্ন্যাসী কাহাকে বলে?

উত্তর। যে ব্যক্তির বা যে মহাপুরুষের সুস্বাদু এবং কুস্বাদু উভয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধ আহার্য্য দ্রব্যেই বিরক্তি ও অনুরক্তি সমান এবং লোষ্ট্রকাঞ্চনে যাঁহার সমবুদ্ধি, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে। যিনি নিত্যপ্রবাসী, অহোরাত্র এক-স্থানে অবস্থিতি করেন না এবং দণ্ড কমণ্ডলু আর রক্ত কৌপীন ব্যতীত যাঁহার সম্বলান্তর নাই, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে। যিনি কাহার নিকট কোন বিষয় বা বস্তুর নিমিত্ত কোন প্রকার যাচ্ঞা করেন না, লোভাদি বিমুক্ত হইয়া, শুদ্ধাচারবান্ হইয়া সতত দ্বিজান্ন ভোজন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। ফলকামনায় যাঁহার কোন প্রকার অনুষ্ঠান নাই, ঐহিক বা পারত্রিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যাঁহার শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদির কোন প্রকার ক্রিয়া হয় না, যিনি কোন প্রকার আলয়ে বাস করেন না, এবং সতত সর্ব্বভূতময় পরমাত্মাকে আপনার অস্তিত্ব সমর্পণ করিয়া অবস্থিতি করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি সতত মৌনী, যাহার ব্রহ্মচর্য্য অব্যাহত, যিনি কাহার সহিত কোন প্রকার আলাপ-সম্ভাষণাদি দ্বারা আত্মীয়তা বা শত্রুতা-অনুষ্ঠান করেন না, যিনি আত্মা ব্যতীত আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করেন না, যাহার অন্তরচক্ষু এবং বহিশ্চক্ষু সন্নিধানে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই জ্ঞান সতত বিরাজ করে, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি কীটানুকীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, নরক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সমানবুদ্ধি-সম্পন্ন, সর্ব্বত্রই এক অদ্বিতীয় বস্তুর উপলব্ধি করেন, যাহার কাহারও প্রতি কোনরূপ হিংসা ও দয়া-নিষ্ঠুরতাদি না থাকে, যাঁহার ক্রোধ নাই, যাঁহার অহঙ্কার নাই, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি ভক্ষণের নিমিত্ত কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন না, অযাচিত-ক্রমে মিষ্ট অমিষ্ট যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই ভোজন করিয়া ভৌতিক দেহের সংরক্ষণ করেন; তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি স্ত্রী-জাতির মুখাবলোকন করেন না এবং তাহাদিগের সান্নিধ্যে অবস্থিতিও করেন না, যিনি দারুময়ী স্ত্রীর প্রকৃতিও সন্দর্শন না করেন, তিনিই ভিক্ষুক, তিনিই সন্ন্যাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। নিত্য ও অনিত্য বস্তু কি ?

উত্তর। একব্রহ্ম নিত্য বস্তু, তদ্ব্যতীত সমস্ত বস্তুই অনিত্য।

প্রশ্ন। শমদমাদি ছয় সম্পত্তি কি ?

উত্তর। শম—অর্থাৎ মনের সংযমন ; দম—অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে মনকে দমন। উপরতি—অর্থাৎ ভোগেচ্ছা হইতে মনকে আকর্ষণ করা। তিতিক্ষা—অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি সহ্য করা। শ্রদ্ধা—অর্থাৎ গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করণ। সমাধান—অর্থাৎ জ্ঞানযোগে চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা, ইহাদিগকে ষট্‌সম্পত্তি কহে।

প্রশ্ন। আত্মা কাহাকে বলা যায় ?

উত্তর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীর হইতে এবং পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ এবং তিন অবস্থার সাক্ষী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনিই আত্মা।

প্রশ্ন। স্থূল শরীর কাহাকে বলে ?

উত্তর। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ সুখ দুঃখাদি ভোগের আশ্রয়ক,—এবং কালপ্রাপ্তে জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি এবং পরিণাম ও ক্ষীণ প্রাপ্ত এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে, এই ছয় প্রকার বিকারযুক্তই স্থূল শরীর।

প্রশ্ন। সূক্ষ্ম শরীর কাহাকে বলে ?

উত্তর। পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন এবং সুখদুঃখাদি ভোগের কারণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ আর মন ও বুদ্ধি হইতে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলা যায়।

প্রশ্ন। কারণ শরীর কাহাকে বলে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যা অর্থাৎ সত্য ও অসত্য এবং সত্যাসত্য মিলিত, আর ভেদ ও অভেদ এবং ভেদাভেদ বিমিশ্রিত, আর নিরবয়ব ও সাবয়ব এবং নিরবয়ব-সাবয়ব একত্রিত যে অনাদি ও অবিদ্যারূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ এবং আত্মস্বরূপ জ্ঞানের আবরণকারী নির্ব্বিকাররূপ যিনি আছেন, তাঁহার নাম কারণ শরীর।

প্রশ্ন। তিন অবস্থা কাহাকে বলে ?

উত্তর। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা।

প্রশ্ন। জাগ্রদবস্থা কাহাকে বলে ?

উত্তর। শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান হয়, ঐ অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলে এবং স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মাকে এই অবস্থাতে বিশ্ব বলা যায়।

প্রশ্ন। স্বপ্নাবস্থা কাহাকে বলে ?

উত্তর। জাগ্রদাবস্থায় দেখা যায় ও শুনা যায়, তজ্জনিত বাসনা দ্বারা নিদ্রাসময়ে যে প্রপঞ্চ দেখা যায়, তাহাকেই স্বপ্নাবস্থা বলে ; সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী আত্মাকে এই অবস্থায় তৈজস বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন। সুষুপ্তি অবস্থা কাহাকে বলা যায় ?

উত্তর। আমি কিছু জানি না, কেবল সুখে নিদ্রামগ্ন ছিলাম, এই প্রকার যে নিদ্রা, তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। কারণ শরীরাভিমানী আত্মাকে এই অবস্থায় প্রাজ্ঞ বলা যায়।

প্রশ্ন। পঞ্চকোষ কি কি ?

উত্তর। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, এই পাঁচটীকে পঞ্চকোষ বলে।

প্রশ্ন। অন্নময় কোষ কাহাকে বলে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর। যে অন্ন-রসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং অন্নরূপ পৃথিবীতে লয় হয়, তাহারই নাম অন্নময় কোষ। স্থূল শরীরকেই অন্নময় কোষ বলা যায়।

প্রশ্ন। প্রাণময় কোষ কাহাকে বলে ?

উত্তর। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ হয়।

প্রশ্ন। মনোময় কোষ কাহাকে বলে ?

উত্তর। মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে, তাহাকে মনোময় কোষ বলা যায়।

প্রশ্ন। বিজ্ঞানময় কোষ কাহাকে বলে ?

উত্তর। বুদ্ধি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়।

প্রশ্ন। আনন্দময় কোষ কাহাকে বলে ?

উত্তর। এই প্রকার কারণশরীরভূত এবং মলিন সত্ত্বাদি-গুণ-প্রধানা অবিদ্যা প্রিয়াদি বৃত্তির সহিত মিলিলে আনন্দময় কোষ হয়।

প্রশ্ন। আত্মা কিরূপ ?

উত্তর। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই পঞ্চকোষ আমাদের শরীর এবং এই পঞ্চপ্রাণাদি আমাদের প্রাণ, আর মন, বুদ্ধি ও অজ্ঞান সমস্ত আমাদের আত্মা সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আত্মা বলিয়া বোধ হয়; যেমন কটক-কুণ্ডলাদি স্বর্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্‌রূপে আমাদের আভরণ বোধ হয়, কিন্তু আত্মা সমস্ত হইতে ভিন্ন।

প্রশ্ন। সৎ কাহাকে বলে ?

উত্তর। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যিনি সমভাবে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই সৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। চিৎ কাহাকে বলে ?

উত্তর। জ্ঞানস্বরূপ পদার্থকে চিৎ বলে।

প্রশ্ন। আনন্দ কাহাকে বলে ?

উত্তর। অখণ্ড সুখ-স্বরূপকেই আনন্দ বলা যায়। এবং এইরূপ যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা, তাঁহাকে জানা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি কোথায় ?

উত্তর। পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি সত্ত্বগুণাংশ দ্বারা অন্তঃকরণ হয় এবং ঐ অন্তকরণের বৃত্তি-ভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি প্রকার হইয়াছে।

ঐ পঞ্চতত্ত্বের সত্ত্ব গুণের পৃথক্ পৃথক্ গুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইয়াছে এবং উহাই আবার একত্রিত হইয়া অন্তঃকরণ হইয়াছে।

প্রশ্ন। মন কাহাকে বলে ?

উত্তর। অন্তঃকরণের সঙ্কল্প বিকল্প যদ্দ্বারা হয়।

প্রশ্ন। বুদ্ধি কাহাকে বলে ?

উত্তর। অন্তঃকরণের যে নিশ্চয়াত্মিকা প্রবৃত্তি, তাহারই নাম বুদ্ধি।

প্রশ্ন। চিত্ত কাহাকে বলে ?

উত্তর। অন্তঃকরণের অনুসন্ধান অর্থাৎ উত্তম-মধ্যমাদি-ভেদে বিবিধ চিন্তারূপ যে প্রবৃত্তি, তাহাকে চিত্ত বলে।

প্রশ্ন। অহঙ্কার কাহাকে বলে ?

উত্তর। অন্তঃকরণের যে অভিমান হয়, (আমি, আমার, জ্ঞান হয়) তাহারই নাম অহঙ্কার।

প্রশ্ন। পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে ?

উত্তর। পঞ্চীকৃত যেরূপে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে পঞ্চভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, দুই পঞ্চক হইল। এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চক স্বতন্ত্র রাখিয়া, অপর পঞ্চক বা অপরার্দ্ধেকের এক এক ভাগকে পুনরায় চারি ভাগে বিভাগ করিলে, যে দুই দুই আনা অংশ হইবে, সেই দুই দুই আনা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বরক্ষিত অর্দ্ধেক অংশের প্রত্যেকে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটী স্থূল মহাভূত হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূত পঞ্চকের দ্বারা বিরাট্ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকেই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ কহে।

আবার এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, অগ্নির রজোগুণ হইতে পাদ, জলের রজোগুণ হইতে গুহ্য, পৃথিবীর রজোগুণ দ্বারা লিঙ্গ-ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চতত্ত্বের রজোগুণের অংশ হইতে পঞ্চবায়ু বা পঞ্চপ্রাণ হইয়াছে। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

ঐ পঞ্চতত্ত্বের রজোগুণ-অংশব্যষ্টি হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সমষ্টি হইতে পঞ্চপ্রাণ হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পঞ্চতত্ত্বের তামসাংশে পঞ্চমহাভূতে মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ তামসাংশ দ্বারা পাঁচে পাঁচ মিলিত হইয়াছে।

এই প্রকার উক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে এই স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে প্রকারে এই শরীর হইয়াছে, সেই রূপেই ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি হইয়াছে। এই শরীরে অভিমানী আত্মা, জীবরূপে বসিয়া থাকে।

প্রশ্ন। জীব কাহাকে বলে?

উত্তর। ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলে।

উক্ত জীব প্রকৃতি, অর্থাৎ মায়া কর্তৃক আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জ্ঞাত করিয়া থাকে। ফলতঃ আত্মাই অবিদ্যা উপাধি দ্বারা সংস্কারযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব হইয়া থাকে, এবং মায়া উপাধিরহিত হইলে ঈশ্বর হইয়া থাকে, এই রূপ উপাধিভেদে জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ হইয়াছে।

প্রশ্ন। এজগতে জীবের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কর্ম্ম কি ?

উত্তর। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য ভগবানকে মনে রাখা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মন্দকার্য্য তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবদেবী-রহস্য

ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত

ঈশ্বর কার্য্যভেদে এই জগতে বহুরূপে বহু গুণে কল্পিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের কল্পনাভেদে যে সকল দেবমূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই ঐশ্বরিক গুণ ও ক্রিয়াদি কল্পনা করতঃ প্রতিমূর্ত্তিতে সজ্জিত রাখিয়া পূজা করণের তাৎপর্য্য কেবল সাধকদিগের ধারণার উন্নতির নিমিত্তমাত্র। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সাধনমতে ঈশ্বর সাধনার ধন হইয়া জগতে নানারূপে অর্চ্চিত হইতেছেন। প্রত্যেক সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তি কল্পনার ভাব বোধ হয় অত্যল্প লোকেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটী নিগূঢ় ভাব আছে; তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এই স্থলে দুই চারিটী মূর্ত্তির কিঞ্চিৎমাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা যাইতেছে। মনে কর, উপাসক যদি শাক্ত হন, তাহা হইলে তিনি দুর্গামূর্ত্তি ভাবনা করিলেই তাঁহার পরব্রহ্মের অর্চ্চনা হয়। 'দুর্গা' এই নামটী উচ্চারণ করিলেই দশভুজা, গৌরাঙ্গী, ত্রিনয়না, সিংহাসুরাসনা ও অস্ত্রাদিহস্তা একটী প্রকৃতি-মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ দুর্গামূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়াশক্তির রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া, আপনার চৈতন্য ঐ মায়াশক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন। মায়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ করিয়াছেন বলিয়া, মায়াস্বরূপে কল্পিত হইয়াছেন। জগতের দশ দিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই মায়ার ভাব প্রদর্শনকরণার্থ দুর্গানাম্নী মূর্ত্তির জগতে প্রকাশ। দুর্গার দশহস্ত দশদিক; দশহস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণস্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়, ত্রিনয়ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ, অসুর রিপু, সিংহ জ্ঞান, এবং সর্প চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপ বিরাজিত আছে, তাহা এই দুর্গামূর্ত্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। দুর্গাপূজার মন্ত্র-সকলও সাধকের সাধনার উপদেশ মাত্র। বস্তুতঃ যে নিত্যা অদ্বিতীয়া, তেজোরূপা, সমানাকারা প্রকৃতি প্রভূত প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পরিত্যাগ করেন। আত্মা প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া, আচার্য্যাদির উপদেশবাক্য কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিভক্তি লাভ করেন। অধুনা কালমাহাত্ম্যে যে তামসিকভাবে সেই প্রকৃতির দুর্গামূর্ত্তি সকল অর্চ্চিত হয়েন, তাহার অন্তরে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মভাব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

কালী রহস্য

উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে, শ্বেতপীতাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতই (কালশক্তি) কালীতে প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত যোগীগণের হিতকারিণী সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তিনি নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা। তাঁহারই ললাটে চন্দ্রকলা-চিহ্ন অমৃত কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিত্যস্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কাল-সম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন; এই হেতু তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। তিনি যাবতীয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া, সর্ব্ব প্রাণীর রুধির-সমূহ সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহেশ্বরীর রক্ত-বসনরূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। তিনি রজোগুণ-জনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি রক্তকমলাসনস্থিতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপা সর্ব্বজনের সাক্ষী স্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরা পান করিয়া ক্রীড়াকারী কাল কর্ত্তৃক সমুদ্ভূত এই জগৎকে দর্শন করিতেছেন। অল্প-বুদ্ধি ভক্তগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

কালীমূর্ত্তির আর একটী নিগূঢ় অর্থ

শাস্ত্রানুসারে ভগবানের সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য অংশ বা পুরুষাংশটী নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তাহার কোন প্রকার ক্রিয়ামাত্রও নাই এবং কোন প্রকার গুণও নাই; যত কিছু ক্রিয়া, যত গুণ, সমস্তই তাঁহার মায়াংশের বা প্রকৃত্যংশের। তাঁহার সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী কায়া বা শক্তি অনন্ত-জগতের নির্ম্মাণাদি কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি শিবের বক্ষে কালী সাজিয়া এই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। শিব তাঁহার চৈতন্যের প্রতি-মূর্ত্তি। আর কালী তাঁহার মায়াংশের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার পুরুষাংশ শব-বৎ নিষ্ক্রিয়, তাই মায়ের পদতলবর্ত্তী শিব শববৎ নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া আছেন। মায়া সমস্ত-গুণসম্পন্না ও সক্রিয়া, তাই শব-শিবোপরি মা আমার সক্রিয় ও সগুণ-ভাবে নৃত্য করিতেছেন।

চৈতন্য স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, সুতরাং নিতান্ত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, তাই মায়ের পদতলবর্ত্তী শিবও নিতান্ত স্বচ্ছ, নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভ। মহামায়া স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপা নহেন; চৈতন্যের সাহায্যেই তিনি প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া থাকেন ; তাই তিনি চৈতন্যের নিকটে অন্ধকার কালিমাবর্ণা, তাই কালী কৃষ্ণবর্ণা সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শবশিব এবং মহামায়া দিগম্বর বেশে থাকিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক বস্তু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আর তাঁহাকে কোন্ বস্তুদ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে ? তাঁহা হইতে বৃহৎ বস্তু না হইলে তাঁহাকে আবৃত করা যায় না, সুতরাং দেহের আবরণ-স্বরূপ বস্ত্রাদি কিছুই নাই। অভয়া উলঙ্গিনী কেবল ইহাও নহে, মা উলঙ্গিনীবেশধারিণী হইয়াও দেখাইতেছেন যে, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কেহই নাই, তিনিই সমস্তস্বরূপা, সুতরাং আর লজ্জা হইবে কাহাকে দেখিয়া, নিজের কি লজ্জা হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার লজ্জা নাই, লজ্জারক্ষার নিমিত্তই বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বস্ত্র নাই।

তৃতীয়তঃ, মা উলঙ্গিনী বেশে সাজিয়া, ইহাও দেখাইতেছেন যে, তাঁহারও কোন প্রকার অজ্ঞানতা নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাতে পরিপূর্ণ বিবেকখ্যাতি বিরাজ করিতেছেন ; লজ্জাদি—গুণ অবিবেক-জ্ঞানের ফল, যাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিবেক থাকে, তাঁহার লজ্জা আসিতে পারে না, দেহাভিমান এবং স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বাদি অবিবেকজ্ঞান হইতেই লজ্জা বোধ হইয়া থাকে, তাঁহার এইরূপ অবিবেক-জ্ঞান নাই, লজ্জাও নাই, সুতরাং বস্ত্র পরিধান করেন না।

, মহামায়া, সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণময়ী ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ তাহাতে অবিকৃতভাবে বিরাজ করে, তাহাই তিনি এই কালিকা মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন, দক্ষিণ কর যুগলের দ্বারা বর প্রদান এবং অভয় প্রদানের দ্বারা, তাঁহার মধ্যে যে সত্ত্বসমুদ্ভূত অতুল শান্তি ও অকৃত্রিম করুণা বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখাইতেছেন। আর বামহস্তে বিধৃত অসি ও মুণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা দেখাইতেছেন যে, তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় রজোগুণও আছে। সত্ব এবং রজোভাব প্রকাশের সঙ্গে ঠিক একদা তমোভাব প্রকাশ করা সম্ভবে না, তাহার পক্ষে সমস্তই সম্ভব হইলেও আমাদের বুঝিবার পক্ষে তাহা সম্ভবে না। তাই কালিকারূপের মধ্যে তমোভাব প্রকাশক কোন চিহ্ন ধারণ করেন নাই, কিন্তু বাস্তবিক ইঁহার মধ্যে তমোগুণও পূর্ণমাত্রায় আছে। এইরূপে সমভাবাপন্ন ত্রিগুণময়ী তিনি।

মায়ের লোলজিহ্বা ও করালদংষ্ট্র-মুখভঙ্গিমা দ্বারা প্রবল রজোগুণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, আবার সকল হাস্যভাবযুক্ত অধর-পল্লব দ্বারা মায়ের অতুল সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভুত শান্তির ও সন্তোষের ভাব বিরাজ করে।

তিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ বিরাটদেহ-ধারিণী এবং সেই দেহে এই দৃশ্যমান চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিই তাঁহার নেত্র-স্বরূপে গণ্য, তাই মায়ের তিন প্রকার জ্যোতির্যুক্ত তিনটী নয়ন। একটী নয়ন চন্দ্রের ন্যায় শীতল কিরণ বিকিরণ করিতেছে, আর একটী নয়ন সূর্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ছড়াইতেছে। আর একটী নয়ন অগ্নির ন্যায় পাণ্ডু তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

মা, পূর্ণমাত্রায় বিবেকিনী, তাঁহার ভ্রান্তিজ্ঞানের লেশও নাই, তাই ভ্রান্তিজ্ঞানবিজৃম্ভিত কেশবিন্যাস-লালসাবিহীন, সুতরাং মায়ের কেশ-বিন্যাসাদি কিছুই নাই, তাই মা মুক্তকেশী।

ইহাও এক কথা বটে যে, ভক্ত উপাসকের নিকট পাদপদ্মেরই মহত্ত্ব বেশী, তাঁহারই মাধুর্য্য বেশী, তাঁহার পাদপদ্ম-যুগল ধ্যান করিতে পারিলেই ভক্তগণ কৃতার্থ হইতে পারেন, যোগি-ঋষিগণ তাঁহারই ধ্যানধারণা করিয়া থাকেন। মায়ের আপাদতলবিলম্বিত কেশপাশ, ইহাই আমাদিগের উপদেশ প্রদান করিতেছে। কেশকলাপ মায়ের মস্তক হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদতলে আসিয়া যেন দেখাইতেছে যে, মায়ের সর্ব্বাঙ্গ অপেক্ষা পদ-যুগলের মূল্য অধিকতর। তাই মা মুক্তকেশী।

মুণ্ডমালা দ্বারা এই ভাব প্রকাশ পায় যে, সমস্ত ভাষার মূল কারণ বা মস্তকস্বরূপ আকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ (মাতৃকাবর্ণ) তাঁহার এক একটী মন্ত্র বা নামস্বরূপ, মন্ত্র বা নাম তাঁহার নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী, তাই তিনি সেই পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মক পঞ্চাশৎ মুণ্ডের মালা কণ্ঠে বিধৃত করিয়াছেন। অথবা পঞ্চাশটী ব্রহ্মার মস্তক কণ্ঠে ধারণ করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিতেছেন যে, শত শত ব্রহ্মা অতীত হইয়া যান, কিন্তু জগৎ প্রসূতি মহামায়া তাহার সাক্ষী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন

মা শ্মশানে বাস করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে, অনন্ত জগৎপ্রসূতি সেই পরমেশ্বরই কেবল একমাত্র আমাদের অন্তে বন্ধু এবং তিনিই সর্ব্বান্তে অবস্থিতি করেন, আর শ্মশানই সমস্ত বিকাররহিত স্থান, পরমেশ্বর ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অট্টালিকাভোগাদিলালসা-পরিশূন্য, তাই শ্মশানে বিচরণ করেন।

শিবরহস্য

কৈলাসশিখরে, কৈ শব্দে কৈবল্য মুক্তি, লাস শব্দে বিলাস এবং শিখর শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যেখানে নির্ব্বাণ নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি বিরাজমান, তাহাকে কৈলাস বলে। সুতরাং কৈলাস শিখরকে সাক্ষাৎ শৈবপদ অর্থাৎ শিবলোক বলা যায়; অর্থাৎ শিবলোক সকল লোকের মনোহর। সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ তথায় বিরাজমান। তজ্জন্য তাহার অত্যন্ত শোভা হইয়াছে। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় তথায় বাস করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ এবং কান্তি, পুষ্টি, ক্ষমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য ও দয় এই পঞ্চভাব সাত্ত্বিকভাবে বিরাজ করাতে, ঐ শিব-লোক অত্যন্ত শোভমান ও মহিমাবিশিষ্ট।

এই শিবলোকে ভদ্রনামক সুবিখ্যাত পাদপ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহাদের ছায়া চিরকাল স্থায়ী এবং তাঁহারা কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রলয়সময় সমাগত হইলে সমুদায় লোক ও লোকপাল ঐ স্থানে লীন হন। ঋতুরাজ বসন্ত সর্ব্বদা স্বগণ সহিত উহার পরিচর্য্যা করে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ উহাকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই ও মৃত্যু নাই, এই জন্য উহার শোভা-সমৃদ্ধি ও গৌরবের সীমা নাই।

চরাচর জগতের অধীশ্বর পরম লীলা বিগ্রহ মহাদের মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় আত্ম-সমাধি সাধন করিতেছেন। তিনি সদাশিব ও সদানন্দ।

একমনে আত্মাকে চিন্তা করার নাম আত্মচিন্তা। ভগবান যাবৎ আত্মাকে ঐরূপে চিন্তা করেন, তাবৎ সমুদায় জগৎ জাগ্রত ও জীবিত থাকিয়া, স্বকীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। তিনি আত্মচিন্তায় বিরক্ত হইয়া তমোমণ্ডলের পরিপাক স্বরূপ প্রাকৃতি-বৃত্তি আশ্রয় করিলেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

মহাদেব করুণা ও অমৃতের সাগর। তিনি সকল লোকের পূর্ণানন্দ বিধান করেন এবং অমঙ্গলও বিনাশ করেন। তিনি শুদ্ধ সত্যময়। তিনি রাগ, দ্বেষ ও অহঙ্কারাদি সকল দোষ ও সকল কলুষ-বিনির্ম্মুক্ত। তিনিই একমাত্র প্রকৃত বস্তু, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি মায়া ও অবিদ্যার অতীত এবং দেশকালাদির অপরিচ্ছিন্ন। যাহারা ব্যাকুল-ভাবে 'ভগবান্! আমাকে রক্ষা করুন' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহা-দিগকে রক্ষা করেন। তিনি আত্মধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মায়াশক্তি প্রকৃতির অংশে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছে। তিনি শিরে জটা ও গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-অংশযুক্ত ও বিশ্বব্যাপিনী-শক্তিসম্পন্ন। তিনি সর্পমাল্য অর্থাৎ তমোগুণরূপ স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিতে অলঙ্কৃত। তিনি কপালী অর্থাৎ লোকমাত্রেরই অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ লোচন-সম্পন্ন। ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির ঈশ্বর এবং ত্রিশূল অর্থাৎ সৃজন, পালন ও সংহার এই ত্রিবিধ অনন্যসাধারণ শক্তি-বিশিষ্ট। তিনি আশুতোষ, জ্ঞানময় ও নির্ব্বাণমুক্তির বিধাতা। তিনি সকল কার্য্যের অতীত, এই জন্য তিনি সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহাতে অবিদ্যা ও অজ্ঞানাদিরূপ কোন প্রকার কলঙ্ক সম্পর্ক নাই, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অবগত নহে। তিনি সকল লোকের মঙ্গলদাতা এবং দেবগণেরও দেবতা। কোন প্রকার আধিব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসাদ গুণ-বিশিষ্ট ও সকলের অভীষ্ট সম্পাদন করেন।

তাঁহার সৃষ্টির পূর্ব্বকালাবধি অস্তিত্ব বলিয়া তিনি পরম ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র বিরাজ-মান বলিয়া তিনি সর্ব্বব্যাপী। তিনি যোগসিদ্ধ ও বিচক্ষণ বলিয়া মহা-যোগী। তিনি নির্ব্বিকার ও ভেদ-শূন্য, তাঁহাকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না; বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা, কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নহে। তিনি ভস্ম মাখেন অর্থাৎ আত্ম-পরভেদরহিত সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম। তিনি মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু নাই, যম তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন না। তাঁহার সুখদুঃখে সমজ্ঞান। তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁহার পাপ জন্য পরলোকে নরকভোগ আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বভূতে আবি-র্ভূত বলিয়া, তাঁহার জাতির নিরূপণ হইতে পারে না। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, অতএব তিনি অন্য কাহাকে মান্য করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতপিশাচাদি হীনস্বভাব-প্রাপ্ত উপদেবতাদিগের সহিত বাস বলিয়া, তাঁহার অসাধারণ কারুণগুণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার শ্মশানে বাস, ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই কেবল আমাদের অন্তের একই মাত্র বন্ধু এবং তিনিই সর্ব্বান্তে অবস্থিতি করেন, আর শ্মশান সমস্ত বিকার রহিত স্থান। পরমেশ্বরের ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত অট্টালিকা-ভোগাদি-লালসা-পরিশূন্য। তিনি বর্ণাতীত ও আশ্রমাতীত অথচ সর্ব্ববর্ণময় ও সর্ব্বাশ্রমবাসী পরমেশ্বর। তিনি মহাপাপ হরণ করেন বলিয়া, তাঁহার আর একটী নাম হর।

শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ

শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া "শিবের শিশ্ন" এই-রূপ মনে করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত, শাস্ত্র-নিরূপিত নহে। শাস্ত্র বলেন, যেমন সমুদ্রে বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার উহাতেই বিলীন হইতেছে, সেইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মসমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই লিঙ্গ শব্দের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও হৃদয়-পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই সাধক তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই বাহ্যদৃশ্যতায় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত তাঁহার মূর্ত্তি করা হয়। লিঙ্গের নিম্নভাগে "গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠ" করিতে হয়। এই যোনিপীঠ বলিতেও ভগ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই এই যোনিপীঠ শব্দের অর্থ, তাই ইহাকে "শক্তিপাঠ" বলে। শক্তি সহযোগে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে, তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমান। তন্নিম্নে বেদী অর্থাৎ আসন, উহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। শিব-লিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কণ্ঠশ্রুতি ও সূত-সংহিতা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাশিব। সৎ—শব্দে নিত্য বর্ত্তমান, আ—শব্দে সর্ব্বব্যাপী, শিব —শব্দে সর্ব্বমঙ্গলময়।

বিষ্ণুর একাদশ নামের অর্থ

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥
ইত্যেকাদশ নামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদিতি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে॥

"রা" শব্দের অর্থ বিশ্ব ও "ম" শব্দের অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তিনিই রামনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। "নারা" শব্দার্থে সারূপ্য মুক্তি বুঝায়, যিনি সেই সারূপ্য মুক্তির অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, বুধগণ তাঁহাকেই নারায়ণ কহেন।

অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্ব্বেদ, যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রমধ্যে কেহই সেই পরমপুরুষের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত সুধীগণ তাঁহাকে অনন্ত নামে নির্দ্দেশ করেন।

"মুকু" শব্দের অর্থ নির্ব্বাণ মুক্তি, ভগবান্ সেই নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মুকুন্দনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

"মধু" শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বুঝায়। ভগবান ভক্তগণকে শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাই মধুসূদনের বেদসম্মত অর্থ।

"কৃষ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ, যাহা মানবগণের ক্লেশদায়ক হয় এবং "ণ" শব্দের অর্থ ভক্তগণের নির্ব্বাণ মুক্তি; অতএব যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরূপ ক্লেশের শান্তি বিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্ব্বাণ মুক্তিপ্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে কীর্ত্তিত হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একার্ণবকালে ভগবানের সর্ব্বশরীর "কে" অর্থাৎ জলে ভাসমান হইয়া শয়ন অর্থাৎ সুখভোগ করেন, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কেশব নামে নির্দ্দেশ করেন।

"কংস" শব্দের অর্থ বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানব, যেহেতু সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানবের দলন হয়, এই নিমিত্ত তিান অরি অর্থাৎ শত্রু হয়েন, সুতরাং তিনি কংসারি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

সেই ভগবান্ রুদ্ররূপে নিয়ত এই বিশ্বের সংহার এবং ভক্তগণের পাপরাশি হরণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি হরি নামে অভিহিত হয়েন। জগৎ কুণ্ঠ অর্থাৎ জড়, যিনি সেই জড় জগৎকে প্রাণ-বিশিষ্ট করিতেছেন, বেদে তাঁহাকে বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করেন। ভগবান্ স্বীয় সৃষ্টি বিস্তার করণার্থ গুণত্রয়ের আশ্রয়ে সেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত বুধগণ এই পূর্ণতম প্রভুকে বৈকুণ্ঠ নামে নির্দ্দেশ করেন।

"বাম" শব্দের অর্থ বিপত্তি এবং "ন" শব্দের অর্থ ছেদন। সেই ভগবান্ দেবগণের বিপত্তি ছেদন অর্থাৎ নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে বামন নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভগবানের এই একাদশ নাম স্বয়ং পাঠ বা অন্যের মুখে শ্রবণ করিলে, মানবগণ কোটি-সহস্র-জন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছয়াভবৎ। ভাঃ পুঃ ২।১৫

অতএব হে ভারত! সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরের যে বহুবিধ নাম ও স্বরূপ জগতে প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে তাঁহার হরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামটাই সর্ব্বজীবের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের উপযোগী; কারণ, ঐ নামটী মোক্ষার্থী মানবগণের মুক্তির উপায়স্বরূপ।

যখন হরিই এই বিশ্বের মূল, তখন হরিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহার আংশিক কল্পনা নহে। যে সকল শান্তচিত্ত ব্যক্তিরা মোক্ষলাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পিতৃ ও লোক-পালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণময় শ্রীহরির আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহারা কাহারও দ্বেষ করেন না। আর যাঁহারা নিজে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী, তাঁহারাই নারায়ণের জলাংশ-সম্ভূত রজস্তমঃপ্রকৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগকে স্ত্রী, ঐশ্বর্য্য এবং সন্তান লাভের নিমিত্ত উপাসনা করিয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্ম এই সকলের তাৎপর্য্য একমাত্র বাসুদেব। বাসুদেব ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভগবান্ নিজে নির্গুণ হইয়াও কার্য্যকারণাত্মিকা আপনার গুণ-ময়ী মায়া দ্বারাই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন এবং স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপে জগতের বাহ্যাভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব, ভগবানের সেই মায়াজালে আবদ্ধ মানবগণ যদি মনোমধ্যে হরিনামটী স্মরণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে এবং ঈশ্বরের নাম ও গুণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেও কর্ণ কলুষিতশব্দ শ্রবণে বিরত হয় এবং সংসারবাসনাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। অতএব, মানব সংসারে থাকিয়া মনে মনে বৈরাগ্য অবলম্বনকরতঃ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলেই দুর্লভ মানব-জন্মের কর্ত্তব্য সাধন হইল।

রাধাকৃষ্ণনামের ব্যুৎপত্তি

রাধা নামের আদ্য অক্ষর র-কার উচ্চারণে জীবের কোটী-জন্মার্জ্জিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আ-কার উচ্চারণে জীব গর্ভযাতনা, মৃত্যু ও রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ধ-কার উচ্চারণে জীব আয়ুষ্মান হয় এবং আ—কার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ঐ রাধা নাম শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনে জীবের পাপাদি সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, সন্দেহ মাত্র নাই।

জীব রাধানামের র-কার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিশ্চলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া, সেই সর্ব্বেপ্সিত সদানন্দময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমপুরুষের প্রীতি প্রাপ্ত হয় এবং ধ-কার উচ্চারণে তত্তুল্যকাল তৎ-সহ সেই হরির সহবাস, সারূপ্য মুক্তি ও তৎসম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, আর আ-কার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি ও হরিতে দানশক্তি, যোগশক্তি, যোগমতি ও সর্ব্বকালীন হরিস্মৃতি সঞ্জাত হয়।

রাধা নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও যোগে জীবের মোহজাল, পাপ, রোগ, শোক, মৃত্যু ও কাল সমস্ত কম্পিত হয়, সন্দেহ নাই।

মূলপ্রকৃতি সর্ব্বেশ্বরী রাধিকা অযোনিসম্ভবা। সেই সতী কৃষ্ণের আদেশানুসারে মায়াবলে মাতৃ-গর্ভ বায়ু-পূর্ণ করিয়া, সেই বায়ু নিঃসরণ-কালে বালিকারূপে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিভেদে দ্বিধাভূতা, নতুবা উভয়ই একমাত্র; কেবল বেদে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপুরুষ ও শ্রীমতী রাধিকা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন।

রাধাকৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তি, তেজ, রূপ, গুণ, পরাক্রম, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সম্পদে সর্ব্ববিষয়ে তুল্যরূপ কথিত আছে। সতী প্রাণনাথ কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ-সম্ভূতা, সুতরাং তিনি তৎস্বরূপা।

শ্রীকৃষ্ণের যুগে যুগে রূপভেদ ও নামভেদ হইয়া থাকে। যথাক্রমে যুগে যুগে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ হইয়াছিলেন। এইক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যযুগে ইনি সুতীব্র তেজঃপুঞ্জ শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি তেজোময় পরি-পূর্ণতম ব্রহ্ম। এইক্ষণে কলি-যুগের আবির্ভাবে কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে এই শ্রীমান্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নামে অভি-হিত হইয়াছেন।

ব্রজরাজ! আমি তোমার নিকট কৃষ্ণঃ নামের অর্থ যথাক্রমে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। "ক" শব্দ ব্রহ্মবাচক, ঋ-কার অনন্ত-বাচক, মূর্দ্ধন্য "ষ" কার শিববাচক, "ণ" কার ধর্ম্মবাচক, "অ" কার শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণুবাচক ও বিসর্গ নরনারায়ণবাচক হয়; সুতরাং কৃষ্ণঃ এই শব্দ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমষ্টিপ্রতি-পাদক হইয়া থাকে।

এই দয়াময় হরি। ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবের তেজোরাশির সমবায়ে ইঁহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়াতে, ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়েন।

"কৃষ" ধাতু নির্ব্বাণবাচক, মূর্দ্ধন্য "ণ" কার মোক্ষবাচক ও "অ" কার দাতৃবাচক বলিয়া শব্দিত আছে, সুতরাং ইনি জীবের নির্ব্বাণ মোক্ষদাতা বলিয়া কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়াছেন।

"কৃষ" ধাতু নিশ্চেষ্ট বাচক, মূর্দ্ধন্য "ণ" কার ভক্তিবাচক ও "অ" কার দাতৃবাচক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং ইনি নিষ্কাম ভক্তিদাতা কৃষ্ণনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

"কৃষ" ধাতু কর্ম্মনির্ম্মূল-বাচক, মূর্দ্ধন্য "ণ" কার দাস্যবাচক ও "অ" কার প্রাপ্তিবাচক বলিয়া শব্দিত আছে, সুতরাং জীব কৃষ্ণনামে, কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক এই দয়াময় হরির দাস্য লাভ করে, এই জন্য ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণের অন্যান্য নামও সেই সেই নামের কারণ।

ভগবানের পতন, আদি বা অন্ত কোথায়, এই জন্য তাঁহার নাম অচ্যুত, অনন্ত ও আদিদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া আর একটী নাম অজ।

প্রলয়কালে সমুদায় পৃথিবী জলমগ্ন হইলে একমাত্র ভগবান্ বটপত্রে ভাসমান থাকেন, এই জন্য তাঁহার নাম অব্ধিশয়ন।

ভগবানের কি অধঃ কি ঊর্দ্ধ সর্ব্বত্রই চক্ষু, এই জন্য তাঁহার নাম সর্ব্বতশ্চক্ষু ও অধোক্ষজ।

তাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম অজিত।

তিনি স্বয়ং প্রকাশমান, এই জন্য তাঁহার নাম আত্মপ্রকাশ ও আত্মভূ।

বামন অবতারে অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করায়, দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হওয়ায়, তাঁহাকে ইন্দ্রানুজ ও উপেন্দ্র বলা হয়।

"ঋত" অর্থে সত্য, "ধাম" অর্থে আগার, সত্যই তাঁহার বাসস্থান, এই জন্য তাঁহার নাম ঋতধামা।

"উরু" শব্দে মহৎ, "গায়" অর্থে শব্দ ও শরীর। তিনি মহান্ শব্দময় অথবা বিশাল-শরীর বলিয়া তাঁহার নাম উরুগায়।

কুকুর নামক প্রদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার আর একটী নাম কুকুরাধিপতি।

প্রলয়কালে জলে ভাসমান থাকার জন্য কেশব, কেশী, কালনেমি, কালীয়, কংস, কালযবন, নরক, পুতনা, মুর, মধু-কৈটভ প্রভৃতি দৈত্য দানব ও অসুরদিগকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কেশব, কেশীসূদন, কালনেমিহা, কালীয়জিৎ বা কালীয়দমন, কংসহা, কালযজিৎ, নরকারি, পুতনারি, মুরারি, মধুসূদন, কৈটভারি প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

বক্ষে কৌস্তভমণি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং মণিই তাঁহার একটী বিশেষ চিহ্ন বলিয়া, তাঁহাকে কৌস্তভবক্ষ এবং কৌস্তভলক্ষকও বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবরাজ ইন্দ্র কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তদিবা সপ্তরাত্রি ক্রমাগত জলবর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনধাম ভাসাইয়া দিবার ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া পুরবাসীদিগকে অভয় দিয়াছিলেন, সেইজন্যই ইঁহার আর একটী নাম গোবর্দ্ধনধারী।

চানূরাসুরকে সংহার করায় চানূরারি বা চানূর-সূদন। রাধার স্বামী বলিয়া রাধারমণ নাম হইয়াছে।

বামন অবতারে বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষাচ্ছলে ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিবিক্রম বা ত্রিপাৎ।

দ্বারকার অধীশ্বর বলিয়া দ্বারকানাথ। দৈবকী-পুত্র বলিয়া দৈবকী-সূনু। গরুড় তাঁহার আজ্ঞাকারী ও বাহক বলিয়া তার্ক্ষ্যনায়ক। যশোদা রজ্জু দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া, দামোদর বলে। "নার" শব্দে জল বা জীব সকল, সেই জন্য নারায়ণ শব্দে তিনি জীবমাত্রেরই আশ্রয় এবং প্রলয় কালে জলের উপর ভাসিয়াছিলেন বলিয়াও নারায়ণ বলা যায়। হিরণ্যকশিপু ভগবানের শত্রু হইলে তিনি স্তম্ভভেদ-পূর্ব্বক অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধ-মনুষ্যমূর্ত্তিতে তাহার প্রাণসংহার করেন বলিয়া, তাঁহাকে নৃহরি বা নৃসিংহ বলা যায়। সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ইঁহার নাম বিষ্ণু। "মা" অর্থে লক্ষ্মী, "ধব" অর্থে স্বামী, সুতরাং লক্ষ্মীপতি বলিয়া ইঁহার নাম মাধব। "মুকু" অর্থে মুক্তি, ইনি মুক্তিদাতা, এই জন্য ইঁহার আর একটী নাম মুকুন্দ। "হৃষীক" অর্থে ইন্দ্রিয় সকল, ইনি সকল ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, এইজন্যই ভগবানকে হৃষীকেশ বলা যায়। বৃষ্ণি ও যদুবংশোদ্ভব বলিয়া যাদব ও বার্ষ্ণেয়ও বলা যায়। ভগবানের অসংখ্য লীলা, নামও অসংখ্য।

দয়াময় হরির কোটী নাম স্মরণে মনুষ্যের যেরূপ ফললাভ হয়, একবার কৃষ্ণনাম স্মরণে মানবগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণনাম স্মরণে পুণ্য লাভ হয়, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে এবং শ্রবণেও মানবগণ তদ্রূপ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ নামের আগুক্ষর উচ্চারণমাত্র যমকিঙ্করগণ কম্পিত হয় এবং "ঋ"কার উচ্চারণমাত্র বিঘ্নরাশি, "ষ" কার উচ্চারণমাত্র পাতক সকল, "ণ" কার উচ্চারণমাত্র রোগ সমুদয় ও বিসর্গ উচ্চারণমাত্র মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে। অধিক কি, পরম পবিত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণমাত্র জীবের ঐ সমস্ত পাতকাদি ভীত হইয়া পলায়ন করে।

গুরুনামের ব্যুৎপত্তি

অ, উ, ম, ইত্যাদি বর্ণ সকল ঈশ্বরের স্বরূপ। ইহারই নাম মন্ত্র, অর্থাৎ ইহার মনন বা ধ্যান করিলে ত্রাণ অর্থাৎ উদ্ধার প্রাপ্তি হয়। এই জন্য ইহার নাম মন্ত্র। ঈশ্বরেরও ধ্যান করিলে উদ্ধার লাভ হয়। এই জন্য ঈশ্বর ও মন্ত্র উভয়ই এক ও অভিন্ন।

যিনি গিরণ অর্থাৎ সমুদয় বিশ্ব সত্তারূপে ও চৈতন্য-স্বরূপে আবিষ্কৃত বা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার নাম গুরু। এইজন্যই ঈশ্বরকে গুরু বলে।

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রকারঃ পাপহারকঃ। উকারস্তু মহাবিষ্ণু-রিত্যাদি। অর্থাৎ গ শব্দে সিদ্ধিদাতা, র শব্দে পাপহর্ত্তা এবং উ শব্দে মহাবিষ্ণু। এইজন্য যে সে ব্যক্তিকে গুরু করিতে নাই।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং।

মন্ত্র যিনি, গুরু তিনি এবং গুরু যিনি হরি তিনি। অর্থাৎ মন্ত্র, গুরু ও হরি এই তিনে বিশেষ নাই।

শিবসংহিতা ও গুরুগীতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালাতারা ইত্যাদি নামগুলি সেই একমাত্র ঈশ্বরবাচক

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। তদ্ভিন্ন কিছুই কিছু নহে। কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি তাহার এক একটী অংশশক্তি এবং শিব ও ব্রহ্মাদি সেই সকল শক্তির নায়ক বা পরিচালক। যাবৎ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ এই সকল শক্তির সাধন করিবে। শাস্ত্রে কালীতারাদি দেবতা সকলের যে যে নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বাচক।

বৈষ্ণবেরা মহাবিষ্ণুকে অবতারাংশে "নন্দগোপকুমার" শব্দে উল্লেখ করেন। বাস্তবিকই তিনি নন্দগোপকুমার পদবাচ্য। তিনি ভিন্ন আর কেহই নন্দগোপকুমার হইতে পারেন না। কেননা, নন্দ+গোপ+কুমার এই তিন শব্দের সমবায়ে "নন্দগোপকুমার" এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। "নন্দ" শব্দের অর্থ—যিনি সকলের আনন্দ সম্পাদন করেন। "গোপ" শব্দের অর্থ—যিনি গো অর্থাৎ সমুদয় ভুবনকে "প" অর্থাৎ পালন করেন এবং কুমার শব্দের অর্থ যিনি "কু" অর্থাৎ অত্যন্ত অমঙ্গল "মার" অর্থাৎ বিনাশ করেন। অতএব, স্বয়ং মহাবিষ্ণুরূপী পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে কেহ নন্দগোপকুমার হইতে পারেন না।

প্রেমই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ

প্রেমই নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার করিয়াছেন। সাধকের মন যখন প্রেমভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং প্রেম যখন তাহার হৃদয়ে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান প্রাপ্ত না হইয়া, বর্ষাকালীন গঙ্গাযমুনার শতমুখী প্রবাহের ন্যায় একেবারে যেন আকাশ পাতাল পূর্ণ করিতে উদ্যত হয়, তখন সাধক বাস্তবিকই সেই প্রেমভরে অন্ধ ও মত্ত হইয়া আপনার উপাস্য পরম প্রীতির ও পরম প্রেমের স্থান নিরাকার ঈশ্বরকে কোনরূপ ঘটপটাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন আকারবিশেষ-বিশিষ্ট দেখিতে অভিলাষ করে। তখন তাহার দুই হস্তে দুই দিক হইতে ভোজন করিতে অভিলাষ হয়। এই-রূপ প্রেমবৈচিত্র্যেই পৌত্তলিকধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার, শুদ্ধ ঈশ্বরকে পুত্তল-প্রতিমা করিয়া ঐরূপ প্রেমিক সাধকের তৃপ্তি হয় না। সে প্রতিদিন যাহা আহার করে, ভোগ করে, সে সমস্তই আপনার সেই প্রাণের প্রাণ প্রতিমারূপী ঈশ্বরকে না দিয়া কোনমতেই সন্তুষ্ট হয় না। এইরূপ প্রেমের অতি বাহুল্যেই গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শ উপচার এবং মুদ্রা ও যন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

অবিমুক্তবারাণসী বা ৺ কাশীধাম

বিদ্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্ব্বারাণসী ব্রহ্মপুরী নিরত্যয়া ;
পরমবিদুষাং পদং নরাণাং পুরবিজয়ী করুণাবিধেয়চেতাঃ ;
কথয়তি ভগবানিহান্তকালে ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কহিয়াছেন, বারাণসী ব্রহ্মপুরীকে কহে, সুতরাং এই পুরীতে বিদ্যা ও প্রবোধ অর্থাৎ অপরা ও পরা বিদ্যার নির্ব্বিঘ্নে উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরবিজয়ী কারুণিক ভগবান্ (মহাদেব) এই বারাণসী পুরীতে অবস্থিত অজ্ঞ মানবগণকে অন্তকালে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধ কাশীকে সকলে "অবিমুক্ত-বারাণসী" কহে। সেই কাশীই কি এই শ্লোকোক্ত বারাণসী? কাশীখণ্ড দেখিলে অবশ্য এই প্রসিদ্ধ কাশীই বারাণসী বা অবিমুক্ত-বারাণসী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বারাণসী পুরী দ্বিবিধ, আধ্যাত্মিক বারাণসী এবং পাঞ্চভৌতিক বা পার্থিব বারাণসী। আজ কাল যে স্থানবিশেষকে "কাশী" কহে, যেখানে তীর্থ করিতে সকলে গমন করেন, সেই দেশ "পার্থিব বারাণসী।" আর "জ্যোতির্ম্ময়ী" "স্বর্ণময়ী" বা "ব্রহ্মপুরী" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরিচিত যে পুরী, ইহা আধ্যাত্মিক বারাণসী। এ বিষয়ে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করস্বামী বেদান্ত দর্শনের এক অধ্যায়ের ২য় পাঃ ৩২ সূত্রের ভাষ্যে এক প্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

আমনন্তি চৈনমস্মিন্। (৩২)

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ মূর্দ্ধচুবুকান্তরালে জাবালাঃ।

প্রথমে সন্দেহ হয়, যিনি সর্ব্বব্যাপী, অসীম, পরিমাণবর্জ্জিত, তাদৃশ ব্রহ্মসম্বন্ধে বেদে, ব্রহ্ম প্রাদেশ প্রমাণ অর্থাৎ এক বিঘৎ প্রমাণ এইরূপ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? এইক্ষণে ৩২ সংখ্যক সূত্রে জাবাল ঋষির মতে উত্তর করিলেন; অর্থাৎ বলিলেন যে, জাবাল-শাখাধ্যায়িগণও পরমেশ্বরকে শরীরের মূর্দ্ধা ও চুবুক (থুৎনি) এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অত্রি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন। মহাত্মন্! যিনি এই পদবাচ্য হইয়া অতি নিকটে অবস্থিত অথচ অব্যক্ত এবং অনন্ত, সেই আত্মাকে কি প্রকারে জানিব? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, সেই এই অনন্ত আত্মা অবিমুক্তে অবস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্রি। অবিমুক্ত কোথায় আছে ?

যাজ্ঞ। বরুণা ও অশী এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আছে।

অত্রি। বরুণা ও অশী কি ?

যাজ্ঞ। ইন্দ্রিয়কৃত পাপসকলকে যে বারণ করে, সেই বরুণা এবং ইন্দ্রিয়কৃত পাপসকলকে যে একেবারে বিনাশ করে, সেই নাশী। (এস্থলে নাশী শব্দে বর্ণব্যত্যয় হইয়া নাসী হইয়াছে।)

অত্রি। ভাল, বরুণা ও নাশী (সী) থাকে কোথায় ?

যাজ্ঞ। ভ্রূ ও নাসিকা এই দুয়ের সন্ধিস্থানে। এ সন্ধিস্থানই স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থান। অতএব ঈশ্বরের বিষয়ে প্রাদেশ শ্রুতি প্রসঙ্গত হইল না।

অর্থাৎ সারকথা এইরূপ হইল,—

১। দেহের মধ্যে যে বারাণসী আছে, বাহিরের বারাণসী তাহার অনুকৃতি মাত্র।

২। বরুণা ও অশীর মধ্যস্থানকে বারাণসী কহে।

৩। ভ্রূকে বরুণা কহে। নাসিকাকে নাশী (সী) কহে।

৪। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান।

৫। জীবস্থান বা মনঃস্থানই বারাণসীক্ষেত্র বা কাশীক্ষেত্র বা অবিমুক্তক্ষেত্র।

৬। যে বিশেষরূপে মুক্ত নহে, তাহাকে অ—বি—মুক্ত কহে। এই অর্থে সুতরাং অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদি দ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে।

৭। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম এই অবিমুক্ত অহং অধ্যাস-পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। আমি ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান কর ; অধ্যাস (অহং) চলিয়া যাইবে। কেবল ভাসিবে ব্রহ্ম। "নাসিকা ও ভ্রূ এতদুভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ ধ্যান করিলে পাপ নাশ হয়। নাসিকা প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে; এবং ভ্রূমধ্যস্থ মন বিশুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

৮। এই আধ্যাত্মিকী বা শারীরিকী বারাণসী স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্বরূপ। অর্থাৎ এই স্থানে জীবরূপী শিব আছেন। উপাসক ইহার উপাসনায় স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করেন, তবে স্বর্গলোক হইবে; এবং ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। অর্থাৎ সগুণোপাসনায় স্বর্গ ও নির্গুণোপাসনায় নির্ব্বাণ বা কৈবল্য লাভ হইবে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে—পঞ্চক্রোশ পরিমিত অতি উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসী—যাহার এক সীমা অশী, অপর সীমা বরুণা। অমরগণও এই স্থানে মৃত্যু কামনা করেন, মরগণের আর কথা কি?

এই স্থানে জীবের প্রাণ—প্রয়াণসময়ে দেবাদিদেব রুদ্র, তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন, যে উপদেশ পাইয়া জীব ব্রহ্ম হইয়া মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব আদেশ এই, "অবিমুক্ত স্থানে অবস্থিত হইবে। অবিমুক্তস্থান লাভ করিয়া আর পরিত্যাগ করিবে না।"

ইহার দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম এই, জীবের উচিত, পরমাত্মা যেখানে আছেন, সেই স্থানে যাওয়া। পরমাত্মা কোথায় নাই, তিনি ত সর্ব্বত্র আছেন? সত্য বটে, আছেন সর্ব্বত্র, তথাপি বেদের আজ্ঞা বরুণা ও অসীর মধ্যে যে অবিমুক্তক্ষেত্র, সেখানেও ত আছেন। অতএব সেই স্থানে ঈশ্বর আছেন, অগ্রে এই মাত্র অভ্যাস কর। অভ্যাসে পরিপক্ব হইলে দেখিতে পাইবে, বাস্তবিকই অবিমুক্ত (জীব) ঈশ্বরস্থান। তারপর ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞান (আমি ব্রহ্ম) জীবের অবিমুক্ত ধামে গমন। শ্রুতি বলিতেছেন "অবিমুক্ত ধাম, আশ্রয় করিয়া আর ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিও না। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মাত্মৈক্য চিন্তন কর, আলস্য করিও না।" এইরূপ করিলে তোমার যখন মরণকাল অর্থাৎ যখন তোমার, "তুমি" অংশ যাইবে, থাকিবে কেবল রাহুনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় অহং অধ্যাসবিনির্ম্মুক্ত জীবচৈতন্য, তখন তোমার সখা ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাইবে; সুতরাং শিব তোমার কাছে তখন রুদ্র নামে পরিচিত [রৌতি—শব্দং (আদেশং) করোতি যঃ স রুদ্রঃ] ব্রহ্মের আদেশ তোমার তারক অর্থাৎ ত্রাণকারক হইবে; সুতরাং এই অর্থে ব্রহ্ম তখন তোমার তারক (ত্রাতা) হইবেন। ইহারই নাম মুক্তি। ইহারই নাম কাশীলাভ। আর একটী শ্রুতি আছে— "যাহা ব্রহ্মতেজে প্রকাশিত হয়, তাহাকে কাশী" কহে। এ অর্থেও ব্রহ্ম ধ্যানে প্রকাশমানা পুরী পূর্ব্ববর্ণিত অবিমুক্ত পুরীই বটে। তারকব্রহ্ম নাম বলিতে পৌরাণিকগণ যে যুগভেদে বিভিন্ন এবং "নারায়ণপরাবেদাঃ" "হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি শব্দসজ্ঘ বলিয়া নিরূপণ করেন, তাহারও মূল এই। যে জীব বর্ণিতরূপে অবিমুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া বর্ণিতরূপ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, সে এই নারায়ণপরাবেদাঃ প্রভৃতি শব্দসমূহই শ্রবণ করিয়া থাকে। তবে স্থূল শব্দ যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়-বিষয়, যাহা আমরা উচ্চারণ করি, এ শব্দ নহে। এই অর্থে সূক্ষ্মশব্দ বটে। সূক্ষ্মশব্দ বর্ণিতরূপে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে, যে অবস্থান করিয়া মৃত্যু (অধ্যাস নাশ) করিয়াছে, তাহাই কর্ণ-গোচর (আত্মগোচর) হয়; অতএব বাহ্য কাশী যে এই শ্রুতিপ্রোক্ত আধ্যাত্মিক কাশীর সর্ব্বথা অনুকরণ, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বর্ণ বলিতে তেজঃ। "স্বর্ণময়ী কাশী" বলিয়া যে ব্যবহার আছে, সে কথা এখন সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিক কাশী তেজোময়ীই বটে। কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। এ কথাও এখন সঙ্গত হইল। যে তেজোময়ী, তাহার ভূমি কৈ? ভূমির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ত ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। কাশীনগরী শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, একথাও এখন ঠিক সঙ্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই তিন শূল। এই তিন শূল অতিক্রম করিয়াই এই জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী বিরাজমান।

কাশী ধন্যতমাবিমুক্ত-নগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া
যত্রান্তে মণিকর্ণিকা শুভকরা মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা
কাশী ক্ষৌণিতলেস্থিতা গুরুতরা স্বর্গোলঘুঃ খে গতঃ॥

আর্য্য-ধর্ম্ম।

এ কাশী কোন্ কাশী? আধ্যাত্মিক কাশী, না এই প্রসিদ্ধ দেশ-বিশেষ? পুরাণোক্ত এই কাশী দেশবিশেষকেই লক্ষ্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক কাশী বেদেই দেখিতে পাইবেন। অনুকরণ কাশীর সৃষ্টি, সাধারণ লোকের উপাসনার জন্য। কাশীবাস করিয়া যাঁহারা ভক্তি-পূর্ব্বক সর্ব্বদা তীর্থ সকলের এবং দেবদেবীগণের আরাধনা করিবেন (অনুকরণ কাশীতেও ত্রিভুবনের তীর্থ ও দেবদেবী আছেন), তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি এত অধিক হইবে যে, আধ্যাত্মিক কাশীর পথ অতি শীঘ্র দৃষ্টিগোচর হইবে।

উপাসনা

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা, যাহাকে পূজা বলা যায় ও নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠকরন, এই সকল কার্য্যের নাম উপাসনা। কিন্তু যে বস্তু কখন চক্ষুর গোচর হয় নাই ও যাহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না; এবং কোন দেশীয় পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন নাই, সকলেই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তামাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চিৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়া, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য; এতদবস্থায় তাঁহার উপাসনা অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্নতার উপায় কি আছে। সুতরাং তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাহ্যপূজার বিধান

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয় এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্বারহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখ-চন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্যপূজার বিধি হইয়াছে।

পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ

মনে অদৃশ্য বস্তুর ধারণা নিতান্ত অশক্ত, ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনামাত্র শ্রবণে তাঁহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য; সুতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে, চিত্র কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করতঃ পূজা করিলে, ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দু-সমুদ্ভবঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই পরব্রহ্ম মায়াতে অনুপস্থিত থাকিলে নির্গুণ বলা যায়, তিনি মায়াতে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে সগুণ বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের (সত্ত্ব, রজ ও তম) সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকে না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকে না; উভয়ে চনকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্ত্তৃত্ব নাই; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্ত্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপা স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু, গোপাল, কৃষ্ণ প্রভৃতি; শাক্তদিগের উপাস্য কালী, তারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি; সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য; শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলতঃ যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূল প্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাহা অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরশাস্ত্র ও পঞ্চতত্ত্ব

শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারাই জীবের জীবিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাসবায়ুর সংযোগ হইয়া থাকে। সহজাত বলিয়া নিশ্বাসের অন্যতম নাম সহজ। এই সহজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ ও সহজ সাধন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিলে, মহাবলবান্, কামদেবতুল্য শ্রীমান্ ও নীরোগী হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়। এই শাস্ত্রের নাম স্বরজ্ঞান বা শারীর-বিজ্ঞান। এই স্বরশাস্ত্র হইতে বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও সংগীতাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরশাস্ত্র আবার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আধার। শ্বাসপ্রশ্বাসে "হংস" উচ্চারিত হইয়া থাকে। সকারে শক্তিরূপ এবং হংকারে শিবরূপ মৃত্যু। দিবারাত্রি মধ্যে মনুষ্যের ২১৬০০ বার শ্বাস প্রবাহিত হয়। সমস্ত শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী ব্যাপিয়া আছে। তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী প্রধান। ইহারা প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া বামনাসায় ইড়া, দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা ও মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ উভয় নাসাতেই সুষুম্না প্রবাহিত হইতেছে। ইড়া নাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্য এবং সুষুম্না নাড়ী অগ্নির তুল্য। এই সুষুম্নাই কালরূপিণী।

চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম নাড়ীতে এবং সূর্য্য শম্ভুরূপে পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছেন। বামনাসাপুটস্থিত ইড়া নাড়ী শ্রেষ্ঠা ও সুধারূপিণী এবং জগতের তৃপ্তিদায়িনী অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ-নাসাবাহিনী পিঙ্গলা নাড়ী জগতের উৎপত্তিকারিণী। ইহার ফলও শুভ। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী মধ্যমা সুষুম্না নাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠুরা ও সর্ব্বকর্ম্মে বিঘ্ন-কারিণী। ইহার দ্বারা সমস্ত অশুভ ফল ঘটনা হইয়া থাকে।

ইড়াতে শ্বাস-বহন-কালে শুভ কর্ম্ম, পিঙ্গলায় স্বর-বহন-সময়ে ক্রূর কার্য্য এবং সুষুম্নাতে শ্বাস-গমনাগমন কালে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম সকল করিবে।

সমস্ত অহোরাত্রে ষষ্টিদণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য নাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয়। দিবসে ইড়া নাড়ী ও রাত্রিতে পিঙ্গলা নাড়ীতে স্বর-চালনা করিবে। যিনি দিবাভাগে বাম নাসায় ও রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসবহন রাখেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া হয় না, আলস্যও থাকে না, দিন দিন শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাস বহন হইলে দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাঁহার দেহে সর্প কি বৃশ্চিক দংশন করে, তবে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি দীর্ঘজীবী হয়েন। দিবাভাগে দক্ষিণ নাসাপুট পুরাতন তূলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, কেবল বাম নাসিকায় শ্বাস-বহন হইবে। আর রাত্রিকালে বাম নাসারন্ধ্র পুরাতন তূলা দ্বারা বন্ধ করিলে, দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই দিবাভাগে বাম নাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহন অভ্যাস হইয়া যায়, তখন আর বন্ধ করা আবশ্যক হয় না।

সকারে স্থিত শ্বাসে অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণসময়ে যাহা দান করা যায়, এই মর্ত্ত্যলোকে তাহার ফল কোটি কোটি গুণ হইয়া থাকে।

শ্বাসপতন-সময়ে ইড়া নাড়ী প্রশস্ত, স্বরপ্রবেশকালে পিঙ্গলা নাড়ী শুভদায়িকা।

মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস দ্বাদশাঙ্গুলি প্রবাহিত হয়। যে ব্যক্তি কুম্ভক যোগাভ্যাস দ্বারা এক অঙ্গুল কমাইতে পারেন অর্থাৎ একাদশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গুল শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার নিষ্কাম মোক্ষ লাভ হয়। এইরূপ দুই অঙ্গুলি কমাইলে অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি পরিমিত শ্বাস বহিলে সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ হয়। নব অঙ্গুলি পরিমাণে শ্বাস বহাইতে পারিলে বাক্-সিদ্ধি হয়। যাঁহার সপ্তাঙ্গুলি পরিমিত শ্বাস বহে, তাঁহার সুদূরদর্শন-শক্তি জন্মে। ছয় অঙ্গুলি প্রমাণ শ্বাস বহিলে, আকাশে গমনাগমন-ক্ষমতা হয়। পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমাণ স্বর বহমান হইলে অত্যন্ত দ্রুতগতি হয়। যাঁহার শ্বাস চতুরঙ্গুলি প্রমাণ বহে, তাঁহার অণিমা লঘিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তিন অঙ্গুলি পরিমিত শ্বাস প্রবাহিত হইলে, নয় প্রকার নিধি প্রাপ্ত হয়। দুই অঙ্গুলি মাত্র শ্বাস বহিলে, মহামায়া ভগবতীর দশনায়িকা-মুর্ত্তি বা বিষ্ণুর দশাবতার-মূর্ত্তি দর্শন হয়। যিনি এক অঙ্গুলি শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার দেহ ছায়াশূন্য হয়, তিনি দেবত্ব লাভ করেন। আর যাঁহার ঐ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ শ্বাস সমস্তই একেবারে কমিয়া কেবল অন্তর মধ্যেই প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে সম্মিলিত করতঃ যোগ প্রভাবে শরীরস্থ গঙ্গানামক তীর্থসম্ভূত অমৃতরস নিত্য পান করিয়া অমর হয়েন। *

দিবারাত্র ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায়, শুক্ল পক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য নাড়ী ২॥ দণ্ড করিয়া বা প্রতি ঘণ্টায় ক্রমে উদিত হয়।

শুক্লপক্ষে বাম নাড়ী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণ নাড়ী বহে। শুক্লপক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা তিথিতে, আর কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে প্রথমে বাম নাসিকাপুটে

* ৩৫।৩৬ বৎসর অতীত হইল, ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল— তাঁহাদের মঙ্গল মহলস্থ তালুক হইতে ঐরূপ একজন যোগীকে আনাইয়া-ছিলেন। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ু বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টাকাল স্থিত থাকে। ঐরূপ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্তা এবং শুক্লপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয়কালে প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টা ক্রমে প্রতি নাসিকায় ১২ হিসাবে উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে বিপরীত ফল অর্থাৎ পাড়াদি অশুভ ঘটনা হয়।

বামস্বর বহিবার সময়ে বাম স্বর এবং দক্ষিণ স্বর ব্যবহার কালে দক্ষিণ স্বর প্রবাহিত হইলে, দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়।

শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ইড়া নাড়ী বহে, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। সোমবারে বহিলে সুখ ভোগ হইবে।

প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে বাম নাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণ নাসায় স্বর বহন হইলে, নিত্য জয়লাভ হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ প্রাতে ও দ্বিপ্রহর বেলায় দক্ষিণ নাসায় এবং সন্ধ্যাতে বাম নাসায় স্বর বহিলে, ইহার ফল দুঃখদায়ক হইবে। প্রাতঃকালে ইড়ানাড়ী ও সায়ংকালে পিঙ্গলা উদয় না হইলে, মধ্যাহ্ন-কালের পর হইতে ইড়া ও মধ্য রজনীর পর হইতে পিঙ্গলা নাড়ী উদিত করিবে।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসায় স্বরবহনকালে যে কোন শুভকর্ম্ম করা যায়, তাহাতে শুভফল লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষেই ইহা অধিকতর সিদ্ধিদায়িনী হয়। যথা—

"সোমশুক্রে বুধে বাম হেলায় লঙ্কা জিনে রাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় স্বরবহন-কালে যে সকল কার্য্য করা যায়, সমস্তই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে উহা অতিশয় সুপ্রশস্ত হয়।

বাম নাসাপুটে স্বরবহনকালে পূর্ব্ব ও উত্তরে গমন করিবে না এবং দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত সময়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাত্রা করিবে না। যাত্রাকালে দক্ষিণ নাসায় বায়ু বহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া অথবা বাম নাসায় শ্বাস বহন হইলে, বামপদ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

সম্পদকার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বাম নাসাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে, তখন গমন করিবে এবং ক্রূর কর্ম্মাদির জন্য যাত্রা করিতে হইলে, দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহনকালে যাইবে, তাহাতে কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। শনি ও শুক্রবারে সাতবার; রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশ বার এবং বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পদক্ষেপ করিয়া বহির্গত হইলে, শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে।

যে দিকের নাসায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখে স্পর্শ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

বিপদ বা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে, শীঘ্র গমনে প্রয়োজন হইলে, যে নাসায় শ্বাস বহিবে, সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়া নাড়ী বহন সময় চারিবার ও পিঙ্গলা নাড়ী বহন কালে পঞ্চবার মৃত্তিকায় পাদনিক্ষেপ করিয়া যাত্রা করিবে। তাহা হইলে সকল প্রকার বিপদবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

বামনাসা বহনকালে সর্পাদি বিষনাশ, দক্ষিণ নাসা বহনসময়ে বালিকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশ ও উভয় নাসা অর্থাৎ সুষুম্না প্রবাহিতাবস্থায় মোগাদি মুক্তিলাভের কার্য্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধ পথে থাকিয়া, তিন প্রকার ফল দান করিয়া থাকে।

ইড়া নাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয় কালে শুভ কর্ম্ম করিবে না।

ঈশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হয়। ইহাদের নাম পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

এই পাঁচতত্ত্ব সমস্ত দিবারাত্রে ষষ্টিদণ্ড মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব ২০ মিনিট, জলতত্ত্ব ১৬ মিনিট, অগ্নিতত্ত্ব ১২ মিনিট, বায়ুতত্ত্ব ৮ মিনিট ও আকাশ তত্ত্ব ৪ মিনিট অবস্থিতি করে।

দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা মুখ এবং দুই তর্জ্জনী দ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথিবীতত্ত্ব, শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নিতত্ত্ব, শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে, আকাশতত্ত্বের উদয় জানিবে।

মুখমধ্যে এক গণ্ডূষ জল বাহির করিয়া ফুৎকারের সহিত উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। সেই জল ধরণীতে পতিত সময়ে যে বর্ণ টী বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, তদনুসারে তত্ত্ব নির্ণয় করিবে।

দর্পণের উপর শ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাতে যে বাষ্প নিপতিত হয়, তাহা চতুষ্কোণাকার হইয়া বিলীন হইলে পৃথ্বী, অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হইতে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোল হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বাসনিক্ষেপকালে অঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ করিলে যদি অষ্ট অঙ্গুলি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব, চারি অঙ্গুলি পরিমিত হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে পৃথিবীতত্ত্ব ও ষোড়শাঙ্গুলি পরিমাণ শ্বাস বহমান হইলে, জলতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে।

পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জলতত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অম্ল ও আকাশতত্ত্বে কটু স্বাদ অনুভূত হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ু তত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ-কার্য্য করিবে।

পৃথিবী ও জল তত্ত্বোদয়ে কোন কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে। অগ্নি-তত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে ক্ষয় ও আকাশতত্ত্বে কার্য্যহানি হয়।

আমরা আহার-বিহার দান-ধ্যানাদি অনেক কার্য্য ঈশ্বরোদ্দেশে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে ঈশ্বরের জন্যই করিয়া থাকি। কোন সাধু বলিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা জগতে উত্তম কার্য্য ভগবানকে মনে রাখা এবং সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ কর্ম্ম তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া। পাপ করিতে করিতে আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর-বিচ্যুত হইয়া হতভাগ্য অনাথের ন্যায় বহুদূরে গিয়া পড়িয়া থাকি। সূর্য্য হইতে দূরে পড়িলে আমরা যেমন দারুণ হিমানীতে দুঃখ পাই, তেমনি ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করিলে, পাপরূপ তুষারে কষ্ট পাই। অতএব আইস, আমরা প্রকৃত সুখী হইবার কারণ ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হই এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হই। শিশুর ন্যায় সরল ও অকৃত্রিম নির্ভরের ভাব সর্ব্বদা অভ্যাস রাখা উচিত।

মনুষ্য-জীবন ক্ষণস্থায়ী ; এই আছে এই নাই। পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত টল মল করিতেছে। মর্ত্ত্যলোকের মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী জীবনের সঙ্গে অনন্তকালের তুলনা করিতে গেলে, এই জীবন-কাল অতি অল্পমাত্র বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূত হয়। এই অত্যল্প কাল যাহাতে সৎপথে ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক নর-নারীর চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ ইহজন্মে ও পরজন্মে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে।

সৎসঙ্গ স্পর্শমণি-স্বরূপ। সৎ বা সাধু মহাজন যেমন নিজে স্পর্শরত্ন, তেমনি তিনি যাঁহাকে স্পর্শ করেন, সেও রত্ন-বিশেষ হইয়া উঠে। সর্ব্বশাস্ত্রেই সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সতের হৃদয় পবিত্র জ্যোতিঃতে বিভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং সতের হৃদয় স্বচ্ছময়। অতএব যে ব্যক্তি সৎসঙ্গ করে, তাহারও অন্তরে ঐ সজ্জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় এবং তাহার মলিনত্ব ঘুচিয়া পবিত্রতা জন্মে। ঈশ্বর সৎস্বরূপ। যাঁহারা ঈশ্বরাশ্রিত, তাঁহাদিগকে সৎ বলা যায়। তাঁহারা সৎ ভিন্ন অসদ্বিষয়ে একেবারে আসক্তি-হীন হইয়া থাকেন। চর্ম্ম-নির্ম্মিত চক্ষু স্বচ্ছ পদার্থ। নির্ম্মল জল স্বচ্ছ। কাচ ও দর্পণ স্বচ্ছ। এরূপ মসৃণ ও সুপরিষ্কৃত কোন কোন বস্তু স্বচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থমাত্রেই যেমন সমস্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, সতের স্বচ্ছ-হৃদয়ে তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এ জন্যই যথার্থ সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। আমরা যেমন দর্পণে আপন আপন প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই, সৎ-লোক তেমনি হৃদয়-দর্পণে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপাত করিতে থাকেন।

ভগবান্ মনুষ্য-হৃদয় স্বচ্ছ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেবতাভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যের স্বচ্ছ হৃদয়ে তিনি নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন। আর মনুষ্য-ভাব বিশিষ্ট মনুষ্যের অন্তঃকরণ তত নির্ম্মল না থাকাতে, তাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন না বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে ছদ্মবেশে বা স্বপ্নাদি নানা উপায়ে দর্শন করিয়া থাকেন। নির্ম্মল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তঃকরণ ঈশ্বরের অতি প্রিয় বস্তু। জয়দেব গোস্বামী গীত-গোবিন্দে লেখেন,—

"মুনিজন মানসহংস জয় জয় দেব হরে।

অর্থাৎ ভক্তের মানসসরোবররূপ নির্ম্মল সলিলে ভগবান্ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে হংসরূপে সন্তরণ করিতে থাকেন।

কিন্তু পশুভাব-বিশিষ্ট মানুষের মন মিথ্যাকথা, কপটতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, হিংসা, ব্যভিচার, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদাদি নানা পাপে একেবারে মলিন হওয়ায় ঈশ্বরের ত্যাজ্য হইয়াছে। এজন্য পাপী মনুষ্যেরা আপন আপন দুষ্কার্য্যের জন্য যমরাজার বিচারাধীনে আসিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

যোগশাস্ত্র

যোগ—যুজ—অ=জীবাত্মার ও পরমাত্মার সংযোগ। মনের বৃত্তি সমূহকে রুদ্ধ করার নামও যোগ। যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যোগের সমান শ্রেষ্ঠ শক্তি আর নাই। যেরূপ "ক খ" প্রভৃতি অক্ষর সমূহ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করা যায়, সেইরূপ এই যোগ অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ কর্ম্ম-বশে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। মানবশরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায় ও যোগ অগ্নির ন্যায়। যেমন 'জলপূর্ণ আমমৃত্তিকাময় কলস গঠিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, উহাকে অগ্নিসংযোগ দ্বারা পোড়াইয়া লইলে স্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী হয়, সেইরূপ এই জীবনবিশিষ্ট দেহও নিরন্তর জীর্ণ ও ক্ষয়িত হইতেছে, ইহাকে যোগাভ্যাস দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে। যোগসাধনপদ্ধতি বহু প্রকার, তন্মধ্যে হঠযোগপদ্ধতি এই স্থলে কিছু বলা যাইতেছে।

যাহা হইতে প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংমিলন সংঘটিত হয়, তাহাকে ঘট অর্থাৎ দেহ কহে।

ষট্‌চক্র নিরূপণ

নরদেহে সপ্ত সমুদ্র, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, সুমেরু গিরি, সমস্ত নদ, নদী, পর্ব্বত, মুনি, ঋষি, গ্রহ, নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ বাস করিতেছে। বিশেষতঃ আকাশ৷ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জগতের মধ্যে যত জীব আছে, সে সকলই দেহমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং ঐ সকল বস্তু মেরুদণ্ড বেষ্টন করতঃ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। অধিকন্তু মানবদেহের অভ্যন্তরে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী শ্রেষ্ঠ। যথা—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, হস্তিজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পুংসা শঙ্খিনী, চিত্রিণী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী। ইহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী শ্রেষ্ঠতর। আর ঐ প্রধান নাড়ীত্রয়ের মধ্যে সুষুম্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সুষুম্নানাড়ী মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। যেমন বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদেশে সুমেরুপর্ব্বতে ভূর্লোকাদি সপ্ত স্বর্গ আছে, তদ্রূপ নরদেহের মেরুদণ্ডে ঐ সুষুম্নানাড়ী আশ্রয় করিয়া, ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আজ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পদ্মাকারে ছয় চক্র আছে। যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাখ্য। সর্ব্বোপরি সহস্রার, যাহাকে সত্যলোক বলিয়া বর্ণন করা যায়। ঐ সকল প্রধান নাড়ী অধোমুখী বিষতন্তুসম অর্থাৎ পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম এবং ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সাক্ষাৎ চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি স্বরূপ। ঐ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগত চিত্রানাম্নী অপূর্ব্ব গুণবিশিষ্ট এক নাড়ী আছে, তাহা অতি সূক্ষ্ম, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলা যায়। এই চিত্রানাড়ীকে যোগিগণ অমৃতানন্দকারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ সুষুম্নার বামভাগে ইড়া চন্দ্রস্বরূপ ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা সূর্য্য-স্বরূপ। এই দুই নাড়ী ধনুকাকারে প্রতি চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া, মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ভ্রূ-সন্নিহিত নাসাবিবর পর্য্যন্ত গিয়া সুষুম্নাতে মিলিত হইয়াছে, কেবল আজ্ঞাচক্র ব্যতীত বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পঞ্চপদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া, তত্তৎস্থানীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, শিশ্ন, কুক্ষি, বক্ষ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ, পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাজিত হয়। এই সকল নাড়ীর শাখাপ্রশাখাক্রমে সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ী, ওতপ্রোত অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ানের ন্যায় সর্ব্বশরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে? এই সকল নাড়ী বায়ুসঞ্চাররহিত, শুদ্ধ ভোগকে হরণ করে।

মূলাধার-চক্র

গুহ্যদ্বারের ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূলের অধঃ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান আছে, তাহাকে মূলাধারপদ্ম বলা যায়। এই পদ্ম বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তিমাকার এবং "ব শ ষ স" এই চারিবর্ণে চতুর্দ্দলবিশিষ্ট হয়; তৎকর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে, তন্মধ্যে বিদ্যুল্লতাকার পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্পাকৃতি সার্দ্ধ-ত্রিসঙ্কুচিত শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকার হইয়া, সুষুম্না নাড়ীর দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন, অর্থাৎ যে দ্বার দিয়া ব্রহ্মদ্বার গমন করিতে হয়, কুণ্ডলিনীদেবী সুষুপ্তাবস্থায় সেই দ্বার স্বমুখে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। অতএব যোগিগণ প্রথমেই কুণ্ডলিনী চেতন করিয়া উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ কুণ্ডলিনী-শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং গুপ্ত বর্ণরূপ, সুতরাং মূলাধার উক্ত সুষুম্নার দ্বারে আঘাত করিলে, বর্ণ সকল অব্যক্ত নাদ হইতে বিকৃতরূপে বহির্গত হয়। যেমন বীণাযন্ত্রের তারের মধ্যে অব্যক্তরূপ স্বরের অবস্থান আছে, মূলে মেজরাপের আঘাত পাইলেই স্বর সকলের ব্যক্তরূপ অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ কুণ্ডলিনীশক্তির প্রভাবেই বাক্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং তিনি বাগ্দেবী বলিয়া তন্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। "কুল" শব্দে যোনি; যোনি সংস্থানবিধায় কুণ্ডলিনী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এইখানে কামবীজ বিরাজমান, ঐ বীজ ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া, শর্ব্বশরীরস্থ প্রতি চক্রে ভ্রমণ করে। আর তত্র স্বয়ম্ভু নামে লিঙ্গ এবং ডাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী আছেন। সদ্গুরুর উপদেশক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মিত কুম্ভকদ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে অবিলম্বে সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়।

স্বাধিষ্ঠান-চক্র

লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠানচক্র। ঐ পদ্ম রক্তবর্ণ এবং "ব ভ ম য র ল" এই ষড়বর্ণে ষড়দলবিশিষ্ট, তথায় বালাখ্য নামে সিদ্ধলিঙ্গ এবং রাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করেন। যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুন্দর স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, সে সর্ব্বজ্ঞ হয়।

মণিপূরক-চক্র

নাভিমূলে যে তৃতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম মণি-পূরক-চক্র। ঐ পদ্ম স্বর্ণবর্ণ এবং ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ" এই দশবর্ণে দশদলবিশিষ্ট অতি সুশোভিত। তথায় রুদ্রাখ্য সিদ্ধলিঙ্গ ও লাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। এই মণিপূরক চক্রকে বিধিবৎ ধ্যান করিতে পারিলে, যোগী পাতালসিদ্ধ হয়েন। ঐ পদ্মের উর্দ্ধদেশে দ্বাদশকলাযুক্ত সূর্য্য-মণ্ডলরূপ জঠরাগ্নি আছে, এই জঠরানল বৃহত্তেজের অংশ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মহাকাল-স্বরূপ। এই তেজ জীবদেহে পাচিকাগ্নিরূপে বাস করিয়া সমুদায় আহারীয় বস্তু পরিপাক করেন। অতএব যোগীরা উপবাসাদি অনশনে বিরত হইয়া যথাকালে নিয়মানুসারে ঐ বৈশ্বানরকে অন্নাদি আহুতি প্রদান করেন।

অনাহত চক্র

জীবের হৃদয়ে অতি সুশোভন যে চতুর্থ পদ্ম আছে, তাহার নাম অনাহত-চক্র। সেই পদ্ম রক্তবর্ণ এবং "ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দ্বাদশ-বর্ণরূপে দ্বাদশদলান্বিত হয়। তথায় পীনাক নামে সিদ্ধলিঙ্গ এবং কাকিনী নামে শক্তি অধিষ্ঠান করেন। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে "য ম" ইত্যাকার বর্ণ শোভিত আছে। সেই য কারই বায়ুযন্ত্র। তাহাতে প্রাণাখ্য বায়ু নিয়ত অবস্থিতি করেন। সেই প্রাণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে বাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী হওত নানাপ্রকার বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করেন। কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু বিবিধ নাম ধারণ করেন; যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণ শরীরের অন্তঃস্থ হয়েন অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণ, মূলাধারে অপান, নাভিমণ্ডলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান বাস করেন এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে ভ্রমণ করেন। আর নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, এই পঞ্চপ্রাণ বহিঃস্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্গার, হিক্কা, জৃম্ভণ এই পঞ্চ কর্ম্ম ঐ বহিঃস্থ পঞ্চবায়ুদ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঐ দশপ্রাণ যদিও প্রধান, তথাপি প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণ অতি প্রধান বলা যায়। তন্নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি ভোজনের পূর্ব্বে উক্ত অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণকে অগ্রে পঞ্চগ্রাস প্রদানের বিধি আছে। অতএব হৃদয়স্থ ঐ অনাহত-চক্র ও তত্রস্থ পদার্থ সকল যে সাধক ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, সে জিতেন্দ্রিয় হয় এবং তাহার খেচরত্ব, ভূচরত্ব, অমরত্ব, ত্রিকালজ্ঞত্ব প্রভৃতি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

বিশুদ্ধ-চক্র

কণ্ঠমূলে যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধ-চক্র। সেই পদ্ম ধূম্রবর্ণ এবং "অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ" এই ষোড়শবর্ণাত্মক ষোড়শদল-সমন্বিত হয়। তথায় ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধলিঙ্গ এবং শাকিনী নাম্নী শক্তির অবস্থান। যে সাধক ঐ চক্র নিয়ত ধ্যান করে, সে সাক্ষাৎ বাগীশ্বর ও বজ্রসম দৃঢ়শরীর হইয়া চিরজীবী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্ঞাচক্র

ভ্রূদ্বয়-মধ্যে যে ষষ্ঠ পদ্ম আছে, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র। সেই পদ্ম শুক্লবর্ণ এবং "হ ক্ষ" এই দুইবর্ণে দ্বিদলান্বিত হয়। তথায় অর্দ্ধনাড়ীশ্বর সিদ্ধলিঙ্গ এবং হাকিনী শক্তি অধিষ্ঠান করেন। ঐ পথিমধ্যে কর্ণিকারে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ঠং জ্যোতির্লিঙ্গ যোগিগণের নিত্য ধ্যেয়। তন্মধ্যে নবকোণ এক যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রমধ্যে চন্দ্রবীজ দেদীপ্যমান আছেন। সেই পরম তেজোরূপ পরব্রহ্ম শিবরূপী "হং স" আকারে বিরাজমান। যাহা জ্ঞানে যোগিগণ পরমহংস নামে পরিচিত হয়েন এবং পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ পদ্মমূলে ইড়া, পিঙ্গলা উভয় নাড়ী সুষুম্না নাড়ীতে মিলিত হইয়াছে। তন্ত্রে ঐ স্থান প্রয়াগতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেহেতু ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা আছে। তন্নিমিত্ত ত্রিসংযোগ দ্বারা ত্রিবেণী বলা যায়। তদূর্দ্ধে ললাটস্থ পীঠত্রয় সপ্তমপদ্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে গুহ্যতম অর্থাৎ ষট্চক্রের অতিরিক্ত। সেই স্থানে নাদ, বিন্দু এবং চিৎশক্তি বিরাজিত আছেন। মূলাধারাদি বিশুদ্ধান্ত পঞ্চচক্রের ধ্যানের যে ফল, তাহা সম্যক্‌রূপে ঐ এক আজ্ঞাচক্র ধ্যানেই হয়। বিশেষতঃ যে সাধক ঐ চক্র ধ্যান করিয়া রসনাকে তালুমূলে নিবিষ্ট করতঃ সহস্রারচ্যুত অমৃত পান করিতে সমর্থ হন, তিনি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাদি সর্ব্বলোকের পূজিত হন। আর যে সাধক মৃত্যুসময়ে ঐ পদ্ম স্মরণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তিনি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যান, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

সহস্রার-বর্ণন

তালুমূলের উর্দ্ধদেশে দিব্যরূপে সহস্রদলপদ্ম আছে। ঐ পদ্ম অধোবক্ত্র, শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং হরিদ্রাদি নানাবর্ণে সুশোভিত এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দল সকল সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। তাহার শোভা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। ঐ পদ্মের নিম্নভাগে "হ স খ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূং" এই দ্বাদশ বর্ণে দ্বাদশদল এক অপূর্ব্ব পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে আছে। ঐ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকান্তর্গত গুরুরূপী পরমাত্মা শুদ্ধ পারদ ন্যায় এবং অগ্নিসম তেজঃপুঞ্জ ও কোটীসূর্য্য-সমপ্রভ, অথচ কোটী চন্দ্রতুল্য সুশীতল, নিত্য, নিরঞ্জন, নির্গুণ, নিষ্কাম, দ্বৈতরহিত অর্থাৎ আদি অন্ত ও মধ্যশূন্য, এই ত্রিশূন্যরহিত সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্ম তথায় নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজীবের সহস্রারে আত্মারূপে বাস করিতেছেন। তাঁহারই সত্ত্বা হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারই নিঃসত্ত্বায় ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টার তিরোভাব হয়। আত্মা নিত্য বস্তু, তাহার বিনাশ নাই। অতএব তাঁহার ঐ বাসস্থান অর্থাৎ উক্ত সহস্রদল পদ্মই নির্ব্বাণ-মুক্তির আলয়। যে সাধক নিয়ত ঐ স্থানের ধ্যান করেন, তাঁহার শীঘ্র সকল সিদ্ধিলাভ হয়। ঐ সহস্রদল কমল হইতে ক্ষরিত সুধা যে সাধক পান করেন, সেই যোগী পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন।

লয়

লয়ের অর্থ লীন হওয়া অর্থাৎ একপদার্থে অন্য পদার্থ অকৃত্রিমরূপে মিলিত হওয়া। লয় চতুর্ব্বিধ, যথা—

জগতের প্রভু ব্রহ্মা যখন শয়ন করেন, তাঁহার নিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে।

ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয় হয়, তখন জগতের প্রাকৃতিক প্রলয় হয়।

যোগীরা জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাতে যে লীন হন, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

প্রাণীদিগের দিবারাত্র যে নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্য প্রলয় কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণীদিগের দেহই ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রভু, যে জীব তিনিই ব্রহ্ম। ঐ জীবের নিদ্রাবস্থাই নৈমিত্তিক প্রলয় এবং তাহার আয়ুঃ শেষ হইলে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। তন্মধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে যোগীর মৃত্যু হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাঁহার মৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয় এবং অপরাপর প্রাণীর মরণকে নিত্য প্রলয় কহা যায়।

ঋষিগণ যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্ট প্রকার যোগ ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। ইহা যোগিজনকে সর্ব্ববিধ পুণ্যফল প্রদান করিয়া থাকে।

অথ যম

যম দশ প্রকার। যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ।

অহিংসা—কোন প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়াকে অহিংসা কহে। শাস্ত্রবিহিত জন্তুগণকে পীড়াপ্রদান, মারণাদি অভিচারকার্য্য হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না।

সত্য—যাহা প্রাণিগণের হিতকর সেই বাক্যই সত্য। কেবল মাত্র যথার্থ ভাষণকে সত্য বলে না।

অস্তেয়—অচৌর্য্য, পরদ্রব্যে নিস্পৃহতা।

ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। যাহারা নৈষ্ঠিক অর্থাৎ চিরব্রহ্মচারী অথবা যাহারা নিয়ত অরণ্যবাসী, তাহাদিগেরই পক্ষে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য উক্ত হইয়াছে। বিধানানুসারে প্রত্যেক ঋতুকালে যে স্ব স্ব দারাভিগমন, তাহাকে গৃহস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ব্রহ্মচর্য্য কহে। নিয়ত গুরুজনের সেবাকেও ব্রহ্মচর্য্য বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়া—কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নাম দয়া।

আর্জ্জব—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমভাবের নাম আর্জ্জব।

ক্ষমা—দেহিগণের প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, তাহার নাম ক্ষমা।

ধৃতি—অর্থহানি, বন্ধুগণের বিয়োগ প্রভৃতি শোচনীয় বিষয়সমূহ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে স্থিরতা, তাহার নাম ধৃতি।

মিতাহার—মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্যবাসিগণের—ষোড়শ গ্রাস, গৃহস্থদিগের বত্রিশগ্রাস এবং ব্রহ্মচারিগণের স্বেচ্ছানুরূপ গ্রাস, এই বিহিত গ্রাসভোজন করাকে মিতাহার বলা যায়।

শৌচ—শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা যে শৌচ, তাহার নাম বাহ্য এবং মনঃশুদ্ধির নাম আভ্যন্তর শৌচ। শৌচ-ধর্ম্মানুশীলন ও অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হয়।

অথ নিয়ম

নিয়ম দশ প্রকার।—তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও ব্রত।

বিহিত নিয়মানুসারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি আচরণ-পূর্ব্বক শরীর শোষণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তপস্যা।

যদৃচ্ছালাভেই যদি লোকের মন স্থির থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সন্তোষ কহে। এই সন্তোষই সুখের লক্ষণ।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য।

ন্যায়ার্জ্জিত ধন অধিক বা অল্প হউক, যাহা কিছু শ্রদ্ধার সহিত যাচককে প্রদান করা যায়, তাহাকে দান কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্নভাবে ভক্তির সহিত যথাশক্তি শিব বা বিষ্ণুর অর্চ্চনাই ঈশ্বরপূজা।

হৃদয় বিষয়াসক্তিশূন্য, দুষ্টবাক্য ও মিথ্যাভাষণাদি দ্বারা অদূষিত এবং হিংসাদি কার্য্য হইতে বিরত হইলেও ঈশ্বরপূজা কহে।

পণ্ডিতগণ, বেদান্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্তশ্রবণ কহেন। ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় ও স্ব স্ব বৃত্তিস্থিত সাধু সচ্চরিত্র বৈশ্যদিগেরও সিদ্ধান্তশ্রবণ বিহিত বলিয়া কথিত আছে। স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ এবং পুরাণশ্রবই তপস্বী শূদ্র ও স্ত্রীগণের সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলিয়া অভিহিত হয়।

বেদে ও লোকে যে যে কার্য্য নিন্দিত, সেই সেই কর্ম্মের আচরণে যে লজ্জা উপস্থিত হয়, তাহাকে হ্রী কহে।

বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহাকে মতিকহে।

বেদবিহিত আচার অনুসারে গুরূপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ব্বক বেদ, সূত্র, ইতিহাস বা পুরাণাদির অভ্যাস করাকে জপ কহে।

প্রসন্ন মানস গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদীয় অনুমত্যনুসারে ধর্ম্মার্থ-কামপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম ব্রত।

অথ আসন

জীবজন্তুর সংখ্যা যত, আসনের সংখ্যাও প্রায় তত। পূর্ব্বে শিবদ্বারা চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসনই প্রধান। মর্ত্ত্যলোকে বত্রিশ প্রকার আসন প্রশস্ত। যথা—

সিদ্ধি, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনুঃ, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষক, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তানকূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডূক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগ। এই বত্রিশ প্রকার আসন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ত্ত্যলোকে সিদ্ধিদায়ক। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ এই—

জঙ্ঘা বা জানু ও উরুর অন্তরে পদতলদ্বয় সম্যক্ রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক সরলকায় হইয়া সুখে উপবেশনকে স্বস্তিকাসন কহে। সর্ব্বপ্রকার আসনের মধ্যে এই আসন অতিসুখকর

সীবনীর বামভাগে, বামে দক্ষিণ গুল্‌ফ ও দক্ষিণে বাম গুল্‌ফ এই রূপে দুই পদে গুল্‌ফ স্থাপন-পূর্ব্বক উপবেশনকেও স্বস্তিকাসন বলা যায়।

পৃষ্ঠপার্শ্বে অর্থাৎ শরীরের পশ্চাৎপার্শ্বে বামদিকে দক্ষিণ গুল্‌ফ ও দক্ষিণে বাম গুল্‌ফ সংস্থাপন-পূর্ব্বক গোমুখাকার উপবেশনের নাম গোমুখাসন। এই আসনে কটির অধোভাগে পৃষ্ঠপার্শ্বে গুল্‌ফ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দুই হস্ত দ্বারা দুই পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ব্যৎক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দুই পদতল দুই উরুর উপর স্থাপন-পূর্ব্বক উভয় কণ্ঠাস্থির মধ্যদেশে চিবুক ও নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক উপবেশন করাকে পদ্মাসন কহে। এই আসন (সিদ্ধাসনভিন্ন) সর্ব্ববিধ আসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আসন যোগিগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ করে।

এক উরুর উপর একপদ এবং অন্য উরুর উপর অপর পদ স্থাপন-পূর্ব্বক উপবেশন করাকে বীরাসন কহে।

বামপদের গুল্‌ফস্থান মলদ্বারের নিম্নে এবং দক্ষিণ পদের গুল্‌ফস্থান সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় নিশ্চলভাবে উপবেশন করাকে সিদ্ধাসন কহে। এই আসন সকল আসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অণ্ডকোষের নিম্নদেশে সীবনীর দক্ষিণপার্শ্বে বামগুল্‌ফ এবং বামপার্শ্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণ গুল্‌ফ সংস্থাপন করিয়া, অঙ্গুলি প্রসারণ-পূর্ব্বক দুই হস্ত জানুযুগলে অর্পণ করিয়া, বিকৃতমুখে একাগ্রচিত্তে নাসাগ্র দর্শন-পূর্ব্বক অবস্থানকে সিংহাসন কহে। যোগিগণের এই আসন অত্যন্ত আদরণীয়।

বৃষণের নিম্নদেশে সীবনীর উভয়পার্শ্বে দুই গুল্‌ফ নিক্ষেপ করিয়া, দুই পার্শ্বে দুই হস্ত দ্বারা দুই পদ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সুস্থির হইয়া উপবেশন করাকে ভদ্রাসন কহে। এই আসন সর্ব্ববিধ ব্যাধি এবং শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ বিনাশ করে।

হস্তদ্বয়ের তলদ্বারা মৃত্তিকায় সম্যক্ ভরস্থাপন-পূর্ব্বক দুই কনুই নাভির দুই পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়া মস্তক ও পদদ্বয় দণ্ডবৎ আকাশে উত্তোলন-পূর্ব্বক অবস্থানকে ময়ূরাসন কহে। ময়ূরাসন সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করে। ইহা দ্বারা আভ্যন্তরিক রোগ ও বিষদোষ বিনষ্ট হয়।

বাম গুল্‌ফ দ্বারা সূক্ষ্মা সীবনীকে সর্ব্বতোভাবে নিপীড়িতা করিয়া, তাহাকে আবার দক্ষিণ গুল্‌ফ দ্বারা সেইরূপ করতঃ উপবেশন করাকে মুক্তাসন কহে। মেঢ্রের উপর বাম গুল্‌ফ বিন্যাস করিয়া, তদুপরি আবার দক্ষিণ গুল্‌ফ স্থাপন-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেও মুক্তাসন হয়।

যম, নিয়ম ও আসন এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা সুসংযত হইয়া নাড়ীশুদ্ধি-সম্পাদন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়াম

বায়ুর গমন অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ ও আগমন অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ এবং প্রাণের ধারণ এই তিন প্রকার কার্য্যকে যোগিগণ প্রাণায়াম কহেন। প্রাণ ও অপান বায়ুর সমযোগের নাম প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থে প্রাণ বায়ু এবং আয়াম অর্থে তাহার নিরোধ, এই জন্য প্রাণায়াম অর্থে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা বুঝায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম করিতে হইলে শ্বাসগ্রহণ, শ্বাসধারণ ও শ্বাসত্যাগ এই তিনটী কার্য্য করিতে হয়। শ্বাসগ্রহণকে পূরক, শ্বাসধারণকে কুম্ভক ও শ্বাসত্যাগকে রেচক কহে। সেই পূরক, কুম্ভক ও রেচক বর্ণত্রয়াত্মক। সেই বর্ণত্রয় প্রণবরূপে উক্ত হইয়া থাকে, অতএব এই প্রাণায়াম প্রণবময়।

প্রাণায়াম অভ্যাস করিবার কালে কত সময় ধরিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা আছে। যত শক্তি পরিমাণে পূরক করিতে হইবে, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ ধারণ করিতে হইবে এবং রেচকে কুম্ভকের অর্দ্ধ পরিমাণ সময়ে শ্বাসত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীকে প্রাণায়াম বলে। অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা পূরকে একগুণ, কুম্ভকে চারিগুণ এবং রেচকে দুই গুণ হইয়া থাকে।

মাত্রাসংখ্যানুসারে প্রাণায়াম তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম ও অধম। বিংশতিমাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়শমাত্রা-প্রাণায়াম মধ্যম এবং দ্বাদশমাত্রা-প্রাণায়াম অধম।

উত্তম প্রাণায়ামের পূরকে বিংশতি মাত্রা, কুম্ভকে উহার চারিগুণ অর্থাৎ অশীতি মাত্রা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ চল্লিশ মাত্রা। অধম মাত্রা প্রাণায়ামে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। মধ্যম মাত্রা প্রাণায়ামে সুষুম্নানাড়ী কম্পিত হইতে থাকে এবং উত্তম মাত্রা প্রাণায়ামে ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে অথবা শরীর ভূমিতল পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ঘর্ম্মনিঃসরণ, মেরুকম্পন ও ভূমিত্যাগ এই তিনটী প্রাণায়ামসিদ্ধির লক্ষণ।

প্রাণায়াম অষ্টপ্রকার, যথা—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। এই অষ্টপ্রকার প্রাণায়াম মধ্যে সহিত নামক প্রাণায়াম সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য। অন্যান্য প্রাণায়াম-গুলি যোগসাধনের নিমিত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত নামক প্রাণায়াম দুই প্রকার,—সগর্ভ ও নিগর্ভ। বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহার নাম সগর্ভ প্রাণায়াম এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহাকে নিগর্ভ প্রাণায়াম কহে।

নিগর্ভ প্রাণায়াম মাত্রাহীন, অর্থাৎ শক্তি অনুসারে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলেই হয়, কিন্তু সগর্ভ প্রাণায়াম তাহা নহে; উহাতে মূলমন্ত্র অথবা প্রণব সংপুটিত করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়।

কনিষ্ঠা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাপুট ধারণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়। তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যবহার করিবে না।

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাবিবরকে অবরোধকরতঃ বাম নাসিকায় ইড়ানাড়ীরন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিয়া বাম নাসারন্ধ্র দক্ষিণ হস্তের অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা রুদ্ধ করিয়া, সুষুম্নারন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে ঐ পূরিত বায়ুকে রোধকরতঃ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ শিথিল করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলারন্ধ্র দিয়া শনৈঃ শনৈঃ সংখ্যানুসারে বায়ু ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার বিলোমক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ী ছিদ্র দিয়া যথাসংখ্যানুসারে বায়ু পূরণকরতঃ সংখ্যানুসারে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া, সুষুম্নানাড়ীতে কুম্ভক করিয়া বামনাসাস্থিত দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বয় শিথিলকরতঃ ইড়ানাড়ীরন্ধ্র দিয়া অল্পে অল্পে সংখ্যানুসারে শ্বাস ত্যাগ করিবে। ইহাকে বৈদিক প্রাণায়াম কহে।

সংখ্যা মূলমন্ত্র দ্বারা রাখিতে হয়। মন্ত্র দীর্ঘ হইলে মন্ত্রের প্রথম শব্দ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়, অথবা প্রণব জপ করিতে হয়, এবং ঐ জপের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা বামহস্তে ধারণ করিতে হয়।

প্রথম বারের মত পুনরায় পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলে একটী পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম হয়। পূর্ণ প্রাণায়াম করিতে হইলে, অনুলোম ও বিলোম ক্রমে তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহার পূরক অংশ চতুর্মুখ ব্রহ্মা, কুম্ভক অংশ বিষ্ণু এবং রেচক অংশ পরাৎপর শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক প্রাণায়াম

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে, অষ্ট বার মূলমন্ত্র বা প্রণব জপ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভক বা শ্বাসরোধ করিয়া ৩২ বার ঐরূপ জপ করিবে। পরে দক্ষিণ নাসা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐরূপ বামনাসাপুটেও পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে।

পূর্ব্বের ন্যায় পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলে তৃতীয় প্রাণায়াম হইবে। এই প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা একটী প্রাণায়াম হইয়া থাকে। অসমর্থপক্ষে ইহার চতুর্থাংশ জপ করিতে হইবে। অর্থাৎ পূরক ৪, কুম্ভক ১৬, রেচক ৮ বার। ইহাতেও অসমর্থ হইলে, পূরক ১, কুম্ভক ৪, রেচক ২ বার।

সামর্থ্যানুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। যত সংখ্যা সহজে অভ্যাস করিতে পারা যায়, তাহাই অবলম্বন করিতে হয়, এজন্য এক হইতে শত সংখ্যা প্রাণায়ামের বিধি আছে।

যেরূপেই হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হয়। কারণ, প্রাণায়াম ব্যতীত ষট্চক্রভেদ হয় না এবং মানব দেবার্চ্চনাদি কার্য্যেও অক্ষম হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম দ্বারা মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে, এজন্য প্রাণায়াম ব্যতীত সাধনজন্য আর দ্বিতীয় উপায় দেখা যায় না, প্রাণায়াম করিতেই হয়। কারণ, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে সুষুম্নানাল-মধ্যে বদ্ধ করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থান পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিলেই প্রাণ নিশ্চল-ভাব ধারণ করে। প্রাণ নিশ্চল হইলেই মন স্থির হয়। মন ও প্রাণ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ লাভ হয়।

মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক। মনের প্রবর্ত্তক প্রাণ, প্রাণের প্রভু মনোলয়, মনোলয় নাদের আশ্রিত, অর্থাৎ মন লয়প্রাপ্ত নাদের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে।

নাদ অর্থে ধ্বনি, এই ধ্বনি বাগিন্দ্রিয়জন্য উদর-কন্দর হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্নধ্বনি, এজন্য ইহার একটী নাম অনাহত-ধ্বনি। এই অনাহত ধ্বনি শ্রবণে মনকে লিপ্ত রাখিলে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ লিপ্ত রাখা প্রাণায়াম ব্যতীত হয় না। কর্ণরোধ করিলে যে এক প্রকার হু হু শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে, তাহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। ঐ ধ্বনি ব্রহ্মনাড়ী হইতে উদ্ভূত হয়; যোগিগণ উহাকে ওঁকার ধ্বনি কহেন। অন্যান্য শাস্ত্রে উহাকে শব্দব্রহ্ম বলে। ঐ শব্দের দশবিধ প্রকারভেদ আছে।

প্রথমে চিনিরূপ অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হয়, ২ চিঞ্চিনীশব্দ, ৩ ঘণ্টাশব্দ, ৪ শঙ্খনাদ, ৫ বীণাধ্বনি, ৬ করতালশব্দ, ৭ বেণুনাদ, ৮ মৃদঙ্গনাদ, ৯ ভেরীনাদ, ১০ মেঘনাদ। এই দশবিধ নাদ প্রাণায়ামের অবস্থাভেদে শ্রুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা ষট্‌চক্রের এক একটী চক্র যেমন ভেদ হইতে থাকে, অমনি এক এক প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চক্র সকল ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তখন নানাপ্রকার মধুর ধ্বনি হইয়া থাকে। ক্রমে নাদানুসন্ধান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন মন ঐ সূক্ষ্মধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে, তখন আর বাহ্য শব্দ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা থাকে না, এমন কি পুত্রকলত্রাদি বিষয়েও স্পৃহা থাকে না। তখন অখণ্ডৈকরস পরম অদ্বৈত ভাবের উদয় হইয়া, মায়াপাশ ছিন্নকরতঃ ব্রহ্মজ্ঞানামৃতনদে অবগাহন পূর্ব্বক সাধক ব্যক্তি পরিপ্লুতহৃদয়ে ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

প্রাণায়ামকালে বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসা স্বাভাবিক, তাহা স্থির করা আবশ্যক। প্রাণবায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবন-বিজয় স্বরোদয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানকালে ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০, দৌড়াইবার সময় ২৪, নিদ্রাকালে ৩০ স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬ এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক বহির্গত হইয়া থাকে। যিনি প্রাণসাধনার দ্বারা তাহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার আয়ু ক্ষয় হয়।

প্রাণায়াম অভ্যাস করিবার সময়ে যোগাভ্যাসী উচ্চ কথা কহিবেন না, অধিক কথাও কহিবেন না; হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, গাড়ী প্রভৃতি কোন প্রকার যানে আরোহণ করিবেন না এবং দৌড়িবেন না। ক্রোধ সম্বরণ করিবেন, মান অপমান সমান জ্ঞান করিবেন। ভোজনের অব্যবহিত পরে প্রাণায়াম কিম্বা প্রাণায়াম করিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিবেন না। গুরুসন্নিধানে থাকিয়া, শাস্ত্রবিধান অবলম্বন করিয়া সাবধানতার সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে, ক্রমে তাহা আয়ত্তীকৃত হয়। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে শরীরে কোন প্রকার ব্যাধিই থাকে না। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযথা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে গেলে নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে।

কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু সবেগে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ অল্পবেগে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত ছাতু যেন শ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়। শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ু পরিত্যাগ উভয় ক্রিয়াই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিবেন, বেগ-পূর্ব্বক করিবেন না। প্রাণায়ামকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবেন না।

যোগাভ্যাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য আহার করা কর্ত্তব্য। যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম হিত অর্থাৎ সুপথ্য। যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোন প্রকার গ্লানি জন্মে না, তাদৃশ আহারের নাম মিতাহার। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরের ও মনের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই দ্রব্যই মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র।

প্রাণায়াম সাধনকালে এই সমুদায় সামগ্রী পানভোজন করিবে, যথা—যব, গম, তণ্ডুল, ঘৃত, শর্করা ও গোদুগ্ধ।

প্রাণায়াম অভ্যাসের সময় যোগী এক বৎসর কাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক তোলা পরিমাণে থুলকুঁড়ীর (ভেকপর্ণী) পাতা বাটিয়া খাইবেন। দ্বিতীয় বৎসর প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত একতোলা পরিমিত শ্বেতপুনর্নবার পাতা বাটিয়া খাইবেন। তৃতীয় বৎসর খোসা ফেলিয়া আপাঙের (অপামার্গের) বীজ ঘৃতের সহিত ভাজিয়া খাইবেন। যোগী কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না। স্ত্রীসঙ্গ করিলে উৎকট পীড়া জন্মে এবং শীঘ্র মৃত্যু হয়।

প্রথম প্রথম যোগী, অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম সাধন করিবেন। বায়ুধারণে অধিক ক্ষমতা জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে আট প্রকার কুম্ভক অভ্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। সূর্য্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা এবং প্লাবনী এই আটপ্রকার কুম্ভকের বিষয় পরে বলা যাইবে।

আসন অভ্যাস করা হইলে, তাহার পর ঊর্দ্ধাধঃকরণ অভ্যাস করিতে হয়। ঊর্দ্ধাধঃকরণের আর একটী নাম বিপরীত-করণী। এই ক্রিয়া দুই প্রকার—অবতান ও উত্তান। ভূমিতে মস্তক ও দুই হাত স্থাপন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে পা তুলিয়া এবং ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চলভাবে থাকিলে, তাহাকে অবতান ঊর্দ্ধাধঃকরণ কহে।

উত্তান ঊর্দ্ধাধঃকরণ অভ্যাস করা অনেকটা ক্লেশসাধ্য। ভূমির উপরে চিত হইয়া শুইয়া, কটিদেশের নিম্নে দুই দিকে দুই হাতের কব্জা পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে। তাহার পর হস্ত, কনুই এবং স্কন্ধে ভর দিয়া ঊর্দ্ধ-দিকে পা তুলিবে। প্রথমদিন কেবল ক্ষণকালমাত্র উপর দিকে পা তুলিয়া থাকিবে। ক্রমে ক্রমে অল্প করিয়া পরিশেষে এক প্রহর পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করিবে।

মানুষের তালুতে চন্দ্র আছেন। সেই চন্দ্র হইতে নিরন্তর অমৃতধারা গলিয়া পড়িতেছে। নাভিতে অগ্নি আছেন। সেই (সূর্য্য), চন্দ্রের অমৃতধারা পান করিয়া ফেলেন, তাই মানুষ জরাগ্রস্ত হয়। বিপরীতকরণী করিলে, নাভিস্থ সূর্য্য উপরে উঠেন এবং তালুস্থ চন্দ্র নিম্নে আসেন, কাজেই সে সুধানিস্রাব আর সূর্য্যের মুখে গিয়া পড়ে না। ছয় মাস কাল বিপরীত-করণী অভ্যাস করিলে, কোনপ্রকার পাড়া কিম্বা বলি ও পক্ককেশ থাকে না।

ঊর্দ্ধপদে থাকিয়া প্লুতমাত্রায় সপ্রণব তিনশত সংখ্যা গণনা করিতে পারিলে, প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। পনর মিনিট কাল বিপরীত-করণী করিয়া থাকিতে পারিলে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

প্রাণায়ামকালে মস্তক, গ্রীবা এবং বক্ষঃস্থল ঠিক উন্নত করিয়া, নাসি-কার অগ্রভাগে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, সন্ধ্যাকালে এবং দুই প্রহর রাত্রিতে এই চারিবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। যোগাভ্যাসী প্রথম অভ্যাসকালে এক এক সময়ে দশবার প্রাণায়াম করিবেন। ক্রমে বায়ুধারণের অধিক ক্ষমতা জন্মিলে, উত্তরোত্তর প্রাণায়ামের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। পরিশেষে এক এক বারে অন্যূন অশীতি সংখ্যক প্রাণায়াম করা চাই। তাহা হইলে দিবারাত্র তিন শত বিশবার প্রাণায়াম করা হইবে।

উত্তম প্রাণায়ামে ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে, যদি দশমিনিট কাল কুম্ভক করিয়া থাকা যায়, তবে তাহাকে প্রত্যাহার কহে। দুই ঘণ্টা বায়ু ধারণ করিলে, তাহার নাম ধারণা। একদিন কুম্ভক করিয়া থাকিলে, তাহার নাম ধ্যান। একাদিক্রমে বারদিন কুম্ভক করিয়া থাকিলে, তাহার নাম সমাধি। সমাধি অবস্থায় সকলই রমনীয়। ইহাই ধূম, জ্যোতিঃ সুখপরিপূর্ণ দিব্য আনন্দ উপভোগের সময়। ইহাই প্রমোদার্ণব পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার উপলব্ধির উপযুক্ত সময়।

যোগশাস্ত্রের মতে সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া, একান্তমনে প্রাণায়াম করিলে তিন মাসের পরে শরীর বিশুদ্ধ হয়। এক বৎসরের পরে বায়ু-ধারণে বিচিত্র ক্ষমতা জন্মে। ষোলবৎসরে যোগী সমাধিসিদ্ধ হন।

যোগে যত অধিকার জন্মে, ততই শরীরের বাহিরে এই কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায়,—দিন দিন কৃশ হইয়া আইসে। কিন্তু দেহ কৃশ হইলেও মুখশ্রী বেশ প্রসন্ন থাকে। বাক্যের স্ফুর্ত্তি হয়। সুনির্ম্মল চক্ষে অরোগতার লক্ষণ প্রকটিত হয়। যোগী ঊর্দ্ধরেতা হন। পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নাড়ী সমূহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অনুলোম-বিলোম প্রাণায়ামে দৃঢ় অভ্যাস জন্মিলে, তাহার পর আট প্রকার কুম্ভক সাধন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়ামের পূর্ব্বে অঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত নিম্নলিখিত মাতৃকামন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, যথা,—

প্রাণায়ামের প্রারম্ভে যোগীরা পূর্ব্বোক্তরূপ আসনে আসীন হইয়া, অব্যক্তভাবে ৬০০ বার বং, সং, লং; পরে ৬০০০ বার বং, ভং, মং, যং, রং, লং; পরে ৬০০০ বার ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং; পরে ৬০০০ বার কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং; পরে ৬০০০ বার অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ৯ং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং; এবং পরিশেষে নিঃশব্দে ২০০০ বার হংসঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্রগুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা মনের একাগ্রতা এবং শ্বাসক্রিয়ার মৃদুতা সম্পাদন হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম তিন প্রকার—রেচক প্রাণায়াম, পূরক প্রাণায়াম এবং কুম্ভক প্রাণায়াম।

রেচক প্রাণায়াম—শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু রেচন করিয়া নাসিকা রুদ্ধ রাখিলে, তাহাকে রেচক প্রাণায়াম-নাম মহানিরোধ কহে।

পূরক প্রাণায়াম—বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া দেহাভ্যন্তরে পরিপূরণ করিলে, তাহাকে পূরক-নাম মহানিরোধ কহে।

কুম্ভক প্রাণায়াম—পূরক এবং রেচক না করিয়া নাসা নিরোধ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে কুম্ভবৎ বায়ু ধারণ করিয়া থাকিলে, তাহাকে কুম্ভক প্রাণায়াম কহে।

প্রকারান্তরে কুম্ভককে আরও দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—সহিত ও কেবল। সহিত প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার;—রেচকপূর্ব্বক ও কুম্ভকপূর্ব্বক। পূরক না করিয়া এক কালে কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারিলে, তাহাকে কেবলী কুম্ভক কহে। কেবলী কুম্ভক সিদ্ধ হইলে, যোগীর আর কিছুই দুর্লভ থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস বা হাঁপানি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। যখন হাঁপানি অত্যন্ত প্রবল হইবে, তখন ভাল করিয়া দেখিবেন, পীড়িত ব্যক্তির কোন্ নাসায় বায়ু বহিতেছে। যে নাসায় বায়ু বহিবে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অপর নাসাবিবরে বায়ুর গতি প্রবর্ত্তিত করাইবেন। ১০ মিনিট ঐরূপ প্রাণায়াম করিলে হাঁপানি কমিয়া যাইবে এবং প্রতিদিন ঐরূপ করিলে, এক মাসের মধ্যেই ঐ রোগ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

কুম্ভক সাধন

সূর্য্য-ভেদন—বাম-নাসা-পুটে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিক অঙ্গুলি চাপিয়া দক্ষিণ নাসায় অল্পে অল্পে বায়ু আকর্ষণ করিবে। পূরকের পর কণ্ঠ আকুঞ্চন-পূর্ব্বক যথাবিধি জালন্ধর বন্ধ করিয়া এ প্রকারে কুম্ভক করিবে, যেন সমস্ত লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। শেষে কুম্ভকের ঠিক পরে এবং রেচকের ঠিক পূর্ব্বে মূলাধার আকুঞ্চন পূর্ব্বক পেট পশ্চাদ্ভাগে ও উর্দ্ধদিকে টানিয়া, খালি করিয়া উড্ডীয়ান বন্ধ করিবে। পরে ধীরে ধীরে রেচন করিবে। ইহাই সূর্য্য-ভেদন।

উজ্জায়ী—মুখ বন্ধ করিয়া উভয় নাসারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কুম্ভক করিয়া বাম নাসা দ্বারা রেচন করিবে। ইহার নাম উজ্জায়ী।

সীৎকারী—পাখীর ঠোঁটের ন্যায় দুই ওষ্ঠ একত্রে মিলিত করিয়া শিস্ দিবার মত মন্দ মন্দ শব্দে ওষ্ঠের সামান্য ছিদ্র দিয়া পূরক করিবে। শেষে কুম্ভকের পর উভয় নাসারন্ধ দিয়া ধীরে ধীরে রেচন করিবে। এই কুম্ভকের নাম সীৎকারী। মতান্তরে ইহাকে কাকী মুদ্রা কহে।

শীতলী—পূর্ব্বের মত ঠোঁট সরু করিয়া এবং তাহার ভিতরে জিহ্বা রাখিয়া পূরক করিবে। পূরকান্তে কুম্ভকের পর দুই নাসা দ্বারা রেচক করিবে। ইহার নাম শীতলী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভস্ত্রিকা—প্রথমে যোগী পদ্মাসন করিয়া বসিবেন। পদ্মাসনে বসিয়া বামনাসাপুট দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া, কামারের যাঁতার মত দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বেগে পূরক ও রেচক করিতে থাকিবেন। পূরকের সময়ে যেন হৃৎপদ্ম, কণ্ঠ এবং কপাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, এইরূপ বেগে সশব্দ বায়ু আকর্ষণ করিবেন। পুনঃ পুনঃ এ প্রকার পূরক ও রেচক করিতে করিতে শ্রম বোধ হইলে, দক্ষিণ নাসায় পূরকের পর বিধিবৎ কুম্ভক করিয়া বাম নাসা দ্বারা রেচক করিবেন। রেচক করা হইলে, পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বদ্ধ করিয়া, বাম নাসায় পুনঃ পুনঃ পূরক ও রেচক করিবেন। শ্রম বোধ হইলে, বাম নাসায় পূরক করিয়া যথাসাধ্য কুম্ভকের পর দক্ষিণ নাসায় রেচক করিবেন। এই এক রীতি। ইহার আর এক রীতি আছে। কনিষ্ঠা এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট চাপিয়া, দক্ষিণনাসায় পূরক করিবেন। পূরক করা হইলেই শীঘ্র শীঘ্র দক্ষিণনাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া, বামনাসায় রেচক করিবেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ পূরক ও রেচক করিতে করিতে শ্রমবোধ হইলে, বাম নাসিকায় পূরক করিয়া যথাশক্তি কুম্ভকের পর দক্ষিণনাসায় রেচক করিবেন।

ভ্রামরী—ভ্রমরের ন্যায় বেগে শব্দ করিয়া পূরক করিবেন। পূরক করা হইলে, যথাশক্তি কুম্ভকের পর ভ্রমরের ন্যায় মন্দ মন্দ শব্দে রেচক করিবেন। ইহার নাম ভ্রামরী।

মূর্চ্ছা—পূরকের পর কণ্ঠ সংকোচন দ্বারা গাঢ়তর জালন্ধর বদ্ধ করিয়া অল্পে অল্পে রেচক করিবেন। ইহার নাম মূর্চ্ছা কুম্ভিকা।

প্লাবনী—শরীরাভ্যন্তরে প্রচুর বায়ু পূরণ করিতে পারিলে, অগাধ সলিলে পদ্মপত্রের ন্যায় ভাসিতে পারা যায়। ইহার নাম প্লাবনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুদ্রাভ্যাস

যখন নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েন, তখন ষট্‌চক্রস্থিত পদ্ম ও গ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বযত্নে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র মুখ-স্থিত নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রতা করিবার জন্য মুদ্রা অভ্যাস করিবে। যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই দশ প্রকার মুদ্রাই উত্তম ; যথা,—মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, খেচরী, উড্ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, বিপরীতকরণী, বজ্রোলী এবং শক্তি-চালন।

মহামুদ্রা—বাম পদের গোড়ালি সীবনীর উপরে বল পূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া, দক্ষিণ পদ মৃত্তিকার উপরে দণ্ডবৎ বিস্তারিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী আকর্ষণ করিবে। তাহার পর পূরক বিনা কুম্ভক করিয়া, জালন্ধর বন্ধ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ু-ধারণ করিয়া থাকিবে। এ দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূলাধারও অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা আকুঞ্চিত করিবে। যথাসাধ্য এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে রেচক করিবে। এইরূপে বাম অঙ্গে অভ্যাস করা হইলে, পুনর্ব্বার ঠিক ঐ প্রণালীতে দক্ষিণ অঙ্গে অভ্যাস করিবে। ইহার নাম মহামুদ্রা।

মহাবন্ধ—সীবনীতে বাম গুল্‌ফ স্থাপন পূর্ব্বক, বাম জানুর উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পূরকের পর জিহ্বাবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ এবং মূলবন্ধ করিয়া, সুষুম্নাতে গাঢ়তররূপে মনোনিবেশ করিবে। শেষ যথাশক্তি কুম্ভকের পর অল্পে অল্পে রেচক করিতে থাকিবে। বাম অঙ্গে অভ্যাস করা হইলে, পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রণালীতে দক্ষিণ অঙ্গে অভ্যাস করিবে।

মহাবেধ—যে প্রকারে মহাবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়, সেই অবস্থায় বসিয়া দুই জানুর দুই পার্শ্বে ভূমির উপরে দুই করতল স্থাপন-পূর্ব্বক বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া উপরে উঠিবে। এই অবস্থায় থাকিতে যখন প্রাণান্ত হইল এমন বোধ হইবে, তখন ধীরে ধীরে রেচক করিবে।

বজ্রোলী মুদ্রার অন্তর্গত সহজোলি এবং অমরোলি মুদ্রা আছে। এই তিনটী ক্রিয়া স্ত্রীলোক লইয়া করিতে হয় এবং এই ক্রিয়ার ভিতরে অনেক কৃচ্ছ্রসাধ্য ও ঘৃণিত ব্যাপার আছে। তজ্জন্য সাম্প্রদায়িক লোক ভিন্ন প্রকৃত সাধন ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। উর্দ্ধরেতা হইবার জন্যই যোগীদের এই তিনটী সাধন। যোগাভ্যাসের নিমিত্ত যে সকল নিয়মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; তৎসমুদায় নিয়ম পালন না করিলেও কেবল বজ্রোলী, অমরোলি এবং সহজোলি মুদ্রা অভ্যাস করিলে, সকলেই উর্দ্ধরেতা হইতে পারেন।

উড্ডান, জালন্ধরবন্ধ ও বিপরীতকরণীর বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

অথ প্রত্যাহার

ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই ভোগ্য বিষয়ে ধাবিত হয়। তাহাদিগকে বল-পূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরবিষয়ে আনয়ন করাকে প্রত্যাহার কহে। বাহিরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়,সেই সকলকে শরীরের অভ্যন্তরে আত্মরূপে দর্শন করাকেও যোগিগণ প্রত্যাহারশব্দে উক্ত করিয়া থাকেন। শরীরিগণের বিধিবিহিত নিত্য-কর্ম্ম সকল, বাহ্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনে মনে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাকে প্রত্যাহার কহে। যোগের উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যাহার। প্রত্যাহার নানা প্রকার ; তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যোগিগণ তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক মর্ম্ম-স্থান হইতে অন্য মর্ম্ম-স্থানে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া অষ্টাদশ মর্ম্মস্থানে প্রাণবায়ুর ধারণের নাম প্রত্যাহার। দেবতাগণের চিকিৎসক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যোগ ও মোক্ষের সাধনহেতু দেহমধ্যে যে স্থানে যে যে মর্ম্ম আছে, তাহা বলিয়াছেন,—যথা—পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়, গুল্‌ফদ্বয়, জঙ্ঘার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যস্থান, চিতিমূল, জানুদ্বয়ের মধ্যভাগ, উরুদ্বয়ের মধ্যভাগ, গুহ্যমূল, পশ্চাদ্ভাগের দেহমধ্য, মেঢ্রদেশ, নাভিদেশ, হৃদয়াভ্যন্তর, কর্ণকূপ, তালুমূল, নাসিকামূল, অক্ষিমণ্ডল, ভ্রূমধ্য, ললাট এবং মূর্দ্ধাদেশ। এই সকল প্রত্যেক স্থানে পর্য্যায়ক্রমে প্রাণবায়ু ধারণ করিয়া প্রত্যাহার সাধনা করিবে; যে যোগী প্রতিদিন নিয়মানুসারে এই প্রকারে প্রত্যাহার সাধনা করিতে পারেন, তাঁহার সর্ব্বরোগ দূরীভূত হয় এবং তাঁহার যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রত্যাহার সাধন করিবার আর কয়েকটী বিশেষ নিয়ম এই, যথা—

(১) প্রত্যহ প্রায় ২৫ পল পর্য্যন্ত সমুদায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সর্ণম্পূরূপে নিরোধ করিয়া, স্থিরভাবে উপবেশন করিবে এবং ভ্রূমধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

(২) প্রত্যহ প্রায় ২৫ পল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে এবং সমুদয় ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া রাখিবে।

(৩) তদনন্তর প্রত্যহ প্রায় ২৫ পল পর্য্যন্ত মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা কর্ণ-ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ করিয়া, বামভাগে মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া রাখিবে এবং পর্য্যায়ক্রমে এক কর্ণ দ্বারা অপর কর্ণসমুদ্ভূত শব্দ শ্রবণ করিবে।

(৪) তাহার পর প্রত্যহ দীর্ঘশ্বাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্তম্ভিত থাকিয়া দ্বাদশ সহস্রবার নিঃশব্দে ওঁ উচ্চারণ করিবে এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(৫) পরিশেষে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিতে মস্তক ও ঊর্দ্ধদিকে পাদদ্বয় রাখিয়া লম্বভাবে অবস্থান করিবে।

মহর্ষি শুকদেব বলেন যে, যখন প্রাণায়াম দ্বারা ২৭ পল পর্য্যন্ত কুম্ভক করিয়া থাকিবার শক্তি জন্মে, তখনই যোগিগণ প্রত্যাহার দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী হয়েন।

অথ ধারণা

মন যখন যমনিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া আত্মাতে অবস্থিতি করে, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে ধারণা কহা যায়। পরব্রহ্মের আলয়স্বরূপ এই শরীরমধ্যে যে হৃদয় পদ্মাসন আছে, তাহার অন্তরাকাশে বাহ্যাকাশ ধারণ করাকেও ধারণা কহা যায়।

ধারণা পঞ্চবিধ, যথা—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ-তত্ত্বে পঞ্চদেবতার ধারণ করিতে হয়, এই হেতু ধারণা পঞ্চবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেহমধ্যে পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্থান, জানু হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত জলস্থান, গুহ্যদেশ হইতে হৃদয়ের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অগ্নিস্থান, হৃদয়ের মধ্য হইতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত বায়ুস্থান এবং ভ্রূমধ্য হইতে মস্তকের অন্তদেশ পর্য্যন্ত আকাশস্থান বলিয়া উক্ত হয়।

যোগাভিমানী কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে, জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত জলের স্থান, নাভির মধ্য হইতে গলদেশের মধ্য পর্য্যন্ত অগ্নি-স্থান, গলদেশ হইতে ললাটের মধ্য পর্য্যন্ত বায়ুস্থান এবং ললাটের মধ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আকাশস্থান। কিন্তু যাঁহারা যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা এই মত অযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। যদি দেহমধ্য-স্থানকে অগ্নির স্থান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে কারণ বহ্নিতে, তদীয় কার্য্য জলের অবস্থান স্বীকার কোনরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের একত্র সংযোগে কার্য্যরূপ ঘটাদির ধ্বংস হইয়া থাকে। আমরা দেখি যে, কার্য্যরূপ মৃণ্ময় ঘটাদিতে বহ্নি সংযোগ করিলে, ঐ কারণ যোগে কার্য্যরূপ ঘটাদির ধ্বংস হইয়া থাকে। অতএব এ মত সম্যক্ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

পৃথিবীতত্ত্বের অবস্থানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ধ্যান কর্ত্তব্য। এইরূপ জল-স্থানে বিষ্ণুকে, বহ্নি-স্থানে রুদ্রকে, বায়ু-স্থানে ঈশ্বরকে, আকাশ-স্থানে সদাশিবকে একান্ত-মানসে ধ্যান করিবে। লং এই বীজ জপ করিতে করিতে পৃথিবী তত্ত্বে পঞ্চঘটিকা কাল বায়ুকে ধারণ করিয়া, সৃষ্টিকারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাকে ধ্যান করিলে, সর্ব্ববিধ রোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়। পৃথিবীস্থানে বায়ু ধারণ সিদ্ধ হইলে, পৃথিবীকে জয় করা যায়। বং বীজ জপ করিতে করিতে জলস্থানে বায়ু ধারণ করিয়া পঞ্চঘটিকা কাল চতুর্ভুজ, পীতবাস, নির্ম্মল স্ফটিক-সন্নিভ, বিমল স্মিতযুক্ত, সৌম্যমূর্ত্তি নারায়ণের ধ্যান করিলে, নানাবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। রং বীজ জপ করিতে করিতে বহ্নি-স্থানে বায়ু ধারণ করিয়া পঞ্চঘটিকা কাল ভস্মলিপ্তদেহ, বালার্কতুল্য, প্রসন্ন-মূর্ত্তি, বরপ্রদ, ত্রিলোচন রুদ্রকে ধ্যান করিলে, অগ্নি তাহাকে আর দগ্ধ করিতে সমর্থ হন না। বায়ুকে নিজস্থানে ধারণ করিয়া, পঞ্চঘটিকা কাল যং বীজের সহিত ঈশ্বরকে ধ্যান করিলে, বায়ুর ন্যায় আকাশচারী হইতে পারা যায়। বায়ুকে আকাশে আরোপিত করিয়া হকারোপরি সংস্থিত, আকাশাকৃতি, বিন্দুরূপ, নির্ম্মল স্ফটিক-পঞ্চমুখ, দশবাহু, ত্রিলোচন, বালেন্দুমৌলি, সর্ব্বায়ুধ-ধর, সৌম্যাকৃতি, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, উমার অর্দ্ধদেহ স্বরূপ, সর্ব্বকারণেরও কারণ, বরপ্রদ, সদাশিব মহাদেবকে ধ্যান করিবে। যিনি ক্ষণমাত্রও এই-রূপ ধারণে সমর্থ, তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। ধারণাবিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যরূপ ব্রহ্মাদিকে নিজ নিজ কারণস্বরূপ পরমেশ্বর সদাশিবে বিলীন করিয়া, তাঁহাতে চিত্ত ও প্রাণকে আনয়ন পূর্ব্বক একাগ্রমনে আপন আত্মাকে তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিবে। উত্তম ব্রহ্মজ্ঞগণ ধারণা বিষয়ে এরূপও বলিয়াছেন যে, প্রণবযোগে কার্য্য সকলকে স্ব স্ব কারণ-ভূত পরমানন্দ স্বরূপ সত্য, কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ পরম ব্রহ্মে বিলীন করাও এক প্রকার ধারণা। এইরূপ ধারণায় প্রণব জপের অবসানে যখন নাদ উৎপন্ন হয়, তখন সংসারব্যাধির ঔষধস্বরূপ তাঁহাকে নিজ-চিত্তে দর্শন করিতে পারা যায়।

যোগাভ্যাসে সুশিক্ষিত অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ ধারণাবিষয়ে কহিয়া থাকেন যে, এই মানবদেহ পঞ্চভূতময় এবং ইহা বাত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিত্ত-কফাত্মক। যে সকল যোগীর দেহ বায়ু-প্রধান, প্রাণসংযম অভ্যাস করিলে তাঁহাদের দেহ শুষ্ক হয়। যাঁহাদের শরীর পিত্ত-প্রধান, তাঁহাদের শরীর শীঘ্র শুষ্ক হয় না। কিন্তু যাহাদের দেহ কফাত্মক, তাঁহাদের দেহ শীঘ্রই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা অগ্নিস্থানে প্রাণবায়ুকে ধারণা করিতে অভ্যাস করেন, তাঁহাদের সমস্ত রোগের বিনাশ হয়। যাঁহারা পৃথিবীস্থানে অথবা জলস্থানে ধারণা করিতে সর্ব্বদা অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কফজ ও বাতজ উভয় প্রকার রোগই শীঘ্র বিনষ্ট হয়। বায়ু ও আকাশ স্থানে সর্ব্বদাই বায়ু ধারণ করিতে পারিলে,ত্রিদোষজনিত সমস্ত রোগের নিশ্চয় বিনাশ হয়। প্রাণসংযমে ত্রিদোষেরই নাশ হয়। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানান্তে যমাদিযুক্ত হইয়া বিধি-পূর্ব্বক ধারণা করিবে।

ধারণা সাধন করিবার আরও কয়েকটী নিয়ম আছে, যথা—

(১) মনের কার্য্য সকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া, নির্জ্জনে বসিয়া নিঃশব্দে ১৪৪০০০ বার "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(২) প্রত্যহ ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

(৩) প্রত্যহ ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত ভ্রূমধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

(৪) প্রত্যহ ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাসরোধ করিবে এবং মুখনিঃসৃত লালা পান করিবে।

(৫) প্রত্যহ ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত অনন্যমনস্ক হইয়া বাম কর্ণদ্বারা দক্ষিণ কর্ণোদ্ভূত শব্দ শ্রবণ করিবে।

মহর্ষি শুকদেব বলেন যে, যখন কোন যোগী ৫৪ পল পর্য্যন্ত নিরোধ করিয়া থাকিতে পারেন, তখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল আপনা হইতে নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্য হইয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ ধ্যান

ধ্যানই জীবের বন্ধনমোক্ষের কারণ। মনোমধ্যে আত্মার স্বরূপ চিন্তনকে ধ্যান কহে। ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ ধ্যান বহুপ্রকার; প্রধান বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তন্মধ্যে পাঁচটীকে উৎকৃষ্ট কহিয়া থাকেন। আবার ঐ পাঁচটীর মধ্যে তিনটীকে অত্যুৎকৃষ্ট বলেন। নির্গুণ ধ্যান একই প্রকার।

সমস্ত মর্ম্মস্থান, ভিন্ন ভিন্ন নাড়ী সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান এবং বায়ু সকলের অবস্থিতি ও কর্ম্মাদির বিষয় কার্য্যতঃ অবগত হইয়া, আত্মজ্ঞানের দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, আকাশতুল্য দৃঢ়, অত্যন্ত নিশ্চল, সনাতন, আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত, স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, অবকাশরহিত, অসংস্পৃশ্য, চক্ষুর অগোচর, রস ও গন্ধ হইতে ভিন্ন, অপ্রমেয়, অনুপম, আনন্দ-স্বরূপ জরাবর্জ্জিত, সত্যস্বরূপ, সদসৎ চরাচরের হেতুভূত ও আধার স্বরূপ বিশ্বরূপ অদৃশ্য, স্বয়ম্ভূ, অক্ষয়, প্রত্যক্ষ অথচ অপ্রত্যক্ষ, অন্তরস্থিত অথচ বহিঃস্থিত, সর্ব্বমুখ, সর্ব্বতোদৃষ্টি, সর্ব্বতপাদ, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তন এবং যখন আমিই সেই পরব্রহ্ম এই প্রকার অনুভব করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানীরা তখন তাহাকেই নির্গুণ ধ্যান কহেন।

সাধুজনগণ, গুরুর উপদেশ দ্বারা পরমানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ সংসারব্যাধির ঔষধস্বরূপ, এই মনুষ্যদেহ ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মের যে আবাসস্থান আছে তথায় অবস্থিত, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে অভ্যাস দ্বারা সন্দর্শন করিতে পারেন। কন্দ মধ্য হইতে সমুত্থিত, দ্বাদশাঙ্গুল নালযুক্ত, চতুরঙ্গুল প্রমাণ ঊর্দ্ধমুখ, কেশরযুক্ত বর্ত্তিকা সমন্বিত, প্রাণায়ামযোগে প্রফুল্ল, অষ্টদল পদ্মমধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কেয়ূর ও কিরীটে অলঙ্কৃত, পদ্মপলাশলোচন, পূর্ণচন্দ্রানন, পদ্মের পদযুগশোভিত, চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট প্রসন্নমূর্ত্তি, নির্ম্মল হাস্যযুক্ত, বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, পীতবাস, পদ্মোদরসদৃশ সুশোভন ওষ্ঠপুট এবং স্বীয়প্রভায় প্রদীপ্ত কান্তি, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত, পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেবপতি, অচ্যুত, অজ, অব্যয়; জগতের সৃষ্টির কারণ, বিভু, বাসুদেব, লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে মানসে দর্শন করিয়া, সেই পরমাত্মাই আমি, এইরূপ অনুভব করাকে সগুণ ধ্যান কহে।

হৃৎ পদ্মমধ্যে প্রকৃত্যাত্মক কর্ণিক-বিশিষ্ট অষ্টৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট, বিদ্যারূপ কেশরান্বিত, জ্ঞাননালসম্পন্ন, বৃহৎ কন্দমধ্যসংলগ্ন, প্রাণায়ামযোগে বিকসিত দেহস্থ হৃৎপদ্মমধ্যে সর্ব্বত্র দীপ্যমান, সর্ব্বতোমুখ, শিখামণ্ডিত, জগৎকারণ ঈশ্বররূপী দেহের আপাদমস্তক সন্তাপয়িতা, নির্ব্বাত দীপের ন্যায় নিশ্চল, সেই বৈশ্বানর মহাবহ্নি হব্যবাহনকে অবলোকন করিয়া এবং তদীয় শিখা-মধ্যে নীলজলদমধ্যগতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় দীপ্যমান, নীবারশূকসদৃশ পীতবর্ণ চরাচরকারণ বৈশ্বানররূপী অক্ষয়দেবতা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া, সেই আত্মাই আমি এইরূপ চিন্তা করাকে বেদজ্ঞগণ সগুণ ধ্যান বলিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা অগ্নির স্বরূপত্ব লাভানন্তর মুক্ত হইতে পারা যায়।

অথবা যিনি চরাচরাত্মা হিরণ্যবর্ণ পুরুষ, যাঁহার কেশ, শ্মশ্রু ও নখ সকল হিরণ্ময়, যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু, যাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল পদ্ম-তুল্য সুন্দর, যাঁহার ললাটাভ পদ্মের গর্ভপত্রের ন্যায়, যিনি সর্ব্বলোকে অভয় দান করিতেছেন, নিয়ত ধর্ম্মশীল মুনিগণ যাঁহাকে দেখিতে পান, যিনি অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছেন, যিনি অখিল লোকের সাক্ষি-স্বরূপ, সেই পরম পুরুষকে আদিত্য-মণ্ডলে দর্শন করিবে। অনন্তর সেই আদিত্যই আমি, ঈদৃশ অনুভব করাও প্রশস্ত ধ্যান বলিয়া উক্ত হয়। এই ধ্যান মুক্তিমার্গের উপায়স্বরূপ।

যিনি দেহের মধ্যভাগ হইতে উথিত হইয়া, মস্তক পর্য্যন্ত নিশ্চলভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ্তি পাইতেছেন, সেই সর্ব্বাকর অব্যক্ত অমিতৌজস্ জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তরাত্মাকে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে মনশ্চক্ষে অবলোকন করিতে করিতে, সেই আমি, এইরূপ ধ্যানও অত্যুত্তম ধ্যান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অথবা শিথিল শরীরে বদ্ধপর্য্যঙ্ক হইয়া নাসাগ্রভাগ অবলোকন করিতে করিতে আপনাকেই শিবজ্ঞানপূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে নির্ব্বিকার, পরাৎপর, শান্ত, অচ্যুত, জ্যোতির্ম্ময়, অমৃতরূপী পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে এবং তিনিই আমি, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই ধ্যানের মধ্যে প্রশস্ত জানিবে।

আত্মার চৈতন্যসাধনই এইরূপ ধ্যানের লক্ষ। এই ধ্যান সাধন নিমিত্ত আরও কয়েকটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এই,—

কোন প্রকার স্থিরাসনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে ১৭, ২৮,০০০ বার ওঁ শব্দ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

দিবারাত্র নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

দিবারাত্র ভ্রূমধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

কথিত আছে যে, এইরূপ ধ্যানের অবস্থায় যোগিগণ দিব্যদৃষ্টিদ্বারা সকল পদার্থ ও সকল বিষয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেন এবং পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।

মহর্ষি শুকদেব বলেন, যিনি ১ দণ্ড ২৬ পল পর্য্যন্ত শ্বাসরোধপূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই ধ্যান দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার উপযুক্ত।

যাহাদের উদরাময় আছে, তাহারা প্রতিদিন কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া, নাভিচক্রে মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করিবে। দুই সপ্তাহ নাভিকন্দ ধ্যান করিলে, উদরাময় আরোগ্য হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা

দশ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা। সাধনা চারি প্রকার যথা—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, শম, দম ও মুমুক্ষুত্ব।

নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকের অর্থ এই যে, ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য, এই প্রকার বিবেচনা।

শম শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ।

দম শব্দের অর্থ এই যে, শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

মুমুক্ষুত্ব শব্দে মোক্ষেচ্ছা।

জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটী সাধন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু শমদমাদির অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে, তাহা এই ;—উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা।

বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে উপরতি কহে।

শীতোষ্ণাদি সহনকে তিতিক্ষা কহে।

ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণাদিতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতাকে সমাধান বলে।

গুরুবাক্য ও বেদান্ত-বচনে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকে এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে।

ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শরীরের শোধন, আসনদ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রাদ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহার দ্বারা শরীরের ধীরতা, প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, ধ্যানদ্বারা আত্মাতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা এবং সমাধিদ্বারা সকল প্রকার বাসনা হইতে নির্লিপ্ততা লাভ হয় এবং অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহাদের মেদ এবং শ্লেষ্মাধিক্য দোষ আছে, যোগাভ্যাস করিবার পূর্ব্বে ষট্‌কর্ম্মদ্বারা তাঁহাদের সেই সকল দোষের শান্তি করা আবশ্যক। কিন্তু দোষের সমতা থাকিলে, ষট্‌কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, লৌলিক এবং কপাল ভাতি এই কয়টীর নাম ষট্‌কর্ম্ম।

অথ ধৌতি

অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন,—এই চারি প্রকার ধৌতি আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিবে।

অন্তর্ধৌতি চারি প্রকার। বাতসার, বারিসার, অগ্নিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারি প্রকার অন্তর্ধৌতি দ্বারা শরীর মলশূন্য হয়।

অথ বাতসার প্রয়োগ

স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া বারম্বার বায়ু পান করিবে এবং ঐ বায়ু উদরমধ্যে চালিত করিয়া, পশ্চাৎ মুখদ্বারা রেচিত করিবে। এই বাতসার ধৌতি অতি গোপনীয়। ইহার দ্বারা দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগ নাশ ও দেহের অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

অথ বারিসার প্রয়োগ

মুখদ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত জল পরিপূর্ণ করিয়া, ক্রমশঃ সেই জল পান করতঃ ঐ জল উদরে চালিত করিবে ও উদর হইতে অধোবর্ত্মে রেচিত করিবে। এই বারিসার ধৌতি প্রধান ও গোপনীয়। এই ধৌতিযোগসাধনে মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অথ অগ্নিসার প্রয়োগ

শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ মেরুদণ্ডে একশত বার সংলগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। ইহাদ্বারা উদরাময় হইতে সঞ্জাত অন্যান্য আমাদি পীড়া নষ্ট হইয়া পরিপাক অগ্নির বৃদ্ধি হয়। এই অগ্নিসার নামক ধৌতি দ্বারা যোগী-দিগের যোগসিদ্ধি হয়। এই ধৌতি অতীব গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই ধৌতি দ্বারা নিশ্চয়ই মানবের দেবতুল্য দেহ হইয়া থাকে।

অথ বহিষ্কৃত ধৌতি প্রয়োগ

কাকী মুদ্রা অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া বায়ু পান-পূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিবে। ঐ বায়ু উদরমধ্যে অর্দ্ধপ্রহর কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া, অধোবর্ত্মে চালিত করিবে। এই বহিষ্কৃত নামক ধৌতি অতি গোপনীয়, কাহার নিকটে কদাপি প্রকাশ করিবে না।

নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া, শক্তিনাড়ীকে বহিষ্কৃত করিবে। ঐ নাড়ীর মলসমূহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা হস্তদ্বারা প্রক্ষালিত করিবে; পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হইলে, ঐ নাড়ীকে উদরমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে।

যে পর্য্যন্ত যামার্দ্ধ অর্থাৎ চারিদণ্ড কালের অধিক ধারণ-শক্তিসাধন করিতে অর্থাৎ শ্বাসরোধ করিয়া রাখিতে সমর্থ না হইবে, যোগিগণ সে পর্য্যন্ত এই বহিষ্কৃত নামক মহাধৌতির পরিচালনা করিবে না।

অথ দন্তধৌতি প্রয়োগ

দন্তধৌতি পাঁচ প্রকার,—দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণের রন্ধ্রদ্বয় এবং কপালরন্ধ্র।

অথ দন্তমূলধৌতি প্রয়োগ

খদিরের রসে পরিষ্কৃত মৃত্তিকা দ্বারা এইরূপে দন্তমূল মার্জ্জন করিতে হইবে যে, উহাতে যেন ক্লেদমাত্র না থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগিগণের যোগসাধনে দন্তমূলধৌতিই প্রধান। যোগবেত্তা দন্ত রক্ষার জন্য এই ধৌতি প্রাতঃকালে করিবে।

অথ জিহ্বামূল-ধৌতি প্রয়োগ

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি একত্রে গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিবে। বারম্বার এইরূপে জিহ্বামার্জ্জনা দ্বারা কফদোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

নবনীত দ্বারা জিহ্বাকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন ও দোহন করিবে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহ যন্ত্র দ্বারা বারম্বার টানিয়া বহিষ্কৃত করিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যত্নের সহিত এই জিহ্বামূলধৌতি আচরণ করিবে। ইহাতে জিহ্বা দীর্ঘ হয় ও জরামরণরোগাদি নষ্ট হয়।

অথ কর্ণধৌতি প্রয়োগ

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলীদ্বারা কর্ণকুহর মার্জ্জন করিবে, প্রত্যহ এই কর্ণধৌতিযোগ অভ্যাস দ্বারা নাদান্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ কপালরন্ধ্র প্রয়োগ

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কপালের রন্ধ্রদেশ মার্জ্জিত করিবে। এই কপালরন্ধ্রধৌতি যোগ অভ্যাস দ্বারা কফদোষ শান্তি হয়, নাড়ী মল-বিরহিত হয় এবং দেবতুল্য সুদূর দর্শন-শক্তি জন্মিয়া থাকে। প্রতি-দিন নিদ্রার অবসানে ভোজনের শেষে এবং সায়ং কালে এই ধৌতি আচরণ করিবে।

অথ হৃদ্ধৌতি প্রয়োগ

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার ;—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি এবং বাসধৌতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ দণ্ডধৌতি

কদলীদণ্ড অর্থাৎ কলার মাঝ, হরিদ্রার দণ্ড বা বেত্রদণ্ড হৃদয়মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালন-পূর্ব্বক বাহির করিবে। এই দণ্ড ধৌতিযোগ প্রথমে কোমল পদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমশঃ কঠিন পদার্থের দণ্ড দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়।

এই দণ্ডধৌতি দ্বারা কফপিত্তক্লেদাদি মুখ দিয়া নির্গত হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ বমন ধৌতি

আহারের শেষে আকণ্ঠ জলপূর্ণ করিবে। পরে ক্ষণকাল উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিবে। এই বমনধৌতিযোগ প্রত্যহ অভ্যাস দ্বারা কফপিত্তাদি নিবারিত হয়।

অথ বাসধৌতি

চতুরঙ্গুল বিস্তৃত সূক্ষ্ম বসনখণ্ড ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া, পুনর্ব্বার বহিষ্কৃত করিবে। ইহাকে বাসধৌতি কহে।

বাসধৌতি দ্বারা, গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তাদি রোগ শান্তি হয় এবং দিনে দিনে আরোগিতা, বল, পুষ্টি প্রভৃতি হইতে থাকে।

অথ মূলশোধন

যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত অপান অর্থাৎ গুহ্যদেশস্থ বায়ুর কুটিলতা থাকে। অতএব এই অপান বায়ুর ক্রূরতা বিনষ্ট করিবার জন্য অতি যত্নের সহিত মূলশোধন-ধৌতি আচরণ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদ্রার মূল কিম্বা মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা যত্নপূর্ব্বক জল দিয়া বারম্বার গুহ্যদেশ ধৌত করিবে।

এই মূলশোধন ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠের কঠিনতা ও আমজনিত অজীর্ণতা দোষ নিবারিত হয়, শরীরের কান্তি ও পুষ্টি জন্মে এবং বহ্নি-মণ্ডলের দীপ্তি হইয়া থাকে।

অথ জলবস্তি

জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকট আসন করিয়া উপবেশন পুর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে; ইহার নাম জলবস্তি।

জলবস্তি দ্বারা, উদাবর্ত্ত ও ক্রূর বায়ু নিবারিত হয় এবং শরীর স্বচ্ছন্দ ও কামদেবের সমান সুন্দর মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

অথ নেতি

অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সূক্ষ্ম সূত্র নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পরে মুখ দিয়া বাহির করিবে, ইহাকে নেতিযোগ কহে। এই নেতি কর্ম্ম সাধন দ্বারা খেচরী সিদ্ধি লাভ হয়, কফদোষ নষ্ট হয় এবং উত্তম দৃষ্টি জন্মে।

অথ লৌলিকী যোগ

অমন্দবেগে উদরকে উভয় পার্শ্বে সঞ্চালিত করিবে, ইহাকে লৌলিকী যোগ কহে। ইহাতে সর্ব্বরোগ নষ্ট হয় এবং শরীরের অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

অথ ত্রাটক

যে পর্য্যন্ত চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত চক্ষুর নিমেষ না ফেলিয়া কোন সূক্ষ্ম বস্তু লক্ষ্য-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিবে; ইহার নাম ত্রাটক যোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ত্রাটক যোগ অভ্যাস করিলে শাম্ভবীমুদ্রা সিদ্ধি হয়, চক্ষুর পীড়া জন্মে না ও উত্তম দৃষ্টিলাভ হইয়া থাকে।

অথ কপালভাতি

কপালভাতি তিনপ্রকার;—বাতক্রম, ব্যুৎক্রম ও শীৎক্রম। এই যোগসাধনে কফদোষ নিবারিত হয়।

অথ বাতক্রম কপালভাতি

বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া, বামনাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে। পূরক ও রেচক করিবার কালে বেগে বায়ু চালন করিবে না এবং বায়ু অধিক কাল ধারণও করিবে না। এই যোগ অভ্যাস দ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়।

অথ ব্যুৎক্রম কপালভাতি

নাসাযুগ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মুখদ্বারা রেচন করিবে ও মুখ দ্বারা জলগ্রহণ করিয়া নাসাযুগ দ্বারা রেচন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে শ্লেষ্মাদোষ নিবারিত হয়।

অথ শীৎক্রম কপালভাতি

মুখদ্বারা শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়া জল গ্রহণ-পূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দিয়া রেচন করিবে। এই যোগ অভ্যাস দ্বারা কামদেবের তুল্য রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন হওয়া যায়। ইহাতে বার্দ্ধক্য ও জরা জন্মে না, শরীর স্বচ্ছন্দ হয় এবং কফদোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি

জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সমতাবস্থার নাম সমাধি। যেমন জলরাশি সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তদনুরূপ সিদ্ধিই লাভ করে, অথবা যে যাহা ভাবে, সে তাহাই পায়।

কামসংকল্পবর্জ্জিত হইয়া বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করণানন্তর বেদান্তাদি বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভকরতঃ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস দ্বারা এরূপ সমাধির সাধনা করিবে। এই সমাধি সাধন করিতে হইলে পরমার্থবিদ্ ব্যক্তিগণের নির্ভয়, প্রসন্নাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রাণিহিতরত, স্বকর্ম্মনিরত এবং ক্ষমাধৃত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সমাধি সাধন করিতে হইলে, পবিত্র প্রদেশে শুদ্ধদেহে মন্ত্রদ্বারা কলেবর বদ্ধ করিয়া, সুবদ্ধপর্য্যঙ্ক হইয়া বিধিবিহিত আসনে পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিমমুখে উপবেশন করিতে হইবে এবং নবদ্বারাদি রোধ করিয়া, প্রাণায়ামসংযোগে হৃদয়মধ্যে সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে আনয়ন করিবে; পরে সুসমাহিত হইয়া ওঁকার রূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি শীত, কি উষ্ণতা, কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না। ঐ সময়ে সমাধিপ্রাপ্ত যোগীদিগের শরীরে প্রহার কর, অস্ত্রাঘাত কর, আর অগ্নিপ্রদানই বা কর, কিছুতেই তাঁহাদের ক্লেশানুভব হয় না। তাঁহারা ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার লোভ, ভয়, রাগ, মানাপমানবোধ এবং শারীরিক ও মানসিক কার্য্য কলাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সদানন্দচিত্ত হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধিলাভের নিমিত্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিবে। ইহা দ্বারা শরীর সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হয় এবং আত্মা সকল পাপ, সকল অন্ধকার ও জড়তা হইতে বিমুক্ত হইয়া, দিব্য চৈতন্য-সম্পন্ন ও সমাধিলাভের উপযুক্ত হয়। ভূগর্ভে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যিনি অধিককাল বাস করেন নাই, এবং যিনি শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তিনি এই কুম্ভকসাধনে সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন না। ইহার অভ্যাস নিমিত্ত যোগিগণ প্রত্যেক অষ্টদিবসান্তর এক একবার করিয়া ১৯২ দিবস জিহ্বার নিম্নস্থিত সূত্র ২৪ বার ছেদন করিবেন এবং প্রত্যেক বার ছেদনের পর, প্রাতদিন দুইবার করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ঘৃত এবং কষায় ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উহা উত্তমরূপে দোহনবৎ মার্জ্জন করিবেন। এই কুম্ভক অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহারা ভূ-গর্ভে বাস করিয়া, শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করেন এবং ক্রমশঃ আহারপরিমাণ অল্পতর করিয়া ফেলেন। শীতঋতুর প্রারম্ভে যখন জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাসপথ রোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহারা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করেন এবং তাহার পর দুই এক দিবস পর্য্যন্ত কিছুই আহার বা পান করেন না। এই সময়ে তাঁহারা সিদ্ধাসনে সমাসীন হইয়া দীর্ঘশ্বাসগ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাকস্থলী ও ফুস্ ফুস্ পূর্ণ করেন, জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাসপথ সম্পূর্ণ রূপ অবরুদ্ধ করেন এবং ভ্রূ-মধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখেন। এইরূপ কুম্ভককেই কেবল কুম্ভক কহে।

(২) অবিরত ২,০৭,৩০,৬০০০ বার নিঃশব্দে ওঁ শব্দ উচ্চারণ এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উক্ত কুম্ভক দ্বারা শ্বাসক্রিয়া রোধ করিতে পারিলে, সামধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

মহর্ষি শুকদেব বলেন যে, যিনি একাদিক্রমে ৩ দণ্ড ৩৬ পল পর্য্যন্ত শ্বাসরোধ করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি অল্পায়াসেই সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, যোগীদিগের আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা নিদ্রা কিছুই থাকে না। তখন তাঁহারা কি মনন, কি বাক্য, কি কর্ম্ম কিছুতেই পাপানুষ্ঠান করেন না; ফলতঃ তখন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্বাস ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ারোধ করিলেই সমাধি লব্ধ হয়, কিন্তু কেহ কেহ আবার তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, চিত্তবৃত্তি সকল নিরোধ-পূর্ব্বক জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মের সহিত স্থায়িরূপে যুক্ত হওয়াই সমাধির একমাত্র লক্ষণ।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হওয়া আর সমাধি হওয়া সমান। নিস্তরঙ্গপদলাভ ও পরমানন্দ-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাস-বর্জ্জিত, স্পন্দরহিত, নির্নিমেষ-চক্ষু, শিবধ্যানে লীনচিত্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ সমাধিস্থ এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, শুনেন না, গন্ধ আঘ্রাণ করেন না, স্পর্শকেও জানেন না; তিনিও সমাধিস্থ।

সমাধির অন্তরায়

যিনি মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যোগসমাধির অন্তরায় যথা,—ব্যাধি, যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা, সংশয় (সিদ্ধ হইতে পারি কি না ইত্যাদি ভাবনা), প্রমাদ (সামর্থ্য সত্ত্বেও যোগসাধন না করা), আলস্য, অবিরতি (বিষয়বিশেষের জন্য নিরন্তর আশঙ্কা), ভ্রান্তি-দর্শন (যোগ না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌশলে সিদ্ধি হয় ইত্যাকার বুদ্ধি), যোগে একাগ্রতার অভাব, যোগ-সাধনে যত্নের শৈথিল্য ; এই অন্তরায় সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধিলাভ করা অতিতীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ সেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। অধিকারী সকলে সমান হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে, তাহার তদনুরূপ সাধন কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর, সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগ সাধন দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবেন। কিন্তু যে মহাত্মাগণ কোমল-ভাবাপন্ন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ভক্তি-যোগের সাধনা করিলে, সমস্ত বাধা বিমুক্ত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে সুখে পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন। হে মানবগণ! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তিযোগের সাধনা কর।

মুক্তি

অজ্ঞান ও মোহজাল, পাপাসক্তি ও সংসারবিমুগ্ধতা প্রভৃতিই আত্মার বন্ধন। সাধন উপাসনা দ্বারা এই সকল হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করিয়া, ব্রহ্মের সত্তা ও সামীপ্য উপলব্ধি করিবার নামই মুক্তি। সামান্যতঃ যেমন একটী-মাত্র সমুদ্র ভূমণ্ডলকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু দেশভেদে—প্রকৃতিভেদে যেমন তাহা পঞ্চনামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনি মুক্তি সাধারণতঃ এক হইলেও সাধকের আত্মোন্নতির অবস্থা ভেদে তাহা চতুর্ব্বিধ বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথা—সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য ও নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ-মুক্তিই আত্মোন্নতির চরমসীমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সালোক্য মুক্তি

মানব-আত্মা অজ্ঞান-অন্ধকার ও পাপমোহজাল হইতে বিমুক্ত হইলেই পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মুক্তাকাশপ্রাপ্তির ন্যায়, সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের সত্ত্বা সর্ব্বপ্রথমে বহির্জগতে উপলব্ধি করেন। তখন পাপের মলিনতা, পুণ্যের জ্যোতিঃ তাহার অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হয়। তখন তাহার আত্মা সর্ব্বাগ্রে ভূলোক দ্যুলোকে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সত্ত্বা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া, প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। এইরূপ বহির্লোকে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করাই মুক্তির প্রথম অবস্থা। মুক্ত আত্মার এই অবস্থাকেই সালোক্য মুক্তি কহে।

সাযুজ্য মুক্তি

ঈশ্বরকে বহির্জগতে সন্দর্শন করিয়া মানব আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যে প্রকার নিকটতর নিগূঢ়তর সম্বন্ধ, তাহাতে সেই অন্তরতম প্রিয়তম পুরুষকে দূরে দেখিয়া আত্মার শান্তিলাভ হয় না। বহির্জগতে কখনও তাঁহাকে দেখা যায়, কখনও মোহমেঘ উত্থিত হইয়া সেই জ্ঞান-সূর্য্য, প্রেমচন্দ্রকে আর দেখিতে দেয় না। সেই জন্য সাধক সেই আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সর্ব্বক্ষণ যোজিত আত্মা হইয়া অবাধে যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া তাঁহাকে আত্মাতে দেখিতে ইচ্ছুক হয়। দেবপ্রসাদে আত্মপ্রভাবে তাঁহাকে হৃদয়-কন্দরে প্রাপ্ত হওতঃ পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। এই অবস্থাই মুক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ইহাকেই সাযুজ্য মুক্তি কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারূপ্য মুক্তি

মনুষ্য যেরূপ সংসর্গে অবস্থান করে, তাহার সেই প্রকার প্রকৃতি লাভ হয়। বিদ্বান্ লোকের সহবাসে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, সাধুসঙ্গে সাধুভাব বর্দ্ধিত হয়, ধার্ম্মিকের নিকট অবস্থান করিলে, ভগবৎপ্রেমে উজ্জ্বল হইয়া উঠে,—সৎকার্য্য—কর্ম্মকার্য্য সাধনে ইচ্ছা হয়। মনুষ্য যেরূপ আদর্শের নিকটে থাকে, তাহার স্বভাব প্রকৃতি স্বভাবতঃই সেইরূপে সহ-রচিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্র, আত্মা, অনন্ত উন্নত পবিত্র আদর্শ পরমেশ্বরকে হৃদয়কন্দরে অনিমেষ জ্ঞান নয়নে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করে। অহর্নিশি যাঁহার পবিত্র সহবাসে অবস্থান করে, প্রকৃতির নিয়মে জবাকুসুম সন্নিহিত স্ফটিকের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের প্রতিবিম্বতা প্রাপ্ত হইবেই। সমুদায় আত্মার সহিত পরব্রহ্মের—সত্য সুন্দর মহান্ মঙ্গলস্বরূপের অনুকরণ ও অনুসরণ করার নামই সারূপ্য মুক্তি।

নির্ব্বাণ মুক্তি

আত্মা মুক্তির তৃতীয় অবস্থাতে উত্থিত হইয়া, ঈশ্বরের স্নেহ, করুণা ও মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহার উন্নতির শেষ হয় না। সেই মুক্ত আত্মা, ঈশ্বরের উদার মঙ্গলস্বরূপের অনুকরণ করিলেও তাহার হৃদয়ে অহংজ্ঞান দীপ্তি পাইতে পারে। আমি হর্ত্তা, কর্ত্তা, দাতা, পালয়িতা; আমি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ইত্যাকার অহংজ্ঞান ও অভিমান এবং দম্ভ, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকাই নির্ব্বাণমুক্তির লক্ষণ। যখন জীব ধনমদ, দেহমদ, রাজ্যমদ, বিদ্যামদ, অভিমান এই কয়টী অতিক্রম করেন এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরব্রহ্মে সমর্পণ করেন, তখনই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাহার আর প্রচ্যুতি হয় না। ইহাই অধোলোকে আত্মোন্নতির চরম সীমা। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি।

আত্মার লোকেতে ব্রহ্মদর্শনই সালোক্য মুক্তি। সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হইয়া আত্মাতে ব্রহ্মদর্শনই সাযুজ্য মুক্তি। ভাবের সহিত ব্রহ্মদর্শন সারূপ্য মুক্তি। দেশ, কাল, ভাব ও কার্য্যের সহিত অচ্ছেদ্যযোগজনিত ব্রহ্মলাভই নির্ব্বাণ মুক্তি।

শাস্ত্রমতে মুক্তি

"এই ভূমণ্ডলে সকলেই ত্রিবিধ তাপজন্য-দুঃখে দুঃখিত; এমন কোন সংসারী ব্যক্তি নাই যে, ঐ তাপত্রয়ে তাপিত না হয়। এখন ত্রিবিধ দুঃখ কি প্রকার, তাহা দেখিতে হইবে। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ;—(১) শারীর, (২) মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদিরোগজন্য যে দুঃখ, তাহাকে শারীর, আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিবাদ ও প্রিয়বস্তুর অদর্শনাদিজন্য যে দুঃখ, তাহাকে মানস দুঃখ কহে। পশুপক্ষ্যাদি দ্বারা যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। গ্রহাদিনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি। এই মুক্তির অপর নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইলে, মানবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। যেমন প্রবল সমীরণ প্রবাহিত হইলে, দীপশিখা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানসমীরণ সঞ্চারিত হইলে প্রাণরূপ দীপশিখা ব্রহ্মরূপ তেজে বিলীন হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদ্বারা বীজ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মরূপ বীজকে আক্রমণ করিতে পারিলে তাহা হইতে আর দেহোৎপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে না। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মই দেহোৎপত্তির একমাত্র কারণ; অর্থাৎ যতদিন আমাদের কর্ম্ম থাকিবে, ততদিন আমাদিগের জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। এক্ষণে সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সোপান। জ্ঞানসম্বন্ধে গীতায় কথিত আছে যে,—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

শ্লোকগুলির অর্থ—হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। মুমুক্ষুব্যক্তি কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করে। শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরূপদেশ দ্বারা আস্তিক্য-বুদ্ধিশালী, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অতিশীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন। মুক্তি-সম্বন্ধে মনুসংহিতায় উক্ত আছে যে,—

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্
খং খং নিবেশয়েৎ খেষু বেষ্টনস্পর্শনেঽনিলম্।
পরিদৃষ্টং পরং তেজঃ দেহেঽপো গাঞ্চ মূর্ত্তিষু ॥
মনসীন্দুর্দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং চিত্রমুৎসর্গে সৃজনে চ প্রজাপতিম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাশিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তৎ পুরুষং পরম্॥

ইহার অর্থ এই—আত্মাই সমুদায় দেবতা, আত্মাতেই সমস্ত অবস্থিত, আত্মাই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ সংঘটন করিতেছেন। অগ্রে দেহাকাশ বাহ্যাকাশে, চেষ্টাস্পর্শের কারণ দৈহিক বায়ুতে বাহ্যবায়ু, অন্নপাককারী ও চক্ষুর তেজে বাহ্য তেজ, দেহস্থ জলে বাহ্য জল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্য পার্থিবমূর্ত্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক্, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি, পায়ু ইন্দ্রিয়ে প্রজাপতি সন্নিবেশিত করিয়া, উহাদের একত্ব সাধন করিবে। পশ্চাৎ সকলের শাস্তা, অণু হইতে অণু, প্রকাশ-স্বরূপ স্বপ্নধীগম্য সেই পরমপুরুষকে ধ্যান করিবে এবং এই প্রকারে মোক্ষলাভ হইবে।

মুক্তি চারিপ্রকার, যথা—(১) নির্ব্বাণ, (২) সাযুজ্য, (৩) সারূপ্য, (৪) সালোক্য। নির্ব্বাণমুক্তিপ্রভাবে মানব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়। সাযুজ্য মুক্তিবলে ঈশ্বরের যুজ্যতা লাভ করা যাইতে পারে। সারূপ্য মুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সালোক্য মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সমলোকে বাস হইয়া থাকে।

এই চারি প্রকার মুক্তি মধ্যে নির্ব্বাণ ব্যতীত অপর ত্রিবিধ মুক্তি কর্ম্মফলে লাভ করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নির্ব্বাণমুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবগণের দুঃখ ত্রিবিধ এবং সেই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ (মুক্তি)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, পুরুষার্থ কাহাকে বলে? পুরুষ যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই পুরুষার্থ; অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়মাত্রই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দ্বিবিধ;—(১) পরমপুরুষার্থ (২) সামান্য পুরুষার্থ। পরম পদার্থ লাভ করিবার যে বাসনা তাহাকে পরমপুরুষার্থ, আর সামান্যাকারে দুঃখনিবৃত্তির যে বাসনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে সামান্তপুরুষার্থ কহে। লৌকিক উপায় দ্বারা আমাদের দুঃখ সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি হয় না; যেহেতু, একটীর নিবৃত্ত হইতে না হইতে অপর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন প্রকার দুঃখের সম্ভাবনা নাই। যতদিন আমাদের মুক্তি না হইবে, ততদিন আমাদিগকে ত্রিবিধ তাপে তাপিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তি হইবে? স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমসঙ্গত ধর্ম্মপালন, অদৃষ্ট দ্বারা সত্বগুণের বৃদ্ধি। আলস্যে কর্ম্মত্যাগ,—তামসভাবের পোষক। কাম্য শুভকর্ম্ম তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শুভকাম্যকর্ম্মফলে শুভাদৃষ্টে সত্ত্ববৃদ্ধি হইলে, মানব অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ অধিকারী হয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীর ফলাফল পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, আত্মযোগ বা পরমাত্মযোগ হেতু ভগবানে ভক্ত হয়, এই আত্মযোগ ও পরমাত্মযোগের ফল আত্মদর্শন। তাহার পর অবিদ্যানিবৃত্তি বা সংসারের অবসান, অবিদ্যানিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হয়। যতদিন অবিদ্যানিবৃত্তি না হইবে, ততদিন মানবকে সংসারে পুনরাগমন করিয়া, অশেষ দুঃখভোগ করিতেই হইবে। জ্ঞান হইলে আর ভবরোগের ভয় নাই। জ্ঞানই ভবরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না। তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে এবং সেই ফলভোগের জন্য মানবকে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে কর্ম্মরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সুতরাং মুক্তিলাভ হয়। যিনি কর্ম্মফলে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্‌ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি অভিলাষ ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা পরিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। যিনি অপ্রার্থিতোপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরাগ্যশূন্য এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মরূপ সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হন না। যিনি কামনাশূন্য ও রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যজ্ঞে পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি যথার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্রুবাদি পাত্রসকল ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম এবং যিনি হোতা তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার একাগ্রচিত্ততা জন্মিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যজ্ঞহীন ব্যক্তি পরলোকের কথা ত নাইই, ইহলোকও প্রাপ্ত হন না। দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কারণ, ফলের সহিত সমুদায় কর্ম্ম মনের অন্তর্ভূত আছে। যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে হইবে না। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমুদায়কে ভস্মে পরিণত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেবল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতদিন পাপপুণ্য থাকিবে, ততদিন জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞান দ্বারা পাপপুণ্য লোপ করিতে পারিলে আর জন্ম হইবে না। জ্ঞান কি প্রকারে হয়? প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার পর চিত্তশুদ্ধি। পরিশেষে জ্ঞান-বিকাশ।

প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়। মুক্তি কাহার? প্রকৃতি না পুরুষের? এ মুক্তি জীবাত্মার। পুরুষ মুক্তস্বভাব। তিনি নিত্য, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, চৈতন্য-স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখদুঃখাদি-শূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীনপদবাচ্য। ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোনই কার্য্য করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য। বস্তুতঃ সুখদুঃখাদি কর্ত্তৃত্ব আত্মার নাই, সুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম। সুখকর বা দুঃখকর কিছুই অনু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গত নাই। যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ হইয়া উঠে; অতএব সুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম।

আর যেমন নির্ব্ব্যাপার অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে জড়াত্মক লৌহের ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ-সন্নিধানে জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগন্নির্ম্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এবং যেরূপ স্বামী কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা স্ত্রী আর স্বামীর নিকট যায় না, তাহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হন, আর তাঁহার সংসারসৃষ্টি করেন না। অথবা যেমন নর্ত্তকী নৃত্য-প্রদর্শন-রূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দর্শাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। যেমন—পঙ্গু বা অন্ধ একাকী অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে না, কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে স্বকীয় স্কন্ধে আরোপণপুরঃসর তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তবে উভয়েই অভিলষিত সম্পাদনে সমর্থ হয়, এজন্য ঐ উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগে (অর্থাৎ পুরুষ কর্ত্তৃক অভেদে দৃষ্ট হইয়াই) তাহার সংসারসৃষ্টি করেন, এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, আর পুরুষও প্রকৃতিগত সুখ দুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া, তাহা নিবারণ করিবার জন্য মুক্তি প্রার্থনা করেন। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্যতাখ্যাতি (অর্থাৎ ভেদজ্ঞানস্বরূপ) তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে জন্মে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়, প্রকৃতি ব্যতীত সম্ভবে না, এজন্য পুরুষও প্রকৃতি-সাপেক্ষ; অতএব সিদ্ধ হইল যে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর-সাপেক্ষ। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ। ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা-বশতঃই জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়ান্তর নাই। বিবেকখ্যাতি শব্দে প্রকৃতি প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে পুরুষ পৃথক্ ভূত, অপৃথক্ নহে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝায়। যেমন ধন হইলে আর নির্ধনতাস্বরূপ দৈন্য থাকে না, সেইরূপ অবিদ্যাবিরোধী বিবেকখ্যাতি যাহার চিত্ত-ভূমিতে পদার্পণ করে, তাহার চিত্ত হইতে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা দূরে পলায়ন করে; ইহার অনুরূপ উদাহরণ সিংহ দেখিয়া হস্তীর পলায়ন। যেরূপ মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য শরাবাদিও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ বিনষ্ট হইবে এবং প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য সংসারও এককালে বিনিবৃত্ত হইবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? এইরূপে বিবেকখ্যাতি দ্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের কৈবল্য হয়। যেমন জবাসন্নিধানে তৎপ্রতিবিম্বে স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্ত বলিয়া বোধ হয়, জবার অসন্নিধানে কখনই স্ফটিক রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, প্রত্যুত তাহার স্বাভাবিক শুভ্রতারই অনুভব হয়, সেইরূপ পুরুষ নির্লেপ ও স্বচ্ছ, সংসারদশাতেই চিন্তা ও সুখদুঃখাদির আভাসমাত্রে "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি অভিমানে লিপ্ত হন, সংসারনিবৃত্ত হইলে আর ঐ অভিমান জন্মে না; তৎকালে পুরুষের স্বাভাবিক চিন্মাত্র-স্বরূপ কেবলরূপতাই থাকে। ঐ কেবলরূপতাকেই কৈবল্য ও মুক্তি কহে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? যেমন বৃক্ষের উদ্দেশ্য ফল, সেইরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোক্ষ। প্রকৃতি হইতে পুরুষের যতদিন বিভিন্নতা না হয়, ততদিন মুক্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। যত-দিন প্রকৃতির অধীন থাকিব, ততদিন আমাদের কর্ম্ম থাকিবে, কাযেই মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব জ্ঞানী হও, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হইবে। জ্ঞানই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গীতায় উক্ত আছে—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্মুক্ত পুরুষের

মূলাধারস্থিত সুষুম্নার মুখ, যাহাকে ব্রহ্মদ্বার বলা যায়, সেই দ্বার-মুখাবরোধিনী যে কুণ্ডলিনী শক্তি, তাহাকে যোগসাধন দ্বারা চৈতন্য করতঃ প্রসন্নতানুসারে ব্রহ্মপথ মুক্ত করিয়া, অন্তঃস্থ প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুকে কুম্ভক দ্বারা ব্রহ্মমার্গে গমনাগমন-করণে সমর্থ হইলে এবং হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করিতে পারিলেই, পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই যোগী, সেই সাধক সর্ব্বলোক-পূজিত হইয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা বেদান্ত-শাস্ত্রের অবলম্বনে সাক্ষাৎ স্বরূপ জীবকে অবিনশ্বর জানিয়া, মনকে নিরালম্বকরতঃ নিঃসংশয় হইয়া সেই মহাগুণ-চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি সম্পূর্ণ বিষয়ী হইলেও বিগতস্পৃহ হইয়া, মনকে বৃত্তিহীন-করতঃ স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মবৎ জ্ঞান পাইয়া, অহং আদি নাম ব্যবহার করেন না অর্থাৎ জগৎকে আত্ম-রূপ দেখেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমকরতঃ সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া, নির্লিপ্ত বিষয়ে সুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন এবং সমস্ত ইতরালাপবিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং এক অদ্বৈতজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়েন।

যোগসিদ্ধিলাভের অধিকারিভেদ

যোগী হওয়া বা যোগে সিদ্ধি লাভ করা অনেকটা দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যোগারূঢ় ব্যক্তি কেহ বা অল্পকালে, কেহ বা অধিককালে, কেহ বা অতিদীর্ঘকালে যোগফল দেখিতে পান। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, মৃদু অধিকারী দীর্ঘ কালে, মধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে এবং অধিমাত্র অধিকারী অতি অল্পকালেই সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত, বৃদ্ধ, যাহাদের ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই, যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া কোন পুণ্যতম স্থানে থাকিতে পারে না, স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, নিরুৎসাহী, তাহারা যোগ সম্পত্তির মৃদু অধিকারী। এরূপ ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসরেও কোন একটী যোগাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ।

যাহারা বীর্য্যবান্ কিন্তু অতি প্রৌঢ় নহে, উৎসাহী, ক্ষমাশীল, যাহাদের মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও মহান্, যাহারা একস্থানে সুস্থির থাকিতে পারে অর্থাৎ অচঞ্চল-স্বভাব, অরোগী, স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত, সর্ব্বদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আছে, এরূপ ব্যক্তিকে মধ্যম অধিকারী বলিয়া জানিবে। ইহারা ছয় কি আট বৎসরের মধ্যে যোগের কোন এক অবস্থা লাভ করিতে পারে।

যাঁহাদের অত্যন্ত বল আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুদৃঢ়; যাঁহাদের মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ; যাঁহাদের উৎসাহ অধিক, স্বভাব শান্ত, করুণা সার্ব্বভৌমিক; যাঁহারা লক্ষণ-সম্পন্ন, যোগশাস্ত্র অভ্যস্ত, সুস্থ, নির্ব্বিকার, সবল, সুস্বভাবযুক্ত, সাহসিক; যাঁহারা যোগীর কুলে বা বিদ্বানের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ অধিমাত্র অধিকারী তিন বৎসরের মধ্যে নিশ্চিত কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন।

অমৃতসিদ্ধিনামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি

গৃহাশ্রমে থাকিয়া প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা, অনন্তর ক্রোধজয়, তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হইয়া, তৎসঙ্গে গুরু ও পিতার সেবায় রত থাকিবে; পরে কোন জ্ঞানীর বা যোগীর নিকট যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানও করিতে শিখিবে। যখন দেখিবে যে, শরীর ও মন প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। পরে কোন এক ফলমূলাদিযুক্ত নিরুপদ্রব স্থানে গমন করিয়া তথাকার কোন এক শুচি, নাতিউচ্চ নাতিনিম্ন স্থানে, অথবা নদীসমীপস্থ বা অরণ্যান্তর্গত মনোরম প্রদেশে একটী কুটীর প্রস্তুত করিবে। কুটীর সুপরিষ্কৃত ও গোময়লিপ্ত থাকিবে। তথায় কুশ কিম্বা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি সিদ্ধ কিম্বা পদ্মাসন বদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট হইবে। অনন্তর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে কিম্বা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় হইয়া, গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক সমান রাখিতে হইবে; যেন নত, আনত অথবা তির্য্যক্‌নত অর্থাৎ বক্র না হয়। মুখ বিবৃত না থাকে এবং শরীর নিশ্চল রাখিবে। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে ধৃত থাকে। এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান অথবা ধারণাদি অভ্যাস করিবে।

পাতঞ্জলদর্শন ও যাজ্ঞবল্ক্যীয় যোগসংহিতা দ্রষ্টব্য।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থের বিধান অনুসারে অগ্রে কোমল কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্রাচ্ছাদনকরতঃ উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে, তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে, রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত্র ধ্যানের অত্যুত্তম কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ঘেরণ্ডসংহিতা দ্রষ্টব্য।

নন্দিকেশ্বর পুরাণে লিখিত আছে যে, যোগমন্দির সুসজ্জিত ও মনোরম করিয়া প্রস্তুত করিবে। তাহা সৌগন্ধামোদিত, ধূপাদি দ্বারা সুরভীকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মঠের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুচিত্র করিবে। যোগ মন্দির বা মঠ সর্ব্বপ্রকারেই রমণীয় হইবে, কিন্তু উহার পথ অতি গুপ্ত থাকা আবশ্যক।

আহার

যোগাভ্যাসকালে আহা রনিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তৎকালে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে এবং কোন্ দ্রব্যই বা বর্জ্জন করিবে, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে, যথা,—

শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, পটোল, কাঁকুড়, ফুটী, রম্ভা, কাঁচকলা, মোচা, ডুমুর, থোড়, মূলা, আলু, ঝিঙে, কচি কচি শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুচিনি, নারিকেল, বেদানা, কিস্‌মিস্, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বুল, হরীতকী ইত্যাদি, এই সকল দ্রব্যই যোগীদিগের ভক্ষ্য; যেহেতু এই সকল দ্রব্য লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ, ধাতু-পোষক ও মন প্রফুল্লকারক। এইরূপ আহারের নাম পথ্যাহার। দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধেয়।

শুদ্ধ অর্থাৎ সুপরিষ্কৃত, মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতসিক্ত বা অতীব এরূপ অন্নব্যঞ্জন উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া, তাহার অর্দ্ধভাগ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ও একভাগ জল কি দুগ্ধাদি তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূরণ করিবে। অন্য একভাগ বায়ু সঞ্চারণের জন্য খালি রাখিবে। নিত্য নিত্য ঐরূপ আহার করার নাম মিতাহার।

শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া ও সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে মেধ্যাহার বলিয়া গণ্য হয়।

যোগাভ্যাসকালে মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ নিষেধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্জ্জনীয় আহার

অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ, কটুদ্রব্য বর্জ্জন করা উচিত। অধিক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলমর্দ্দন, ঝালদ্রব্য ভক্ষণ, পরদ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যা আচার ও ব্যবহার, মুগ্ধতা, প্রাণি-পীড়ন, পর-স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নি-সেবন, বাচালতা, অত্যাসক্তি, অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন এই সমস্তই যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য।

ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজাদ্রব্য, দধি, ঘোল, অধিক পরিমাণে শাকভোজন, মদ্য, তাল, মসুর, পলাণ্ডু, কুমড়া, শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, পাকাবেল, নেবু, লশুন, হিঙ, অতি উষ্ণ পর্য্যুসিত দ্রব্য, অতি শীতল, অতি উগ্র অর্থাৎ তীক্ষ্ণ খাদ্য, যোগী এই সমস্তই বর্জ্জন করিবেন।

যোগাভ্যাসকালে, যোগী প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস ও অন্যান্য প্রকার কায়ক্লেশ, একাহার ও অল্পাহার করিবেন না।

যোগসিদ্ধির উপায়

আমি বিষয়াসক্ত চিত্তকে নিরুদ্ধ করিব, এইরূপ উদ্যম ও সাহসসহকারে যোগকার্য্যে প্রবৃত্তি। ধৈর্য্য, অর্থাৎ শীঘ্র হইল না বলিয়া কার্য্য ত্যাগ না করিয়া যাবজ্জীবন কার্য্য করিব এইরূপ অধ্যবসায়। তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ বিষয় সকল মৃগতৃষ্ণিকাজলবৎ অনিত্য, কেবল ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ জ্ঞান। নিশ্চয়, অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এবং যোগাভ্যাসের প্রতিকূল বহুজনসমাগম পরিত্যাগ, এই সকল কারণে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

অরিষ্ট

মরণের পূর্ব্বে মনুষ্যের ধীরে ধীরে স্বভাবপ্রচ্যুতি হইতে থাকে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ শারীরিক ও মানসিক বিকার উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে সকল বিকার (মরণ লক্ষণ) আমরা বুঝিতে পারি না, যোগিগণ তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। মরণের পূর্ব্বলক্ষণ-গুলিই এস্থলে অরিষ্ট শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

অরিষ্ট তিন প্রকার,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈহিক ও মানসিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন বা ব্যভিচারঘটিত অরিষ্টগুলি আধ্যাত্মিক, ভূত অর্থাৎ অমানুষ-সত্বসন্দর্শনাদিঘটিত অরিষ্টগুলি আধি-দৈবিক নামে খ্যাত।

কাণ চাপিয়া রাখিলে যদি শরীরান্তর্গত প্রাণনির্ঘোষ শুনা না যায়, তাহা হইলে তাহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। অকস্মাৎ যদি অত্যন্ত বিকট জীব অর্থাৎ যমদূতাদি সন্দর্শন হয়, তাহা হইলে তাহা আধিভৌতিক অরিষ্ট এবং ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হইলে, তাহা আধিদৈবিক অরিষ্ট বলিয়া জানিবেন। অরিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই জানা আবশ্যক। যাঁহারা যোগবিষয়ে সুসিদ্ধ হইয়াছেন, অরিষ্ট জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা সহজেই কালবঞ্চনা সমাধা করিতে পারেন। যাঁহারা যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, অরিষ্ট দর্শন হইলে তাঁহারাও মৃত্যু নিকট জানিয়া যোগারূঢ় হইতে পারেন এবং যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে তাঁহারা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারেন। যাঁহারা যোগী নন, অরিষ্ট জ্ঞান থাকিলে তাঁহারা কবে ও কখন মরণ হইবে, তাহা জানিয়া অস্থির হন না, অধিক যাতনা অনুভবও করেন না। অনেক প্রকার অরিষ্ট আছে, বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিয়া লিখিতে পারিলাম না।

কালবঞ্চনা

অরিষ্টজ্ঞ যোগী আপনার মৃত্যু বা দেহপাতের কাল জানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন। জ্ঞানিবামাত্রই তাঁহারা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। ইচ্ছা-পূর্ব্বক বা যোগবলে দেহ ত্যাগ করার নাম কালবঞ্চনা।

যোগচিন্তামণি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

লয়যোগ

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা লয়যোগের প্রথম সাধক। তাঁহারা শরীরস্থ নবচক্রে (নাড়ী গ্রন্থি স্থানে) চিত্ত লয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন, এজন্য উহা "লয়যোগ" নামে খ্যাত।

এই লয়যোগের মূলভিত্তি শক্তিদ্বয়ের পরিচালন-পূর্ব্বক মধ্যশক্তি নামক শক্তি-বিশেষকে উদ্বোধিত করা। লয়যোগীরা বলেন যে, প্রত্যেক মানব-দেহে তিন প্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম ঊর্দ্ধশক্তি, আর একটীর নাম অধঃশক্তি এবং অন্যটীর নাম মধ্যশক্তি। এতন্মধ্যে ঊর্দ্ধশক্তি নিপাতন দ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ বা উদ্বুদ্ধ করিলে, তাহা হইতে যে সাত্ত্বিক প্রবাহের বা সাত্ত্বিক আনন্দের প্রাচুর্য্য হয়, লয়যোগীরা তাহারই প্রভাবে ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষ লাভ করেন। এই যোগে আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি কয়েকটী উৎকৃষ্ট অঙ্গ অভ্যস্ত না করিলেও ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন ও অধঃশক্তির সঙ্কোচ ধ্যান বলেই সাধিত হয়, তাহার প্রক্রিয়া সদ্গুরূপদেশগম্য।

রাজযোগ

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা ইহার প্রথম সাধক। মন ও শরীরবায়ু স্থির বা নিশ্চল করাই ইহার প্রধান অঙ্গ। কাযে কাযেই ইহাতে প্রাণায়ামের অপেক্ষা আছে। প্রাণায়াম ব্যতীত অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শ্বাসবায়ুর স্থিরতা হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠযোগ *

গোরক্ষনামক একজন যোগী ও মার্কণ্ডেয় নামক অন্য একজন ঋষি হঠযোগের প্রথম অনুষ্ঠাতা। গোরক্ষমুনি যে প্রকারে হঠযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয়নামক ঋষি সেরূপ করিয়া সিদ্ধ হন নাই। তিনি অন্য এক সুপন্থা উদ্ভাবন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্যই হঠযোগটী দুই প্রকার।

গোরক্ষমুনির মতে যোগাঙ্গ ৬টী, কিন্তু মার্কণ্ডেয় ঋষির মতে ৮টী। পতঞ্জলি আট অঙ্গের কথাই বলিয়াছেন।

* গোরক্ষ সংহিতা, পাতঞ্জল দর্শন ও হঠযোগ-প্রদীপিকা দ্রষ্টব্য।

গোরক্ষ মতের ৬ অঙ্গ এই যথা,—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্ ॥"

মন্ত্রযোগ

প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মনোলয় উপস্থিত হয়, তাহার নাম মন্ত্রযোগ। দেবতা আরাধনা করিতে করিতে মনোলয় হইলে, তাহাও মন্ত্রযোগ। ভৃগু, কশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি ইহার উপদেষ্টা।

মন্ত্রযোগের ইতিকর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠানপ্রকার ও ফলাফল মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীভগবদ্গীতা

যোগানুষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকায়, উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্ব্বিধ প্রধান যোগের অনেক নাম আছে। সে সকল নাম ও প্রভেদ ভগবদ্গীতা গ্রন্থে আছে।

আচার্য্য

গুরূপদিষ্ট নিয়মানুসারে যোগ অভ্যাস করিবে। যোগবীজশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহার বায়ু-বিজয় সিদ্ধ হইয়াছে, সেই গুরুর সেবা করিবে; কারণ, সেই গুরুর প্রসাদেই যোগিগণ প্রাণ জয় করিতে পারেন। রাজযোগে লিখিত আছে যে, সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে কেহ বেদান্ত বাক্য, তার্কিক যুক্তি, আগম শাস্ত্র, অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্র ও ধ্যানাদি জ্ঞাত হইয়া, চিন্তামণি পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট যোগসাধনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া, যথোক্ত নিয়মে কার্য্য করিলে, যোগসিদ্ধ হইয়া নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে।

রাজযোগ

যোগাগ্নি সাধকের হৃদয়-পিঞ্জরকে দগ্ধ দ্বারা বিশুদ্ধ করে এবং শুদ্ধি হইলে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞান যোগীর মুক্তিপথের সহায়। যাঁহাতে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই বিরাজমান, ভগবান তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যাঁহারা প্রত্যহ দুই তিনবার অথবা সদাসর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে। যোগ দুই প্রকার; যথা—অভাব ও মহাযোগ। আত্মাকে শূন্য ও সর্ব্ব প্রকার গুণবিরহিত-রূপে চিন্তা করাকে অভাবযোগ বলে, আর যদ্দ্বারা আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে মহা-যোগ বলে। সাধক এই উভয় প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আমরা অন্যান্য যে সমস্ত যোগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত যোগ এই ব্রহ্ম যোগের অন্তর্গত; যে ব্রহ্ম-যোগে যোগী আপনাকে ও সমুদায় জগৎকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ অবলোকন করেন। ইহা সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাজ-যোগেও যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই কয়েকটী বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে। তন্মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম বলে। এই যম হইতে মন, চিত্ত প্রভৃতি সমুদয় শুদ্ধ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণীকে হিংসা না করা অথবা কাহাকেও কষ্ট না দেওয়াকে অহিংসা বলে। অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব আচরণ করা অপেক্ষা মানবের উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্য, ইহা দ্বারা আমরা প্রকৃত কার্য্য করিবার শক্তিলাভ করি। সত্য হইতে সমুদয় হয় ও সত্যে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথাদৃষ্ট প্রকৃত ঘটনাবলী বিবৃত করার নামই সত্য। চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা বা বলপূর্ব্বক অপরের দ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সকল অবস্থায় মৈথুনবর্জ্জনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। অতি দুঃখ ও কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপকার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ কহে। যখন কোন ব্যক্তি অপরের নিকট কোন উপকার গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে বলে, তখন তাঁহার হৃদয় অপবিত্র হয় ও তিনি হীন হইয়া যান এবং নিজের স্বাধীনতা বিস্মৃত হওত বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়েন। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি অতিশয় আবশ্যক; নিয়ম —নিয়মিত অভ্যাস ও ক্রিয়া করার নাম নিয়ম; তপঃ—কৃচ্ছ্র ব্রতের নাম তপস্যা; স্বাধ্যায়—অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ; সন্তোষ—সর্ব্বাবস্থায় তৃপ্তি; শৌচ—পবিত্রতা; ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরের উপাসনা; উপবাসাদি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যবিধ উপায়ে দেহ সংযমকে শারীরিক তপস্যা কহে। ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ,—ভগবানের স্তব, ভগবৎস্মরণ ও ভগবদ্ভক্তি।

বেদাদি-পাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যদ্দ্বারা সত্ত্ব- শুদ্ধি হয়, তাহাকে স্বাধ্যায় কহে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম, যথা—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অথবা বহিঃশ্রাব্য জপ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জপ। যে জপ উচ্চৈঃস্বরে করা হয় ও যাহা সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে বাচিক বলে। যে জপে কেবল অল্প মুখ নড়ে, অথচ নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু বলে। আর যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে মানসিক জপ কহে। ইহাই উচ্চ অঙ্গের জপ। শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা জল এবং অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা যে শরীর শুদ্ধ করা হয়, তাহাকে বাহ্য-শৌচ বলে, যথা স্নানাদি। আর সত্য ও অন্যান্য ধর্ম্মাদি দ্বারা মনের শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়বিধই আবশ্যক। কেবল ভিতর শুচি থাকিয়া বাহ্যিক অশুচি থাকিলে শৌচ সম্পূর্ণ হইল না। যখন উভয়বিধ শৌচ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল অভ্যন্তরে শৌচ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু উভয় প্রকার শৌচ যোগীদিগের আবশ্যক।

যম নিয়মাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রাণ অর্থে নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনী শক্তি ও যম অর্থে উহার সংযম। প্রাণায়াম তিন প্রকার, অধম, মধ্যম ও উত্তম। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা,—পূরক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে অধম প্রাণায়াম কহে। ২৪ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণে গত হইলে মধ্যম প্রাণা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য়াম এবং ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম কহে। যে প্রাণায়ামে প্রথমে ঘর্ম্ম, পরে কম্পন, অনন্তর আসন হইতে উত্থান হয় ও অবশেষে আত্মা পরমানন্দময় পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম। গায়ত্রী,—বেদের পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থ—আমরা এই জগতের সবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান-বিকাশ করিয়া দিন। এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত থাকে। একটী প্রাণায়ামের সময় এই গায়ত্রী তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া লিখিত আছে, যথা—রেচক,—বাহিরে শ্বাস ত্যাগ; পূরক—শ্বাস গ্রহণ ও কুম্ভক,—অর্থাৎ ভিতরে ধারণা করা। অনুভব-শক্তি-যুক্ত ইন্দ্রিয়গণ ক্রমাগত বহির্ম্মুখী হইয়া কার্য্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে রহিয়াছে, ঐ সমস্তকে আমাদের নিজের অধীনে আনয়ন করাকে প্রত্যাহার বলে। আপনার দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করাকেই প্রত্যাহার বলে।

হৃদয়-পদ্মে অথবা ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্য-দেশে মনকে স্থির করাকে ধারণা বলে। যখন মন একস্থান সংলগ্ন থাকে ও সেই একমাত্র স্থানটীকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করতঃ তখন যদি বৃত্তি-প্রবাহগুলি অন্য বৃত্তিপ্রবাহ-গুলিকে স্পর্শ না করিয়া কেবল একটী মাত্র প্রবাহিত থাকিয়া, অপর সব গুলি অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে ধ্যান বলে। যখন এই অবলম্বনেরও কিছু প্রয়োজন থাকে না, এক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত থাকে, সেই এক প্রবাহের নাম সমাধি। তখন কোন বিশেষ স্থান অথবা চক্র-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, তখন কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেণ্ড ধারণা করা যায়, তাহাতে একটী ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বাদশগুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, একটী ধ্যান এবং এই ধ্যান ১২ গুণ হইলে, এক সমাধি হইয়া থাকে। পরে আসন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, শরীরকে বেশ স্বাধীনভাবে রাখা আবশ্যক; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ ও মস্তক যেন সরল-ভাবে থাকে।

কূর্ম্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।

যোগীচর্য্যা

সাধারণ ব্যক্তিরা আত্মতত্ত্বে নিদ্রিত এবং সংসারের প্রতি জাগ্রত, কিন্তু যোগীরা আত্মতত্ত্বেই জাগ্রত এবং সংসার-বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন।

যোগীরা যাহা তাহা পরিধান করেন, অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রের কোনরূপ পারিপাট্য নাই। উপযুক্ত খাদ্য মধ্যে যাহা অনায়াসলব্ধ, তাহাই আহার করেন, যে স্থানে সন্ধ্যা হয়, সেই স্থানই তাঁহাদের গৃহ।

যোগীরা মানেও সন্তুষ্ট হন না, অপমানেও রুষ্ট হন না, সর্ব্বত্রই সমদর্শী।

যোগীরা দৃষ্টিপূত করিয়া পদচালনা, বস্ত্রপূত জলপান, সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ এবং বুদ্ধিপূত করিয়া চিন্তা করেন।

তাঁহারা কোন প্রকার আসঙ্গ করেন না, কোন প্রকার পাপকার্য্য করেন না, জড়ের ন্যায় ও বোবার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

যোগবেত্তা যোগী অতিথিশালায় গিয়া অতিথি হয়েন না, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, উৎসব স্থানে গমন করেন না। গৃহস্থের পাকশালার অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা ভিক্ষার্থে গৃহস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য নিত্য যান না। যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করেন, তখন তাঁহারা অন্য কিছু ভিক্ষা করেন না, কেবল ফল, মূল, যবান্ন, তক্র, দুগ্ধ, শক্তু ইত্যাদি যোগীদিগের যাহা উপযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাদ্য, তাহাই ভিক্ষা করেন। যোগীরা যে প্রকার আচার ব্যবহার করিলে তাঁহাদিগকে কেহ অবমাননা না করে, সেই প্রকার আচার করতঃ বিচরণ করেন এবং কোন সধর্ম্মের প্রতি নিন্দাবাদ করেন না।

ব্রহ্মচর্য্য, অলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলতা, আহারলাঘব, শৌচ এই কয়েকটী যোগীদিগের নিয়মিতরূপে সেব্য। তাঁহারা কেবল কার্য্যসাধক জ্ঞানের উপাসনা করেন, অনেক জানিবার জন্য ব্যগ্র হন না। কেননা জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ বহু বস্তু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা যোগের বিঘ্নকারী হয়। জ্ঞান-তৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করিলে বহু কল্প অতীত হইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞতব্য জানিতে পারে না, প্রকৃত প্রাপ্তব্যও পায় না।

সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, জ্ঞানবান্, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি এইরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

যোগি-চিকিৎসা

যোগীর অজ্ঞতা বা অসাবধানতা প্রযুক্ত বাধির্য্য, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকতা এবং জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। তাহাদের সে সকল রোগ যে প্রকারে চিকিৎসিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। জ্বর ও দাহ হইলে ঘৃতসিক্ত ছাতু উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে এবং রোগস্থানে ধারণ করিবে। বাতগুল্ম হইলে তাহা নিবারণার্থ ঐরূপ করিবে এবং উদাবর্ত্ত রোগ হইলে, ঐরূপে দধি প্রয়োগ করিবে। কম্প হইলেও ঐ প্রকার করিবে, অধিকন্তু মহাশৈলের ধ্যান করিবে। বাক্যলোপ হইলে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবে। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্লফল আছে এরূপ ধ্যান করিবে। শরীরের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অঙ্গে যে যে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপকারী বস্তুর ধ্যান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ হইলে শীতের প্রতি চিত্তধারণ, শীতল হইলে উষ্ণের প্রতি মনোধারণা করা কর্ত্তব্য। স্মরণশক্তি লুপ্ত হইলে মস্তকোপরি একটা কাষ্ঠের কীলক রাখিয়া তদুপরি অন্য একখণ্ড কাষ্ঠের আঘাত করিবে।

এ প্রক্রিয়াগুলি যুক্ত যোগীদিগের জন্যই বিহিত, কিন্তু যাঁহারা প্রথম যোগী, কেবল যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রক্রিয়ার অধিকারী নহেন। অগ্নিধারণার্থ তাঁহাদের যোগচিন্তামণি গ্রন্থে সঙ্কলিত হঠযোগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। হঠযোগোক্ত কয়েকটী চিকিৎসাপ্রণালী ইতিপূর্ব্বে-কথিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেততত্ত্ব

জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দেহান্তে ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। ভূত, প্রেত এবং ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ব্যক্তি, মৃত ব্যক্তির আত্মা, ব্রহ্মদৈত্য ও যে কোন প্রেতাত্মা প্রভৃতিকে ইচ্ছানুসারে সকল লোকের সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারে এবং সেই আত্মার নিকট যে কোন প্রশ্ন করা যায়, তাহার সম্যক্ উত্তরও লাভ করা যাইতে পারে। আবার সেই সকল ভূতযোনি দ্বারা নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিমল আনন্দ ও কৌতূহল পূর্ণ করাও যাইতে পারে।

সাধক যদি একাগ্রমনে প্রেত-তত্ত্ব সাধনা করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতে পারেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি প্রথমে প্রেত-তত্ত্বে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প হওয়া আবশ্যক। চারি জনের কম ও দ্বাদশ জনের অধিক হওয়া উচিত নহে। স্ত্রী ও পুরুষ একত্রিত হইয়া কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে, উভয়ের সংখ্যা সমান হইলেই ভাল হয়। স্ত্রীলোক না থাকিলে যে সাধনা হয় না, এরূপ মনে করা উচিত নহে।

সকল প্রকার চরিত্রের লোকই যে সহজে ইহাতে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। যে সকল লোক অতি শান্তপ্রকৃতি, দাতা, সুশীল, সরলমতি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সৎস্বভাব এবং ধৈর্য্যশীল এবং পিশাচসিদ্ধে দৃঢ় বিশ্বাস অথচ পরস্পরে বিশ্বাস ও মিল থাকে, এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগণ প্রেতাত্মার সাধনায় ধ্যানপরায়ণ হইলে সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সাধক সকল একত্রিত হইয়া একটী স্থানে গোলাকারভাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিতপূর্ব্বক, কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্মরণ করিতে থাকিবে। চক্রে বসিবার সময় স্থির মনে উপাসনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সঙ্গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা উপাসনা করিয়া প্রবৃত্ত হইলেও চলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উপবেশনের পর, যথন মৃত ব্যক্তির আত্মা আবির্ভূত জানা যাইবে, তথন চক্রস্থিত কোন সভ্য যে যে বিষয় জানিতে মানস করিবেন, সেই সকল বিষয় প্রশ্ন করিলেই, সেই আবির্ভূত আত্মা হইতে উপযুক্ত উত্তর পাইতে পারিবেন। আর ইচ্ছা করিলে ঐ আত্মা নানাপ্রকার অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য প্রদর্শন করিবে। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলে, নিতান্ত যে অবিশ্বাসী, তাহারও মনে উহা ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সে ব্যক্তি দ্বারা প্রেত-তত্ত্ব হইতে পারে না। এ বিষয়ে যাহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর, বিদ্বেষী; এরূপ প্রকৃতির লোক কথনই প্রেত-তত্ত্বের চক্রের উপযুক্ত নহে। সুতরাং ঐরূপ স্বভাবের লোককে আদৌ স্থান না দেওয়াই ভাল।

যে সময় প্রেততত্ত্বের অনুষ্ঠান করা হয়, সে সময় যদি চক্রস্থিত কোন ব্যক্তি চক্র হইতে উঠিয়া যায় এবং সেই স্থানে যদি আবার নূতন লোক উপবেশন করে, তাহা হইলে সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব হইলে তাহা প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির প্রেততত্ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে এবং যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কার্য্য সাধনে একান্ত উপযোগী, এরূপ প্রকৃতির সাধকই প্রেততত্ত্বে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা চক্রস্থিত যে ব্যক্তির অন্তরে আবির্ভূত হয়, তাহাকে কৃতকার্য্য-সাধক কহিয়া থাকে। এই সাধকের বহু প্রকার লক্ষণ আছে, তৎসমুদায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

ঘা মারিবার সাধক, ভারি দ্রব্য উত্তোলন অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রাখিবার সাধক, লিখিবার সাধক, বাক্য উৎপাদন করার সাধক, বাদ্য করার সাধক, কম্পিত হইবার সাধক, নিদ্রাকারী সাধক, স্পর্শকারী সাধক, রূপধারী সাধক, রোগ আরোগ্য করিবার সাধক, চিত্রকারী সাধক, স্বপ্নদর্শী সাধক, অনবগত ভাষা লিখিবার ও কহিবার সাধক, দর্শনকারী সাধক, ভবিষ্যদ্বাদী সাধক, মনোবৃত্তিবর্ণনকারী সাধক, ভ্রমণকারী সাধক, আলোকদর্শনকারী সাধক, বার্ত্তাবহ সাধক ইত্যাদি।

ঘা মারিবার সাধক কোন প্রশ্ন করিলে চৌকীর পায়া উচ্চ করিয়া, ঘা মারিয়া উত্তর দান করিয়া থাকে।

ভারি দ্রব্য উত্তোলন অথবা স্থানান্তরিত করার সাধক। ইহাতে চৌকী কোন কারণ ব্যতীত চতুর্দ্দিকে নড়িতে নড়িতে যাহারা ঐ চৌকীর চারি-দিকে বসিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া দেয় এবং তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া, স্ব স্ব বসিবার স্থান হইতে উঠিয়া নীচে বসিয়া থাকে, কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কি কোন বস্তুকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া থাকে।

কাইৎ করিবার সাবক। ইহার আশ্রয়ে চৌকি নড়িয়া নড়িয়া কাইৎ হইয়া থাকে।

কাগজ কলম কিম্বা অন্য কোন উপকরণ দিলে, যে কোন ভাষায় প্রশ্ন হউক উত্তর লিখিয়া দেয়, তাহার নাম লিখিবার সাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য উৎপাদন করিবার সাধক। কোন যন্ত্রসহকারে কিম্বা তাহা ব্যতীত বাক্য কিম্বা আপন স্বর ব্যক্ত করা এই সাধকের কার্য্য।

বাদ্য করিবার সাধক। ইহার আশ্রয়ে কোন ঘরে একটী চৌকীর উপর তুরী, ঘণ্টা এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র রাখিয়া, চক্রস্থিত সভ্যগণের হস্ত ও পদ দৃঢ় রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক সেই গৃহের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিতে হয়। আলোক নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকারময় গৃহমধ্যে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র সকল বাজিতে থাকবে। কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, যন্ত্র সকল সভ্যগণের মস্তকোপরি শূন্যে ঘুরিয়া বাজিতে থাকে। সময় সময় আবার এরূপ দেখা যায় যে, বাদ্যযন্ত্র সাধকদিগের গাত্র স্পর্শ করিয়া বাজিতে থাকে। আর তুরী দ্বারা প্রেতাত্মা কথা কহে।

কম্পিত করিবার সাধক। এই সাধনা দ্বারা কখন কখন চক্রস্থ সাধক-দিগের শরীর কম্পিত, দূরে নিক্ষিপ্ত এবং কখন কখন বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

নিদ্রাবস্থায় সাধনা। এই সাধনা দ্বারা নিদ্রিত সাধকের দেহে প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া তাহার অভিপ্রেত বিষয় নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকাশ করায়।

স্পর্শকারী সাধনা। এই সাধনায় প্রেতাত্মা সাধকের দেহ আশ্রয় করিয়া হস্ত তুলিয়া অপর ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করে। হস্ত দ্বারা অন্য ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে।

রূপধারী সাধনা। মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত অবস্থায় যেরূপ ভাষা স্বর এবং মুখভঙ্গী ছিল, সেইরূপ ভাষা, স্বর এবং মুখভঙ্গী অবিকল বর্ণনা করিয়া থাকে।

আরোগ্যকারী সাধনা। এই সাধনায় রোগীকে ঔষধ প্রদান দ্বারা এবং হাত বুলাইয়া পীড়িত ব্যক্তির রোগ মুক্ত করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রকারী সাধনা। এই সাধনা দ্বারা জীবিত কিম্বা মৃত ব্যক্তির প্রতি-মূর্ত্তি চিত্র করিয়া দেখায়।

স্বপ্নদর্শী সাধনা। এই সাধনা দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় কোন প্রকার ভাবী ঘটনা জানা যায়, কিম্বা কোন প্রকার চিহ্ন দেখা যায়।

অজানিত ভাষা বলিবার ও লিখিবার সাধনা। এই সাধনা দ্বারা যে কোন প্রকার অজ্ঞাতভাষা লিখিতে ও বলিতে পারা যায়। প্রেতাত্মার আশ্রয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাষায় সমান অধিকার জন্মে, অর্থাৎ কিছুই অজানিত বোধ হয় না।

দর্শনকারী সাধনা। এই সাধনা দ্বারা মৃত ব্যক্তির রূপ এবং মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎসমুদায় অবিকল বর্ণন করা যায়।

মনোবৃত্তি-বর্ণনকারী সাধনা। দূরস্থিত ব্যক্তির হস্তাক্ষর কিম্বা কেশ দর্শন করিয়া সেই ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রাদি বর্ণন করা এই সাধনার কার্য্য।

ভ্রমণকারী সাধনা। এই সাধনা দ্বারা আত্মা কোন বিপদ পন্ন অথবা রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্যের নিমিত্ত অজ্ঞাতসারে নিকটস্থ কোন স্থানে গমন পূর্ব্বক চিকিৎসকদিগকে ডাকিয়া আনে।

আলোকদর্শী সাধনা। এই সাধনা দ্বারা মৃত অর্থাৎ পরলোক গত ব্যক্তির আত্মা আপন রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দেয় এবং এক প্রকার আলোক প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বার্ত্তাবহ সাধনা। দূরস্থিত ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়া একমনে তাহাকে চিন্তা করিলে সে আহুত হইয়া থাকে। ইহাই বার্ত্তাবহ সাধনা।

ভবিষ্যদ্‌বাদী সাধনা। ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা ঘটিব, এই সাধনার দ্বারা তৎসমুদয় অবগত হওয়া যায়। ভাবী ফলাফল জানিবার পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

পরিষ্কার দর্শনকারী সাধনা। দূরদেশস্থ অদৃশ্য স্থান সমূহে যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু আছে, তৎসমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হয় এবং যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা দেখা যায়। কোন ব্যক্তির রোগ ও ঔষধ নির্ণয় এবং মনুষ্যের শরীর-মধ্যে যে যে ব্যাপার হইতেছে, সেই সকল বিষয়ও জানা যায়।

প্রেততত্ত্বে সিদ্ধ হইলে এইরূপ বহুবিধ অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল অনায়াসেই সুসিদ্ধ করা যাইতে পারে। আত্মা অবিনশ্বর অর্থাৎ কিছুতেই তাহার মরণ কিম্বা ধ্বংশ নাই। আত্মা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকিবে। পক্ষী যেমন পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ আত্মা দেহরূপ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, দেহান্তে আবার সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে।

শুদ্ধমনে সাধনা করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব করা যাইতে পারে। ঐ আত্মার আবির্ভাব হইলে আবার নানাপ্রকার অভাবনীয় ঘটনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা সকল কিরূপ অবস্থায় থাকে, প্রেততত্ত্ব সাধনা দ্বারা তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। বাস্তবিক ইহা একটী অসাধারণ সুখের ব্যাপার। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু নিদারুণ শোকের ব্যাপার, কারণ আর তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে না। মৃত্যু দ্বারা চিরবিচ্ছিন্নভাব ঘটাইয়া দেয়। এইজন্য মৃত্যু মনুষ্যলোকে যারপর নাই বিষময়। কিন্তু প্রেততত্ত্ব সাধনা দ্বারা সেই শোক অনেক পরিমাণে শান্তি করিতে পারা যায়। ইহলোকে অবস্থিতি করিয়া পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের দর্শন এবং তাহাদিগের সহিত কথোপকথন একটী অসাধারণ আনন্দকর ঘটনা। এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের অমর আত্মা উপস্থিত হইয়া, স্ব স্ব অবস্থা প্রকাশ করিলে, তাহা কাহার না শুনিতে ইচ্ছা হয়?

মৃত ব্যক্তির আত্মা যে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিতি করে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আত্মা অমর। সাধনা দ্বারা সেই অমর আত্মার সহিত সাক্ষাৎ প্রেততত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য। সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি তাঁহার মৃত পূর্ব্ব পুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সাধনা করিলে, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আনন্দলাভে অধিকারী হইতে পারে।

দেহ ত্যাগ করিলেই যে আত্মার মুক্তি হইল, তাহা বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। মৃত্যুর পর যাহাতে সদ্গতি হয়, তজ্জন্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মা অতি পবিত্র শান্তিপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করে। পাপী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তির আত্মা অতি কদর্য্যভাবে শোচনীয় অবস্থায় যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা কখন কখন জীবিত ব্যক্তির আত্মা আশ্রয় করিয়া থাকে। পাপীর আত্মা আশ্রয় করিলে নানা প্রকার অশুভ জনক ও গর্হিত এবং অত্যাচারদায়ক ব্যবহার করে বলিয়া নরলোকের কষ্টকর হইয়া উঠে। এজন্য তাহার শান্ত করিতে দৈবকার্য্য করিতে হয়। দৈবকার্য্য ভিন্ন কখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। নানাবিধ মন্ত্র, নানাবিধ গ্রহশান্তি এবং নানাবিধ স্বস্ত্যয়ন দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। আবার এরূপও দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কোন সাধক বশীভূত করিয়া, নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া রাখে এবং ইচ্ছা হইলে সেই আত্মার যোগে বহুপ্রকার অলৌকিক কার্য্য দ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়া থাকে।

ভূত-প্রেত-সিদ্ধি সকল মনুষ্য দ্বারা হইতে পারে না এবং উহাতে সিদ্ধ হইবার উপায়ও স্বতন্ত্র প্রকার। প্রেতাত্মার আক্রমণে অনেক সময় অনেক প্রকার অপকার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাহা নিবারণ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তির প্রতি পিতৃগ্রহের আশ্রয় হয়, সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশের আস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ড ও জল প্রদান করিবে এবং সে প্রশান্তচিত্ত, মাংসলিপ্সু, তিল ও পায়সাভিলাষী হয়।

পিশাচগ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি ঊর্দ্ধহস্ত, কৃশ ও কঠোর হয় এবং নির্জ্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে এবং রোদন করিয়া থাকে।

পূর্ণিমা তিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে দানব, অষ্টমী তিথিতে গন্ধর্ব্ব, প্রতিপদ তিথিতে যক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমী তিথিতে ভুজঙ্গম, রাত্রিতে রাক্ষস ও চতুর্দ্দশীতে পিশাচ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যে প্রকার দর্পণাদিতে স্বচ্ছ পদার্থের ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্ণতা, সূর্য্যকান্তমণিতে সূর্য্য-কিরণ এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, সেইরূপ অলক্ষিতভাবে মনুষ্যশরীরে গ্রহভূতাদি প্রবেশ করে।

তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত, ধর্ম্ম, নিয়ম, সত্যবাদিতা এবং অষ্টবিধ গুণ এই সকল গ্রহদিগের নিত্য ধর্ম্ম। কোন কোন গ্রহের এই সমস্ত, কোন কোন গ্রহের বা অন্যান্য গুণ আছে। গ্রহদিগের প্রভাবানুসারে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

ভূত সকল মনুষ্যের সহিত বাস করে না, কিম্বা মনুষ্যশরীরে কখন আশ্রয় করে না; যাহারা অজ্ঞানতানিবন্ধন এরূপ বলিয়া থাকে, তাহারা ভূতবিদ্যা জানে না।

যে সকল গ্রহগণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার সহস্র, কাহার বা দশসহস্র ইত্যাদি অসংখ্য পরিচারক আছে! সেই সকল পরিচারিক রক্ত, মাংস এবং বসা ভোজন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারা ভয়ঙ্কর ও রাত্রিচর, এই পরিচারকগণও কখন কখন মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

এই সকল গ্রহগণের মধ্যে যাহারা দেবগণসংসৃষ্ট, তাহারা দেবসংসর্গে দেবতুল্য, এজন্য তাহারা দেবগ্রহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা পবিত্র। ইহাদিগকে দেবতার ন্যায় প্রণাম করিতে হয়। দেবতার নিকট যেরূপ বর কামনা করা যায়, ঐ সকল দেবতুল্য গ্রহগণের নিকট সেইরূপ বর প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যে যে গ্রহগণের দেবতা যেরূপ আচারবান, সেই সেই গ্রহগণও সেইরূপ আচারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গ্রহগণ দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসার বশীভূত। এই সকলকে ভূত কহিয়া থাকে। যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহগণের সংজ্ঞা এবং স্বভাব জানা যায়, তাহাকে ভূতবিদ্যা কহিয়া থাকে। বৈদ্যগণ অতিশয় সাবধানতা সহকারে ভূতের উৎপাত শান্তির চেষ্টা করিবে।

গ্রহগণের রোগ চিকিৎসা জন্য নিয়মিত হইয়া জপ ও হোম করিতে হইবে। আর রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য ও সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য দিতে হইবে। ইহা সামান্য বিধি। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর, রুধির প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য যে যে গ্রহের অভিলষিত, সেই সেই গ্রহকে সেই সেই দ্রব্য প্রদান করা বিধেয়। গ্রহগণ যে সকল দিনে মনুষ্যকে হিংসা করে, ভূতোৎপাত নিবারণার্থে সেই সকল দিনে গ্রহগণের অর্চ্চনা করা উচিত। দেবালয়ে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক হোম করিয়া দেবগ্রহের বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কুশা, তণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে। চতুষ্পথমধ্যে কিম্বা ভয়ানক অরণ্যমধ্যে রাক্ষস গ্রহের বলি প্রদান করিবে। শূন্যগৃহে পিশাচগ্রহের বলি প্রদান করিবে।

ভূত-শাস্ত্রের লিখিত মন্ত্র দ্বারা বলি প্রদান করিতে হইবে। কেবল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র বলি প্রদান দ্বারা গ্রহদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না। এজন্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও তাহার শান্তি করিতে হয়।

ছাগল, ভল্লুক, শজারু এবং পেচক এই সকল পশুর চর্ম্ম ও রোম আর হিঙ্গু ও ছাগলের মূত্র এই সকল একসঙ্গে করিয়া ধূম দিবে।

গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠি এবং আমলকী ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্তে ভাবনা দিয়া তাহা নস্যে, অঙ্গমর্দ্দনে এবং স্নানে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে ভূতাশ্রয় নিবৃত্তি হয়।

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক এবং শূকর, এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তাহার তৈল পাক করিতে হইবে। ভূতগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা পরম ঔষধ।

ভূতজনিত রোগ শান্তি করিতে হইলে শিরীষ বীজ, রসুন, শুণ্ঠি, শাদা সরিষা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা এবং তেউড়ী এই সকল দ্রব্য ছাগলের মূত্রে পেষণকরতঃ তদ্দ্বারা বর্ত্তী প্রস্তুত করিতে হইবে। ছায়াতে এই বর্ত্তী শুষ্ককরতঃ তাহাতে অঞ্জন করিয়া চক্ষুতে দিলে উপশম হইয়া থাকে।

ডহরকরঞ্জার ফল, ত্রিকটু, সোণামূল, বিল্বমূল, হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া নয়নাঞ্জন করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

অন্য প্রকার ঔষধে যে সকল ভূত পরিত্যাগ করে না, কেবলমাত্র নয়নাঞ্জন দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়া থাকে। সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গু, হরীতকী এবং বচ এই সকল উপকরণ ছাগলের মূত্র ও মৎস্যের পিত্তের সহিত পেষণকরতঃ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিলে, ভূতের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতাশ্রয় নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত ঔষধেও মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। অতএব কেহ ভূতাক্রান্ত হইলে, এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। পুরাতন ঘৃত, রসুন, হিঙ্গু, শাদা সরিষা, বচ, শ্বেতদূর্ব্বা, আমলকী, শেফালিকা, শিবজটা, শাল্মলী বৃক্ষ, লবঙ্গ, কালবিষাণিকা, শূকশিম্বী, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দের মূল, ত্রিকটু, লতাঞ্জন, স্রোতোঃঞ্জন, অর্জ্জুনবৃক্ষ, নৈপালী হরিতাল, শ্বেত-সর্ষপ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, চিত্রব্যাঘ্র, অশ্ব, গো, কুক্কুর, মেষ, গোসাপ, উষ্ট্র, বেজী ও শজারু এই সকল পশুর বিষ্ঠা, চর্ম্ম, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল ও ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তাহা পান, অঞ্জন এবং নস্যে ব্যবহার করিলে ভূতাধিষ্ঠান শান্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সকল ঔষধের কথা লিখিত লইল, সেই সকল দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ সকল ঔষধ পেষণকরতঃ গুটিকা করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন করিতে হইবে। পান এবং সেবন করিতে হইলে ক্বাথ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। উদ্বর্ত্তন করিতে হইলে ঔষধ সমূহ গুঁড়া করিয়া অথবা পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিতে হয়। তৈল ও ঘৃত সেবনে অল্পকালে রোগ উপশম হইয়া থাকে। ভূতাধিষ্ঠান শান্তি কার্য্যে কোনরূপ অযৌক্তিক ঔষধ প্রয়োগ করা অবিধি। দেবতাগৃহে এই শান্তি বিধান করা উচিত। পিশাচ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন প্রতিকূল ব্যবহার করিবে না। ভূতাধিষ্ঠানের প্রতিকূলক্রিয়া করিলে রোগী ও বৈদ্য উভয়কে মহাবলশালী ভূতগণ বিনাশ করিয়া থাকে, এজন্য পরিণামদর্শী বৈদ্য অতি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

বালগ্রহের আকৃতি সাধন, উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ উল্লেখ করা যাইতেছে। বালগ্রহ নয় প্রকার;—স্কন্ধ, স্কন্ধাপস্মার, শকুনী, রেবতী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুতনা, অন্ধপুতনা, শীতপুতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ। কেহ কেহ নৈগমেশ গ্রহকে পিতৃগ্রহও কহিয়া থাকে।

ধাত্রী এবং মাতার পূর্ব্বকৃত অপকার, মঙ্গলাচারশূন্যতা, শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতের আক্রমণ হইয়া থাকে। বালককে ভূতাশ্রয় করিলে তাহারা কখন ভয়গ্রস্ত, কখন তর্জ্জিত হয়, কখন বা হাসে, কোন কোন সময় রোদন করে। স্কন্ধাদি বালগ্রহগণ বালকের প্রতি আবির্ভূত হইলে, তাহাদিগের এক প্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে। পূজা-হেতু ভূতগণ বালকদিগের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে।

কর্ম্মানুসারে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ঐ সকল আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। যে ভূত যে প্রকৃতির, তাহার কার্য্যও আবার সেইরূপ জানিবে। এজন্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ভূতাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই কার্য্য কিম্বা লক্ষণ এক প্রকার নহে। এই হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভূতাশ্রিতের চিকিৎসা করিতে হয়। মন্ত্র, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য এবং দৈবকার্য্য, এই ত্রিবিধ উপায়ে ভূতাশ্রিতের চিকিৎসা করার বিধি। বিধিপূর্ব্বক এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলে, ভূতযোনি কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

ভূত মনুষ্য-লোকের একটী প্রবল শত্রু। এই শত্রুর অত্যাচারে অনেক সময় অনেক প্রকার অহিতকর অত্যাচার হইতে দেখা যায়। নরলোকে সর্ব্বদাই উহাদিগের আক্রমণ। এজন্য অতি ভক্তি সহকারে মনুষ্যগণ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবে। অনেক প্রকার কবচ আছে, সেই সকল ধারণ করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় না, অনিষ্ট নিবারণ করিতে হইলে কবচ একটী মহৌষধির কার্য্য করে। এস্থলে কেবল নৃসিংহকবচটী লিখিত হইল, প্রত্যেক মনুষ্য অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে ভূত, প্রেত ও পিশাচাদির আক্রমণ এবং গ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে। নৃসিংহ কবচের মন্ত্র,—

ওঁ নমো নৃসিংহায়। নারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে।
মহাবিষ্ণো নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধং।
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ॥
লক্ষ্মী র্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাপি কবচস্য প্রজাপতিঃ॥
ঋষিশ্ছন্দোঽস্য গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরোমন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকং।
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ।
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং।
রক্ষ রক্ষ বর্ম্ম চাস্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম।
তারাদি রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারো নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ষ্রৌঞ্চ হুং ফট্‌॥
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং।

এই নৃসিংহ কবচ ধারণ করিলে সকল প্রকার আপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ তত্ত্ব

দেহতত্ত্ব

জীবসকল যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সেই কর্ম্মানুসারেই তাহারা তাহার ফল ভোগ করে। কিন্তু সেই কর্ম্ম প্রকৃতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই রক্তমাংসময় দেহ লইয়া সংসারমধ্যে কত লোক কত প্রকার কার্য্য করিয়া সুখদুঃখ আপদ ও বিপদের সঙ্গে আলিঙ্গন করিয় থাকে। ফলতঃ সুখদুঃখ এবং আপদ ও বিপদের আধার এই দেহ অতএব সেই দেহসম্বন্ধে দুই একটী স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে। কোন মতে এরূপ প্রকাশ আছে যে, যে সকল মানব দোষাত্মক, বহু-ভাষী, শীতদ্বেষী এবং যাহার চুল ও গাত্র স্ফুটিত এবং ধূসরবর্ণ; যাহা-দিগের ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, চেষ্টা, সৌহার্দ্দ, দৃষ্টি এবং গতি চঞ্চল, তাহারা প্রায় বাতপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদিগের শরীরে পিত্ত এবং কফের পরিমাণ অল্প, যাহারা অল্পায়ু ও অল্পকাল নিদ্রা যায়, যাহারা আসক্ত ব্যক্তির প্রতি আসক্ত, বহু জর্জ্জরবাচী, নাস্তিক, বহুভোজী, বিলাসী এবং হাস্য, গীত, মৃগয়া ও কৌতুকে আসক্ত, মধুর, অম্ল, কটু এবং উষ্ণ দ্রব্যে যাহাদিগের ইচ্ছা থাকে, যাহাদিগের আকার কৃশ ও দীর্ঘ, যাহাদিগের গমন সশব্দ, যাহারা অনার্য্য, যাহাদিগের মনে দৃঢ়তা নাই এবং যাহারা জিতেন্দ্রিয় নহে, যে সকল পুরুষ স্ত্রীতে অনুরক্ত নহে, যাহাদিগের বহু পুত্র হয় না, যাহাদিগের চক্ষুদ্বয় খর, গোলাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ধূসরবর্ণ, যাহারা কুৎসিত, নিদ্রাকালে যাহাদিগের নেত্রদ্বয় উন্মীলিত থাকে এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষুর দুইটী তারা উর্দ্ধগামী হয়; যাহারা স্বপ্নে পর্ব্বত কিম্বা বৃক্ষের অন্তে অথবা শূন্যে গমন করে, সেই সকল ব্যক্তিকেই বাতপ্রকৃতিস্থ বলা যায়। মতান্তরে কথিত আছে, যে সকল ব্যক্তি পরস্ত্রীতে কাতর, যাহাদিগের চরিত্র নিন্দিত এবং যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না, যাহাদিগের পিণ্ডিকা উদ্বর্দ্ধ আর যাহাদিগের প্রকৃতি কুক্কুর, শৃগাল, উষ্ট্র, মূষিক, কাক কিম্বা উলূকের ন্যায়, তাহাদিগকেই বাতপ্রকৃতিস্থ মনুষ্য কহিয়া থাকে।

পিত্ত স্বয়ং অগ্নি অথবা অগ্নিসম্ভূত। সুতরাং পিত্তপ্রকৃতিস্থ মনুষ্য তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক প্রকৃতিস্থ মনুষ্যের অন্যান্য লক্ষণ বলা যাইতেছে। পিত্তপ্রকৃতিস্থ মনুষ্যের দেহ গৌরবর্ণ ও উষ্ণ, হস্ত, চক্ষু ও পদদ্বয় তাম্রবর্ণ। যে ব্যক্তি বীর, মানী, সচ্চরিত্র ও শুচি, যাহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও রোম অল্প, যে ব্যক্তি মাল্যধারণ, বিলেপন এবং ভূষণ পরিধান করিতে ভাল বাসে, যে ব্যক্তি আশ্রিতবৎসল, বিভবশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান্, বলবীর্য্যসম্পন্ন এবং শত্রুদিগের পক্ষে ভীমগতি, তাহাদিগকে পিত্তপ্রকৃতিস্থ বলা যায়। যে ব্যক্তি মেধাবী এবং যাহার দেহস্থ সন্ধিবন্ধন বা মাংস শিথিল; যে পুরুষ নারীগণের অনভিমত, অল্পশুক্রবিশিষ্ট, অল্পকামী এবং শরীরে পলিত, ব্যঙ্গ ও নীলিকা জন্মে; যে ব্যক্তি মধুর, কষায়, তিক্ত ও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করে; যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্বেষী, যাহার গাত্র স্বেদন ও পূতিগন্ধযুক্ত; যে মানব বহুপ্রলাপী, ক্রোধী, অন্নপানে ঈর্ষল এবং স্বপ্নে কর্ণিকার ও পলাশ পুষ্প, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত, বিদ্যুৎ, সূর্য্য বা অগ্নিকে দর্শন করে; যাহাদিগের শরীর পিঙ্গলবর্ণ ও চলনশীল, চক্ষুর পক্ষ্ম অল্প ও তুন এবং ক্রোধী, সূর্য্যের আলোক বা মদ্যপানে যাহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় শীঘ্র অরুণবর্ণ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা মধ্যায়ু, মধ্যবল, পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, যক্ষ বা ভূতের ন্যায়; যাহাদিগের স্বভাব এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত, সেই সকল মনুষ্যকেই পিত্তপ্রকৃতিস্থ বলা যায়।

শ্লেষ্মা সমগুণবিশিষ্ট। সেই জন্যই শ্লেষ্মল ব্যক্তি সৌম্য। তাহার দেহস্থ সন্ধি, অস্থি ও মাংস গূঢ়, স্নিগ্ধ ও শ্লিষ্ট থাকে এবং সে ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, দুঃখ বা ক্লেশে একান্ত পরিতপ্ত হয় না। শ্লেষ্মল ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সাত্ত্বিক এবং সত্যসন্ধ। শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ মনুষ্যের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু, দূর্ব্বা, শরকাণ্ড, দর্ভ, গোরোচনা, পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায়। তাহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিস্তৃত; বাহুদ্বয় লম্বমান, ললাট প্রশস্ত, কেশ ঘন ও নীলবর্ণ, অঙ্গ মৃদু এবং দেহ সুবিভক্ত এবং মনোহর। শ্লেষ্মল ব্যক্তি স্মৃতিমান্, রতিরসযুক্ত, সশুক্র, সপুত্র ও সত্যভৃত্য, সদা সত্যবাদী এবং দৃঢ় ও চিরবদ্ধ; সে ব্যক্তি বৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে সহ্য করে। তাহার গমন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়; কণ্ঠস্বর মেঘ, সমুদ্র, মৃদঙ্গ বা শঙ্খের শব্দের ন্যায়। যে ব্যক্তি নম্রভাষী, স্মৃতিমান্, উদ্‌যোগী, বাল্যকালে অতিশয় রোদনশীল বা লোলস্বভাব নহে এবং কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ এবং ঈষদুষ্ণ দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করিলেও যাহার বলের হ্রাস হয় না, যাহার নেত্রযুগল শুক্লবর্ণ, সুস্নিগ্ধ, বিশাল, দীর্ঘ, সুব্যক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ পক্ষদ্বয়ে শোভিত, কিন্তু চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ; যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে মৌনী হইয়া থাকে; অশনপানে যাহার ঈর্ষ্যা অসহ্য, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, দীর্ঘসূত্রী, বদান্য, ক্ষমাবান, নিদ্রালু, নির্লোভী, কৃতজ্ঞ, সুভগ, সরলস্বভাব, পণ্ডিত, লজ্জাশীল, স্থিরপ্রণয় এবং গুরুজনকে যে ব্যক্তি অচলা ভক্তি করে; যাহার হৃদয় গম্ভীর এবং বক্ষঃস্থল স্থূল; যে ব্যক্তি স্বপ্নে পদ্ম এবং নানাবিধ জলচর পক্ষিসমূহে সুশোভিত জলাশয় বা মেঘমালা দর্শন করে এবং যাহার প্রকৃতি ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, তার্ক্ষ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংস, গজরাজ, সিংহ, অশ্ব, গো বা বৃষের ন্যায়, তাহাকে শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ বলে।

যে দোষ যে শরীরে প্রকৃতিরূপে অবস্থিত, সেই শরীরে সেই দোষের আধিক্য থাকিলেও তদ্দোষজ ব্যাধি জন্মে না। অর্থাৎ পিত্তপ্রকৃতিস্থ দেহে পৈত্তিকরোগ, শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ দেহে শ্লেষ্মজন্য রোগ ইত্যাদি উৎপন্ন হয় না। কারণ, দোষ কুপিত না হইলে স্বজাতীয় ব্যাধি জন্মে না। বিষজাত কীটের পক্ষে বিষ যেরূপ অনিষ্টকর নহে, প্রকৃতি সেইরূপ জীবের অধিক পীড়াজনক নহে। অর্থাৎ বিষজন্য দাহাদি দ্বারা বিষজাত কীটের যে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা যেমন অতি সামান্য, সেইরূপ প্রকৃতিদোষ জন্য জীবের হস্ত ও পদ স্ফুটিত হইয়া, স্বেদনিঃসরণ ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি সামান্য পীড়া জন্মায় বটে, কিন্তু জ্বরাদির ন্যায় কঠিন পীড়া জন্মায় না। মানবদেহে স্বভাবতঃ প্রকৃতির প্রকোপ, অন্য ভাব বা ক্ষয় হয় না। যদি হয় তাহা হইলে জীব বাঁচে না। অর্থাৎ বাতপ্রকৃতিস্থ জীবের বাতরোগ, পিত্ত-প্রকৃতিস্থ জীবের পৈত্তিকরোগ এবং শ্লেষ্মপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির শ্লৈষ্মিক রোগ হইলে কখন রক্ষা পায় না।

যে স্থানে নদী পর্ব্বত এবং পল্বল আছে; যে প্রদেশের সরোবর সকল প্রস্ফুটিত কমল এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি স্থলচর পক্ষিসমূহে পরিশোভিত; যথায় শশক, বরাহ, মহিষ, রুরু, রোহিত প্রভৃতি জন্তু সকল বিচরণ করে; যে প্রদেশের বৃক্ষ সকল ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ এবং ক্ষেত্র সকল নাল, শস্য, পালিধান্য, কদলী ও ইক্ষুতে উপশোভিত, সেই স্থানকে অনুপদেশ বলা যায়। অনুপদেশ বাত-শ্লেষ্মজ পীড়াজনক কহে।

যে দেশে শমী, করীর, বিল্ববৃক্ষ, অর্ক, পিলু ও কর্কন্ধু বৃক্ষ থাকে, যে দেশের আকাশ, শুভ্রবর্ণ ও উচ্চ এবং জলাশয় ও বৃক্ষ সকল বিরল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথায় হরিণ, এণ, ঋক্ষ, গোকর্ণ, পৃষত ও খর নামক জন্তু সকল বিচরণ করে এবং যথায় সুস্বাদু ফল জন্মে, তাহাকে জাঙ্গলপ্রদেশ কহে। জাঙ্গলপ্রদেশে বাতের প্রকোপ হইয়া থাকে।

পঞ্চপ্রাণ

শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের যেমন এক একটী ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, সেইরূপ দেহের অভ্যন্তরস্থ পৃথক্ পৃথক্ বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে।

উদান নামক উত্তম বায়ু যখন উর্দ্ধগামী হয়, তখন বহুভাষণে ও সঙ্গীতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং কুপিত হইলে উর্দ্ধজত্রুগত পীড়া জন্মায়। প্রাণনামক দেহস্থ বায়ু মুখে গমনকালে অন্নকে ভিতরে প্রবেশ করায় এবং প্রাণসমূহকে অবলম্বন করিয়া থাকে ; কিন্তু কুপিত হইয়া হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ জন্মায়। সমান নামক বায়ু আম ও পক্বাশয়স্থ হইয়া অগ্নির যোগে অন্নকে পাক করে এবং তজ্জাত বিশেষ বিশেষ বস্তুকে পৃথক্ করে, অর্থাৎ অন্নগত রস, মল ও মূত্রাদি পৃথক্ করে ; কিন্তু সমান বায়ু দুষ্ট হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গুল্ম রোগ জন্মে। পক্বাশয়স্থ অপান বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় বিষ্ঠা, মুত্র, শুক্র এবং গর্ভস্থ আবর্ত্তকে অধোগামী করে। শুক্রদোষ, প্রমেহ প্রভৃতি যে সকল গুহ্যসম্বন্ধীয় ভয়ানক রোগ আছে, ব্যান এবং অপান বায়ুর দোষে সেই সকল রোগ উৎপন্ন হয়। দেহগত ব্যান বায়ু রসসম্বাহকের কার্য্য করে। শোণিতস্রাব ও স্বেদোদ্গম করাইয়া পঞ্চপ্রকারে কার্য্য করে। গতি, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপ, নিমেষ প্রভৃতি প্রাণীর তাবৎ ক্রিয়াই উহাতে আবদ্ধ। প্রস্পন্দন, উর্দ্ধন, পূরণ, বিরেচন, ধারণ এই পাঁচ প্রকার বায়ুর চেষ্টা উক্ত আছে। ঐ বায়ু ক্রুদ্ধ হইলে দেহে সমস্ত রোগ জন্মে এবং সকল বায়ু একালে কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দেহ ও প্রাণকে বিনষ্ট করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কফরূপ মল প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক ক্লেদন নামক কফে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে পোষণ করে। পরে সেই সারভূত আহাররস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে সূক্ষ্মভাগ শরীরারম্ভক রসকে পুষ্ট করে এবং সর্ব্বশরীরচর ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে গমনকরতঃ পোষণ, স্নেহন ও জঠরাগ্নি কৃত সন্তাপ নিবারণ প্রভৃতি গুণদ্বারা সকল শরীরকে পুষ্ট করে। স্থূলভাগ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ধমনীপথ দিয়া শরীরারম্ভক রক্তের স্থানে অর্থাৎ প্লীহা, যকৃতাদিতে গমন করিয়া তথায় রক্তের সহিত মিলিত হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত রক্তের অগ্নিতে পুনরায় পচ্যমান হইয়া পাঁচদিন ও দেড়দণ্ডকাল সেই রক্তে অবস্থিতি করে। অনন্তর ইক্ষুবিকার বারংবার পাক করিলে প্রতিবারেই যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ আবার রস যতবার পরিপক্ক হইতে থাকে, ততবারই তাহার মল নির্গত হয়। সুতরাং রক্তাগ্নিতে পক্ক হইলেও তাহা হইতে পিত্তরূপ মল নির্গত হয়। পরে সেই পিত্ত সমানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ধমনীমার্গ দ্বারা পাচক পিত্তে গমনকরতঃ উহার পোষণক্রিয়া সম্পাদন করে। অনন্তর তৎকালে যে সারাংশ থাকে, তাহাও পুনরায় স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সূক্ষ্মভাগ রঞ্জক নামক পিত্তের যোগে লোহিতবর্ণ হয়। পরে সেই রক্ত শরীরারম্ভক রক্তকে পুষ্ট করে এবং ব্যান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ধমনীপথে সঞ্চরণ করতঃ সকল শরীরস্থ রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পাদন করে। অনন্তর স্থূলভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শরীরস্থ মাংসে গমন করে। মাংসাগ্নিতে পরিপক্ক হইয়া পাঁচ দিন দেড়দণ্ড তথায় অবস্থিতি করে। মাংসাগ্নিতে পক্ক হইলে যে মল নির্গত হয়, ব্যানবায়ু দ্বারা তাহা কর্ণে নীত হইয়া কর্ণমলরূপে পরিণত হয়। পরে সারাংশ পূর্ব্বোক্তরূপ দুইভাগে বিভক্ত হইলে, তাহার সূক্ষ্ম ভাগ মাংসকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্ট করে এবং স্থূলভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীপথ দিয়া শরীরস্থ মেদস্থান অর্থাৎ উদরে উপনীত হয় এবং তত্রস্থ মেদাগ্নিতে পুনরায় পক্ক হইয়া তথায় পাঁচদিন ও দেড় দণ্ড অবস্থিতি করে। এই রূপ পক্ক হইলে যে মল নির্গত হয়, তাহা প্রস্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্মরূপে পরিণত হয়। ঐ ঘর্ম্ম শীতল অবস্থায় থাকিলে শরীরস্থ স্রোতেই অবস্থান করে, কিন্তু শরীরের উষ্ণতা প্রযুক্ত উষ্ণ হইলে, উহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা গমনকরতঃ লোমকূপ দিয়া বহির্গত হয়। কেহ কেহ বলেন, জিহ্বা, দন্ত, কক্ষ ও নেত্র প্রভৃতি স্থানের মলই মেদোমল। ঐ মল নির্গত হইয়া গেলে যে সারাংশ থাকে, তাহাও উক্তরূপ দুইভাগে বিভক্ত হয়। সূক্ষ্মভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতঃপথে গমনকরতঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিত মেদেরও পুষ্টি-সাধন করে।

পরে স্থূলভাগ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শরীরারম্ভক অস্থিতে গমন করে এবং তত্রস্থ অগ্নিতে পুনরায় পচ্যমান হইয়া পাঁচ দিন দেড় দণ্ড তথায় অবস্থিতি করে। উক্ত পাকে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নখ, স্তন ও লোমের আকারে পরিণত হয়। অনন্তর উহার সারাংশ উক্তরূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইলে সূক্ষ্মভাগ অস্থিকে পুষ্ট করে এবং স্থূলভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, শরীরস্থ স্রোতঃপথ দিয়া স্থূল অস্থির অভ্যন্তরস্থ মজ্জাতে উপনীত হয় এবং তত্রস্থ অগ্নিসহকারে পচ্যমান হইয়া পাঁচদিন দেড় দণ্ড কাল তথায় অবস্থিতি করে। ঐ পাকে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরাপথ দিয়া নয়নে উপস্থিত হইয়া নেত্রমল ও নেত্রজলরূপে পরিণত হয়। উহার সারাংশও উক্ত প্রকার ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইলে সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া, ধমনী ও শিরাপথ দিয়া শুক্রস্থানে গমনপূর্ব্বক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। অনন্তর শুক্রস্থ অগ্নিতে পুনরায় পক্ক উক্ত রস সহস্রবার আধ্মাত সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। তখন উহাতে কিছুমাত্র মল থাকে না।

মুনিগণও প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন যে, রসাদি ক্রিয়া ছয় প্রকার। ধাতু স্ব স্ব অগ্নিতে পরিপক্ক হইলে, ছয় প্রকার মল উৎপন্ন হয়। সুবর্ণ সহস্রবার আধ্মাত হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, রস বারম্বার পক্ক হইয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ বিশুদ্ধ হয়; তখন কিছুমাত্র মল থাকে না। অনন্তর সেই সারভূত রস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে স্নেহময় সূক্ষ্মভাগ ওজঃরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

ওজঃ সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করিয়া থাকে। উহা শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, স্থির, সোমাত্মক, শরীরের বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকারক। বল অর্থাৎ কার্য্যপটুতা।

রস হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্র পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতুর দ্রব তেজোভাগকে ওজঃ বা বল কহে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে রসভাগ হইতে ওজের উৎপত্তি হয়, সেই রস সকল ধাতু স্থানে গমন করে বলিয়া রস ও ধাতু তুল্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঘৃত যেমন দুগ্ধের স্নেহময় বিকার, সেইরূপ ওজঃ সকল ধাতুর স্নেহময় ভাগ। রস ও বল ইহাদিগের পরস্পরে কার্য্য-কারণসম্বন্ধ থাকিলেও চিকিৎসার একতা রক্ষার জন্য উভয়কেই তুল্য বলা যায়। গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, প্রসন্ন, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম ওজের এই দশটী গুণ প্রসিদ্ধ।

ওজঃ অষ্টবিন্দু পরিমিত। উহার বর্ণ ঈষৎ রক্তসংযুক্ত পীত। উষ্ণতা ও শীতলত্ব এই উভয় গুণ থাকাতে উহা দ্বিরূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতান্তরে কথিত আছে, শুক্রান্ত ধাতু সকলের প্রধান তেজকে ওজঃ কহে। হৃদয় উহার বিশেষ আধার হইলেও উহা সর্ব্বশরীরব্যাপী এবং শরীর রক্ষার প্রধান সহায়। ওজঃ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি এবং বলের উদয় হয়। উহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং উহার নাশেই জীবনের নাশ হইয়া থাকে। ওজঃপ্রভাবে শরীরে উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি বিবিধ দেহাশ্রিত ভাবের উদয় হয়।

সাধনতত্ত্ব

ঈশ্বরে যার পর নাই এরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ আছে যে, তিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু এবং ব্যাপক আকাশ ও ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয় সকল জানেন এবং মহাকল্প, লয় এবং মহালয় সকলই জ্ঞাত থাকিয়া যথাসময়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জীবের উদ্ধার ইত্যাদি কার্য্য করিতে অধ্যবসায়বিশিষ্ট আছেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বজ্ঞ আর কিছু নাই।

ঈশ্বর আদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদিরও গুরু। যেহেতু তিনি কোন কালেই অবিদ্যমান থাকেন না, সকল কালেই বিদ্যমান আছেন। অতএব সৃষ্টি-কর্ত্তারা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে আছে যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ হওয়ায়, বেদ শব্দকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য সাধন করেন।

যোগী ও অন্য সাধকেরা প্রণব মন্ত্র জপকরতঃ তাহার অর্থরূপ ঈশ্বরের ভাবনা করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। অতএব সমাধি সিদ্ধির নিমিত্ত প্রণবজপ ও ঈশ্বরের ভাবনা করা যোগীদিগের কর্ত্তব্য।

জপ এবং ধ্যান দ্বারা প্রত্যেক চেতনাধিগম হয়। অর্থাৎ যোগী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া, ঈশ্বরের স্বরূপদর্শন এবং চিত্ত-বিক্ষেপরূপ যোগপ্রতিবন্ধের অভাব হয়।

দুঃখ যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ ভোগ হয়। দৌর্মনস্য অর্থাৎ বাহ্য এবং আন্তরিক ব্যাপার জন্য মনের দুঃস্থতা। অঙ্গমেজয়ত্ব অর্থাৎ অঙ্গের কম্পন, যাহাতে স্থিরত্বের বাধা জন্মে। শ্বাস-প্রশ্বাস, এসকল বিষয় যোগীদিগের চিত্তবিক্ষেপকারক বিধায় যোগের বিঘ্ন করিতে থাকে।

সকল প্রাণীতে মিত্রভাবে কৃপা ও হর্ষ এবং সুখদুঃখ, পুণ্যপাপে ঔদাসীন্য ভাবনাতে চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে।

প্রাণবায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ রেচন এবং বিধারণ অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা মনের প্রসন্নতা লাভ করিবে। ফলতঃ রেচক, পূরক এবং কুম্ভক রূপ প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা লাভ হইতে পারে। কারণ, নিশ্বাস রুদ্ধ হইলে, মনের চঞ্চলতা রহিত হয়, সুতরাং একাগ্রতা লাভ হইতে থাকে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল বিষয় এবং এই বিষয়ের মধ্যে কোন একটী বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে, মনের স্থিতি অর্থাৎ চঞ্চলতা রহিত হইয়া একাগ্রতা লাভ হয়। এবং দেবসম্বন্ধীয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ জ্ঞান জন্মে। ফলতঃ এক একটী বিষয়ে নিপুণ হইলে, ক্রমশঃ ঐরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। এক সময়ে সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে কিছুই হয় না। অতএব মনকে নাসাগ্রে অথবা জিহ্বাগ্রে ও তালু-অগ্রে এবং জিহ্বা মধ্যে, জিহ্বামূলে রাখিলে দিব্য গন্ধাদি জ্ঞান হয়। যথা, নাসাগ্রে গন্ধ, জিহ্বাগ্রে স্পর্শ, তালুর অগ্রে রূপ, জিহ্বা মধ্যে রস এবং জিহ্বামূলে শব্দ জ্ঞান হয়।

জ্যোতিঃশব্দে সত্ত্বগুণ প্রকাশ, ঐ প্রকাশে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতি হয়। অথবা বিশোকা শব্দে রজোগুণ নিবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও চিত্তের স্থিতি হয়। ইহাতে যোগীর হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রশান্ত ক্ষীর সাগরের ন্যায় চিত্ত স্থির হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি মণির প্রভার ন্যায় প্রভা সকল হৃৎপদ্মমধ্যে প্রকাশ হইতে থাকে এবং প্রজ্ঞারূপ আলোক দ্বারা চিত্ত স্থির হয়।

বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করাতে চিত্তের ক্লেশ নষ্ট হয়। তৎকালে মন যে অবস্থায় থাকে, ঐ অবস্থা অবলম্বন করিয়া যোগে প্রবৃত্ত হইলে, মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা লাভ হয়।

স্বপ্ন-জ্ঞান অথবা নিদ্রা-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যোগে প্রবৃত্ত হইলে চিত্ত স্থির হয়। ফলতঃ স্বপ্ন এবং নিদ্রাবস্থাতে যে প্রকার জ্ঞানের অনুমান হয়, তাহা একান্ত মনে চিন্তা করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মনের একাগ্রতা লাভ হয়।

যে যোগীর রজস্তমোবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, গ্রাহ্য, গ্রহণ এবং গৃহীতা অর্থাৎ বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং আত্মা একই হইয়া যায়, তাহাতে একাগ্রতাও তন্ময়ত্বরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ সমাধি হয়। যেমন নির্ম্মল স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প থাকিলে, স্ফটিক যেমন জবাপুষ্পের লাল আভাতে লাল রঙ্ হইয়া উঠে, সেইরূপ মনেতে আত্মা ও ইন্দ্রিয় এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় সকলই প্রতিফলিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল বিষয় চিন্তা করিলে সমাধি অবস্থায় ঐ বিষয় মনেতে প্রকাশ হয় এবং সূক্ষ্ম বিষয় ভাবনাতে মনে সূক্ষ্ম বিষয় প্রতিফলিত হয়; অতএব সমাধিতে, যাহা আত্মায় গৃহীত তাহাই প্রকাশ হইয়া থাকে।

শব্দ, অর্থ-জ্ঞান ; ইহা পরস্পর বিকল্পরূপে যোগীদিগের চিত্তে সন্দেহভাবে যে প্রকাশ হয়, তাহাকে সবিতর্ক সমাধি বলে। শব্দ কর্ণে শুনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, অর্থ জাতি বা বস্তু-জ্ঞান সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধিবৃত্তি। ফলতঃ এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ এই শব্দ প্রকাশ হয়। যেমন গো এবং গো-জাতি জ্ঞান, ইহা ভিন্ন ভিন্নরূপে যোগীর হৃদয়ে যে প্রকাশ হয়, সেইরূপ অবস্থাকে সবিতর্ক সমাধি কহে।

শব্দ, অর্থ এবং স্মৃতি লয় হইয়া চিত্তে যে আকার স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়, ঐ আকারের জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ একটী পদার্থ মাত্র স্থির হয় এবং যোগীর আপনার স্বরূপশূন্যের ন্যায় জ্ঞানাংশে অভিভূত থাকে, তাহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে।

যেমন স্থূল বিষয় চিন্তাতে সবিতর্ক এবং নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলা হইলে, সেইরূপ সূক্ষ্ম-বিষয়ক চিন্তা অর্থাৎ তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয় চিন্তারূপ সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি কথিত হইল। এই হেতু চিত্তে স্থূল বিষয় ভেদজ্ঞান প্রকাশ হওয়াতে যে সমাধি হয়, তাহাকে সবিতর্ক এবং অভেদ জ্ঞানকে বস্তুমাত্র প্রকাশ হওয়াতে, তাহাকে নির্ব্বিতর্ক এবং সূক্ষ্ম বিষয় দেশ কাল বস্তু ধর্ম্ম ভিন্নরূপে প্রতিফলিত হওয়াতে সবিচার ও দেশ কাল এবং বস্তু ধর্ম্ম রহিত হইয়া কেবল ধর্ম্মিমাত্র প্রকাশ হওয়াতে তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলা যায়।

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধিতে আলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহার পর আর সূক্ষ্ম নাই, এরূপ সূক্ষ্ম বিষয় প্রাপ্তি হয়।

স্থূল বিষয়ে সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে এই সকল সমাধিকে সবীজ সমাধি বলে। বীজ অর্থাৎ কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এই সমাধি হইয়া থাকে।

নির্ব্বিচার সমাধি নৈর্ম্মল্য অর্থাৎ মলশূন্যপ্রযুক্ত তাহাতে আত্মার প্রসন্নতা জন্মে। ফলতঃ সবিতর্ক অপেক্ষা নির্ব্বিতর্ক শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সবিচার শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা নির্ব্বিচার সমাধি শ্রেষ্ঠ। ইহাতে চিত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশ বাসনা রহিত এবং স্থিতিবিষয়ে দৃঢ় হয়। সুতরাং চিত্ত মলশূন্য হওয়াতে আত্মার প্রসন্নতা জন্মে।

নির্ব্বিচার সমাধিতে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি ঋতম্ভরা হয়। ঋত শব্দে সত্য, তাহাতে ভরা অর্থাৎ পরিপূর্ণ হয়। অন্য কোন বিপরীত ভাব থাকে না, সুতরাং যোগী প্রকৃষ্ট যোগ প্রাপ্ত হয়।

শ্রৌত অর্থাৎ আগম জ্ঞান এবং অনুমান জ্ঞান দ্বারা যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহা সামান্য বিষয়, ইহা শব্দ এবং বস্তু অথবা ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিশেষ প্রতিপত্তিসামর্থ্য নহে। কেবল নির্ব্বিচার নৈর্ম্মল্য হইতে ইহার উদ্ভব হয়, অতএব ঐ দুই প্রকার বুদ্ধির বিষয় বিশেষ বিরুদ্ধ থাকায়, যোগী কর্ত্তৃক সাবধান হইয়া প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। কোন বস্তুর বিষয় শুনিয়া অথবা অনুমান করিয়া তদ্বিষয় চিন্তাকরতঃ যে যোগ করা যায়, তাহাতে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইল বলিয়া যোগ পরিত্যাগ করিলে হয় তো তাহা স্থির হইল না। অতএব ঐ বিষয় নিশ্চয় হইল কি না তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলে, তবে যোগ হইতে বিরত হইবে। নতুবা যোগ পরিত্যাগ করিবে না।

পূর্ব্বকথিত শ্রুত ও অনুমান বুদ্ধি দ্বারা যে সংস্কার জন্মে, তাহা অন্য সংস্কার অর্থাৎ সমাধিজাত সংস্কারের বিরোধী বিধায় স্বকার্য্যকরণে অক্ষম করে। অতএব ঐ বাধা যাহাতে না জন্মে, এইরূপ চেষ্টা করিয়া সংপ্রজ্ঞাত সমাধি সাধন করিতে হইবে।

সংপ্রজ্ঞাত এবং প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধির বিরোধ সকল প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং সমাধিজাত সংস্কার সকল নিঃশেষরূপে রহিত হইয়া নির্বীজ সমাধি হয়, তাহাতে ঐ যোগী পুরুষ স্বরূপনিষ্ঠ ও শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ আত্মা-মাত্র অবশেষ থাকে। নির্ব্বীজ আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর উপলব্ধি না হওয়ায়, তাহা বীজশূন্যরূপে পরিণত হয়।

সংপ্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার সমাধি। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার চারি প্রকার—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ এবং সস্মিত। সবিতর্ক স্থূল বিষয়ে চিন্তা, সবিচার—সূক্ষ্ম বিষয়ে অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়-গণের চিন্তা, সানন্দ—রজস্তমলেশযুক্ত সত্ত্বগুণের চিন্তা, সস্মিত—রজস্তম ব্যতীত কেবল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের চিন্তা। এই সকল সমাধিতে আত্মার সহিত ভেদরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। আর ইহার অন্তর্গত নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাধিতে আত্মার সহিত অভেদরূপে চিন্তা হয়। এই পর্য্যন্ত সংপ্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ ও নিয়ম হইতেছে। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধি বলা যায়। ইহাতে কোন বস্তুর চিন্তা না করিয়া কেবল আত্মার চিন্তা করিতে হয়। যে সময় মন ও প্রকৃতি লয় হইয়া আত্মামাত্র অবস্থিত থাকে, তৎকালে সমাধি সিদ্ধ হয়। সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ এবং সস্মিত সমাধিকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

তপঃ অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং পঞ্চতপা ও জলস্তম্ভ প্রভৃতির অভ্যাস। স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রণব কিম্বা মন্ত্রাদি জপ অথবা প্রণবপূর্ব্বক মন্ত্র জপ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশ হইতেছে। যদ্যপি উক্ত পাঁচ প্রকার ক্লেশই যোগের বিঘ্নকর বটে, তথাপি ইহাদিগের মূল কারণ অবিদ্যারই প্রাধান্য।

উত্তরেষাং অর্থাৎ অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রসর ভূমি অবিদ্যা হইতেছে। ঐ অস্মিতাদি প্রত্যেকেই প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, উদার এই চারিটী অবস্থাপন্ন হইতেছে। প্রসুপ্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বুদ্ধির অভাব হেতু স্বীয় কার্য্য করণাক্ষম। যথা—বালকের যে নানা প্রকার বাসনা হয়, তাহা তাহাদিগের বুদ্ধির অভাবে ঘটনা হয় না। তনু অর্থাৎ অভ্যাস-বান্ যোগী প্রভৃত দ্রব্যাভাবি স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অপারগ। বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বলবৎ দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকা। উদার অর্থাৎ সহকারী বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় কার্য্যকরণে নিবৃত্ত থাকে। এই সমুদায় অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়া যোগের বিঘ্ন করিতে থাকে; অতএব যোগীরা ইহাদিগকে প্রথমেই উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইবে। ফলতঃ সম্যক্ প্রকারের জ্ঞান দ্বারা ঐ ক্লেশ সকল নিবারণ হইলে আর যোগের বাধা থাকে না।

অনিত্য পৃথিব্যাদিতে নিত্যাভিমান এবং অশুচি দেহাদিতে শুচিত্বাভিমান, বিষয় রূপ দুঃখে সুখাভিমান, আত্মাশরীরে অভিমান, অপুণ্যে পুণ্য-ভ্রম, অনর্থে অর্থভ্রম, এই সকল অবিদ্যার লক্ষণ হইতেছে। ফলতঃ অবিদ্যা অজ্ঞানকে বলা যায়।

দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ পুরুষ চৈতন্য দর্শন শক্তি অর্থাৎ রজস্তম দ্বারা অনভিভূত সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। এই উভয়ের ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব আছে। এই চৈতন্য এবং জড়ের যে অত্যন্তরূপে অভিন্নতাভাব, তাঁহার নাম অস্মিতা। ফলতঃ জড়া প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ চৈতন্যের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব না থাকাতেও আমি কর্তা আমি ভোক্তা বলিয়া যে অভিমান, তাহার নাম অস্মিতা।

সুখ যিনি জানেন তিনি সুখজ্ঞ। ঐ সুখজ্ঞ ব্যক্তির সুখানুভব স্মরণ-পূর্ব্বক সুখসাধনবিষয়ে যে লোভ, তাহার নাম রাগ। ফলতঃ বৈষয়িক সুখের আসক্তিপূর্ব্বক চেষ্টার নাম রাগ অর্থাৎ অনুরাগ।

সমাধি দ্বারা বন্ধনের কারণ শিথিল হওয়াতে এবং শরীরের সঞ্চার জানিতে পারিলে, যোগী অন্যের জীবিত কিম্বা মৃতদেহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন। বন্ধ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মবশে আত্মা ও চিত্তের যে ভোগ্য ভোক্তৃত্ব ভাব জন্মে, তাহার নাম শরীরবন্ধ। তাহার কারণ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহা সমাধি দ্বারা শিথিল হইলে এবং স্বীয় শরীরের সঞ্চার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়-প্রবেশ এবং এই চিত্তবহা নাড়ী, রসবহানাড়ী এবং প্রাণনাড়ী স্বতন্ত্র ভাবে আছে ইহা জানিতে পারিলে, যোগী পর-শরীরে প্রবেশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন। সেই সময় যোগীর ইন্দ্রিয় সকল চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করে। যেমন মধুকররাজ অর্থাৎ মৌমাছির প্রধান মক্ষিকা গমন করিলে, সকল মক্ষিকা তাহার সঙ্গে যায় এবং আইসে, সেইরূপ চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গণ যায় ও আইসে, তাহাতে যোগী যেরূপ আত্ম-শরীরে ব্যবহার করিতে থাকেন, সেইরূপ পরশরীরেও করিতে পারেন। কারণ আত্মা ও মন ব্যাপক, কেবল স্বকর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহাতে সমাধি দ্বারা ঐ কর্ম্ম সকল শিথিল হওয়াতে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মা ইচ্ছানুসারে স্বীয় শরীর হইতে বাহির হইয়া পর-শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে, ভোগ নিষ্পত্তি করিতে পারেন। যোগ-সিদ্ধ হইলে আত্মা লিঙ্গ শরীরসহ পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগের সহিত গমনাগমন করিতে পারেন। কিন্তু যোগীর তখন স্থূল দেহ মৃতবৎ হইয়া থাকে; যেরূপ মৃত্যু হইলে লিঙ্গশরীর স্থানান্তরিত হইতে পারে, ইহা দ্বারা তদ্রূপ জীবের পরলোকগমন নিশ্চয় জানিতে হইবে। যদি আত্মার স্বাধীনতা হইতেছে, কিন্তু সাধনান্তর ব্যতীত কেবল এই যোগসিদ্ধিতে মুক্তিলাভ হয় না জানা আবশ্যক।

কণ্ঠদেশ হইতে উদ্ধ´গামী প্রাণবায়ুর নাম উদান; তাহাতে সংযম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে যোগী উর্দ্ধগমন করিতে পারেন এবং মহানদ্যাদিতে অথবা পঙ্কে কিম্বা কণ্টকাদিতে মগ্ন হয়েন না; এবং মগ্ন হইলেও তুলার ন্যায় ভাসিয়া উঠেন

চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া, নাভি দেশস্থ সমান বায়ুতে সংযমকরণানন্তর সিদ্ধিলাভ করিলে, প্রজ্বলন অর্থাৎ অগ্নি-শিখার ন্যায় যোগীর শরীর প্রদীপ্ত হয়।

শব্দগ্রাহক শ্রোত্র এবং আকাশ অর্থাৎ তন্মাত্র ইহার উভয়ের গ্রাহ্য-গ্রাহকসম্বন্ধ অবলম্বনে সংযম করিলে, যোগীর দিব্য শ্রোত্র হয়; তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম শব্দ এবং প্রকৃষ্ট শব্দ অর্থাৎ দৈববাণী প্রভৃতি শব্দ সকল যোগী অনায়াসে জানিতে সমর্থ হয়েন।

কায় অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীরস্থ আকাশের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে উভয়কে একত্র সংযম করিলে, যোগী তুলার ন্যায় অতিশয় লঘু হইয়া জলে ও ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সার জালে এবং সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতিতে গমন করিতে পারেন।

শরীরের বাহিরে অর্থাৎ স্বীয় শরীর ব্যতীত বাহ্যে অন্য বিষয়ে অহঙ্কার-ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের যে বৃত্তি থাকে, তাহার নাম মহাবিদেহ। তাহাতে সংযম করিলে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক চিত্তের যে প্রকাশ তাহাকে আবরণ করে যে চিত্ত মন স্বরূপ ক্লেশকর্ম্মাদি তাহার ক্ষয় হয়। ফলতঃ শরীর হইতে অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া শেষ মনের যে বৃত্তি থাকে, তাহাকে অকল্পিতাবৃত্তি বলা যায়। তাহাতে সংযম করিলে চিত্তের মল সকল ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইতে থাকে।

পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় এবং অর্থ-তত্ত্ব এই পাঁচটী অবস্থা হইতেছে। প্রত্যেক ভূতের এই পাঁচটী অব-স্থার সহিত ক্রমাধীন এক একটী করিয়া সংযম করিলে ভূত জয় হয়, অর্থাৎ ভূত সকল এই যোগীর বশীভূত হইয়া থাকে। যেমন গাভী বৎ-সের অনুসরণ করে, সেইরূপ ভূতসকল এই যোগীর অনুসরণ করিতে থাকে। স্থূল পঞ্চভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশস্বরূপ অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও তেজের দর্শন এবং গন্ধ, স্নেহ, উষ্ণতারূপ কার্য্য এবং বায়ুর প্রেরণা ও আকাশের অবকাশ দানকার্য্য এবং অন্য প্রকারের অনুভব এই সকল বিষয় স্থূল ভূতের স্বরূপ। সূক্ষ্ম অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রা। অন্বয় অর্থাৎ ঐ তত্ত্বাদি গুণসকলের প্রকাশ, প্রবৃত্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতি। অর্থচত্ত্ব অর্থাৎ এই সকল গুণেতে ভোগ এবং মোক্ষ সম্পাদন-নামা শক্তি। অতএব এই সকল অবস্থার সহিত প্রথমে স্থূল ভূত ও পরে সূক্ষ্ম ভূত সকলের প্রত্যেকের স্বতন্ত্ররূপে সংযম দ্বারা ভূত জয় হয়।

যে যোগী পূর্ব্বোক্তরূপে ভূত জয় করেন, তাঁহার অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা এই অষ্ট প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, এবং শরীরের কোন ব্যাঘাত হয় না। ফলতঃ যোগীর শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না ও জলে গলিয়া যায় না। অণিমা, পরমাণুরূপতা প্রাপ্তি। মহিমা মহত্ত্বপ্রাপ্তি। লঘিমা, লঘুত্বপ্রাপ্তি। গরিমা, গুরুত্বপ্রাপ্তি। প্রাকাম্য অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রসূর্য্যাদি স্পর্শপ্রাপ্তি। ঈশিত্ব, শরীর ও অন্তঃকরণের ঈশ্বরত্ব। বশিত্ব, সর্ব্বত্র সকল বস্তু তাহার বশে থাকে, অর্থাৎ ভূতসকল তাহার অনুগামী হইয়া যোগী যাহা বলেন, তাহার অতিক্রম করে না। কামাবসায়িতা অর্থাৎ যোগীর যে বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তাহাই তাহার প্রাপ্তি হয়। ভূত জয়ে এই আট প্রকার সিদ্ধি হয়, ইহা নির্বীজ সমাধির উপযোগী হইতেছে; ইহাকে মহাসিদ্ধি বলে। ফলতঃ শরীরাদি স্বীয় বশতাপন্ন হইলে, সমাধিতে বহুদিন স্থিতি হইতে থাকে, সুতরাং সিদ্ধি লাভ হয়।

রূপ লাবণ্য-বল-সংযুক্ত বজ্রবৎ কঠিন দেহ যে হয়, তাহার নাম কায়সম্পৎ। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিতে শরীরে এইরূপ কায়সম্পৎ হয়, তাহাতে যোগকালে শরীরসম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে না।

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় এবং অর্থচত্ত্ব এই পাঁচটী অবস্থা ইন্দ্রিয়-গণের হইতেছে। এই অবস্থার সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযমে ইন্দ্রিয় জয় হয়। অর্থাৎ এই যোগী ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিতে পারেন। গ্রহণ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহারা প্রত্যেকে ঐ ঐক একটী বিষয় গ্রহণ করে। স্বরূপ অর্থাৎ স্বকার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ। অস্মিতা অর্থাৎ অহঙ্কার। জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। অর্থচত্ব অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদননামা শক্তি। এইরূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয়। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে সমাধি সিদ্ধি হইতে পারে।

ইন্দ্রিয় জয় হইলে মনোজয়িত্ব অর্থাৎ শরীরের স্থায় মনের উত্তমগতিরূপ সিদ্ধি লাভ হয় এবং বিকরণভাব অর্থাৎ স্থূল ভূত হইতে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্-রূপে পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লাভ হয় এবং প্রধান জয় অর্থাৎ প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে। তাহাতে সর্ব্ববশিত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ সমুদায় পদার্থ যোগীর বশে থাকে। এই সকল সিদ্ধিকে যোগশাস্ত্রে মধুপ্রতিকা সিদ্ধি বলে। মধুপ্রতিক অর্থাৎ রাশীকৃত মধুর একদেশে আস্বাদন করিলে যেমন সমুদায় মধু গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ একটী ইন্দ্রিয় জয়লাভে ঐ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ হয়।

বুদ্ধির সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সংযম করিলে সত্ত্বগুণ এবং পুরুষ চৈতন্যের যে প্রকাশ হয়, তাহাকে অন্যতাখ্যাতি বলে। ঐ অবস্থাস্থিত যোগীর সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, অর্থাৎ সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। ফলতঃ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সংযম করিলে অন্যান্য গুণ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং তন্মাহাত্ম্যক্রমে যোগীর ঐরূপ ফললাভ হওয়াতে, এই সিদ্ধিকে যোগশাস্ত্রে বিশোকা সিদ্ধি বলিয়া থাকে।

বিশোকা সিদ্ধিতে যে সময়ে বৈরাগ্য জন্মায়, সেই সময় যোগীর দোষবীজ অর্থাৎ রোগাদি-বীজস্বরূপ অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া যায়; তাহাতে অবিদ্যার মূলচ্ছেদ হওয়ায়, পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ মুক্তিলাভ হয়, ফলতঃ সত্ত্বাদি গুণ সকলের অধিকার সমাপ্ত হইলে, পুরুষ স্বরূপে নিষ্ঠ অর্থাৎ কেবল চৈতন্যমাত্রে স্থিতি করে।

সমাধিস্থিত যোগীকে স্বামী অর্থাৎ দেবতারা নিমন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ নানাপ্রকার ভোজ্য বস্তু উপঢৌকন দিয়া, ভোগবিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদান করেন। কিন্তু ঐ যোগীর তাহাতে লিপ্ত হইয়া আসক্তি সহকারে আশ্চর্য্য জ্ঞান করতঃ ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা, ভোগাসক্তি হইলে পুনর্ব্বার অনিষ্ট ঘটনা হয়; অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, তাহাতে মুক্তিলাভ হয় না। অতএব যোগী সাবধানপূর্ব্বক ঐ ভোগাসক্তি ত্যাগ করিবেন। ফলতঃ যিনি যোগাভ্যাস করেন, তাঁহার চারি প্রকার অবস্থা ক্রমাধীন হইতে থাকে। প্রথম প্রবৃত্তিমাত্র জ্যোতিঃ অর্থাৎ হৃদয়ের নানা প্রকার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তাহাতে ক্রমাগত যোগেই প্রবৃত্তি জন্মে। দ্বিতীয় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্যেতে পরিপূর্ণ জ্ঞান। তৃতীয় ভূত ও ইন্দ্রিয় সকল জয় হয়। চতুর্থ চরম সমাধি যোগ প্রাপ্ত হয়। এই সমাধিকে মধুমতী সংজ্ঞা বলা যায়। ঐ অবস্থাতে দেবতারা ঐ যোগীকে পরীক্ষা করিবার জন্য দিব্য স্ত্রী ও বসনভূষণাদি উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক প্রলোভন দেখান যে, হে যোগি! তুমি এই রম্যস্থান স্বর্গপুরীতে আইস এবং দিব্য স্ত্রী-সম্ভোগ দ্বারা উৎকৃষ্ট সুখলাভ কর। এস্থানে জরা-মৃত্যু-শঙ্কা নাই, অতএব তুমি অনেক ক্লেশ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; এই-ক্ষণ সুখ ভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বলেন; কিন্তু ইহাতে যোগীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কখন ঐ সুখে ধাবিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে কখনই মুক্তি লাভ হয় না।

ক্ষণ অর্থাৎ কাল, তাহার মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি গতকাল ও বর্ত্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল, এই কাল সম্বন্ধে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ এই কাল গেলেই অন্য কাল উপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিত হইবে। তাহাতে কেবল সংসারে যাতায়াত ঘটিতেছে। এইরূপ বিবেকজাত জ্ঞান উৎপত্তি হইতে থাকে এবং এইরূপ জ্ঞান থাকিলে পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের প্রলোভনে মুগ্ধ হইতে হয় না। অতএব সংসার-বন্ধন হইতে যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পদার্থ সকলের যে বিভিন্নতা আছে, তাহা জাতি, লক্ষণ, দেশ দ্বারা জানা যায়। কিন্তু ঐরূপ অবস্থাতে কথন কথন ভেদ জ্ঞান হয় না; অতএব যে যোগী পদার্থ সকলের ভেদ জানিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞানে সংযম করেন, তিনি সকল বস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ভেদ অর্থাৎ যাহার কোনরূপ প্রভেদ অপরে না জানিতে পারে, ঐ যোগী তাহা জানিতে পারেন। জাতি অর্থাৎ গো মহিষ ইত্যাদি। লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, রক্ত ইত্যাদি। দেশ অর্থাৎ কাল, বায়ু, ভগ্নপাদ ইত্যাদি। আর ভেদ হেতু; জাতি লক্ষণ দ্বারা যাহাতে ভেদজ্ঞান না হয়। তাহার উদাহরণ এই যে, যেমন তুল্য প্রমাণ দুইটী আমলকী ফল এবং শ্বেত পার্থিব পরমাণু দুইটী ভেদজ্ঞান হয় না, সেইরূপ স্থলে যোগী তাহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন। এই যে জাতি, লক্ষণ, দেশ দ্বারা যাহার ভিন্নতা জ্ঞান হয় না, তাহারও যোগ দ্বারা ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে।

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র এবং তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। উহা পূর্ব্বজন্মের সমাধি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ পারদাদি রসায়ন ঔষধি দ্বারা গুটিকাসিদ্ধি প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মে সমাধি অভ্যাস করিলেও ইহজন্মেও সমাধি করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদের অল্প আয়াসেই ঐ সমাধি অভ্যাস হইয়া সিদ্ধিলাভ হয়। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা কেবল নিমিত্ত কারণ, সমাধি অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ কারণ মধ্যে পরিগণিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীরা স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল দেহ এককালীন ধারণ করেন, ঐ সকল দেহে, মন সকল ঐ যোগী মূল শরীরের চিত্ত হইতে অস্মিতামাত্র অর্থাৎ অভিন্ন চিত্তাংশ অহংকারমাত্র গমন করিয়া ভোগকার্য্য নির্ব্বাহ করে। যেমন, মূল অগ্নি হইতে নানা স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছুটিয়া পড়ে, সেইরূপ যোগীর ইচ্ছানুসারে মূল চিত্ত হইতে চিত্ত সকল দেহান্তরে গতি ও স্থিতি করে। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রকৃতি যোগীর বশতাপন্ন হওয়াতে, যোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহধারণ করিতে পারেন এবং প্রকৃতি আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে।

ঐ যোগীর নানা দেহে নানা চিত্ত হইলেও এবং তাহাদিগের স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় থাকিলেও যোগীর মূল চিত্ত প্রয়োজক অর্থাৎ কর্ত্তা বিধায় তাহাদিগের ভিন্ন মত হইতে পারে না। কেবল যোগীর ইচ্ছানুরূপ ভোগনিষ্পত্তি হইতে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তি স্বীয় শরীরস্থ মন এবং চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত ও প্রেরণ করিতে পারে, সেইরূপ নানা দেহস্থিত চিত্তকে যোগী অভিমত কার্য্য করাইতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ প্রভাবে সিদ্ধিলাভ হইলে যোগীর চিত্ত যে প্রকার হয়, তদপেক্ষা ধ্যানজ অর্থাৎ সমাধি প্রকারে সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগীর চিত্ত, স্বতন্ত্র, অনাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা-রহিত হইয়া থাকে। জন্ম, ঔষধি প্রভৃতিতে সিদ্ধিলাভ হইলে চিত্তের বাসনা সকল রহিত হয় না অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বাসনা থাকে।

যোগী ভিন্ন অন্য লোকের ত্রিবিধ কর্ম্ম অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্ল-কৃষ্ণ। শুক্ল অর্থাৎ যোগাদি শুভফলদ এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ হিংসাদি অশুভফলদ এবং শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ শুভাশুভ ফলদ হইতেছে। যে যোগী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কোন বাসনা নাই। তবে লোক-শিক্ষার্থে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করেন, তাহাতে তাঁহার আসক্তি নাই; এজন্য তাঁহাদের কর্ম্ম সকল ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফল হয় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী যোগীদিগের কর্ম্ম সঞ্চয় হয় না।

যে জাতীয় কর্ম্ম তাহার বিপাক অর্থাৎ যে জাতীয় কর্ম্ম তাহার পরিণামে তাহারই অনুগুণ ফলরূপ বাসনা সকল অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইতে থাকে। ফলতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্মের পরিণামে স্বর্গভোগাদি-নিমিত্ত কর্ম্মের বাসনা হইতে থাকে। নরক-প্রাপ্তি নিমিত্ত কর্ম্মের বাসনা হয় না। হিংসাদি ও যজ্ঞ উভয় কর্ম্মের ফলে স্বর্গ ও নরক উভয় ভোগ হইতে থাকে। পরন্তু ঐ সকল কর্ম্মের পরিণামে দেব, তির্য্যক্ বা মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, উক্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে অর্থাৎ শুভ কর্ম্মের ফলে দেবত্ব লাভ হইয়া স্বর্গভোগ বাসনা প্রকাশ হয় এবং অশুভ কর্ম্মের ফলে তির্য্যক্ অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-যোনিতে জন্ম লইয়া, নরকভোগ নিমিত্ত বাসনা প্রকাশ হয়। আর শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে মনুষ্য-যোনিতে জন্ম হইয়া, সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত স্বর্গ ও নরক গমন নিমিত্ত বাসনা প্রকাশ হয়। অতএব ত্রিবিধ ফল কর্ম্মের পরিণামে প্রাপ্ত হইতে থাকে। পরন্তু যে জন্মে কর্ম্ম করে, যদি ঐ জন্মে জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ভোগ হইতে থাকে, তবে পর পর জন্মে ঐ কর্ম্মের ভোগ হইবে। নতুবা প্রতি-বর্দ্ধনা থাকিলে ঐ জন্মেই দেহাবসানে স্বর্গ-নরকাদি ভোগ ও পুনরায় অন্য জাতি হইতে থাকে।

ইহসংসারে নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া সংসারীদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের বাসনা সকল পর পর জন্মে। জাতি, দেশ, কাল, ব্যবহিত অর্থাৎ সহস্র সহস্র জন্ম ব্যবধান থাকিলেও আনন্তর্য্য অর্থাৎ নিরন্তরভাবে প্রকাশ হয়। কারণ, চিত্তের স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ হওয়া হেতু ঐ রূপ ঘটনা হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিণামে চিত্তের বাসনারূপ সংস্কার জন্মে। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার স্বর্গনরকাদি ভোগের ফলের অঙ্কুরস্বরূপ হইয়া তাহার সাধনরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে। ফলতঃ সংস্কার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে কর্ম্ম, তদ্দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ ও পুনরায় কর্ম্ম, তাহাতে আবার স্মৃতি সংস্কার হইতে থাকে। অতএব কর্ম্মের শেষ হয় না এবং কার্য্য কারণেরও অভাব হয় না। একবার মনুষ্য-জন্মে মনের বাসনা দ্বারা যে কর্ম্ম করে, পর পর জন্মে যতদিন মনুষ্য না হয়, ততদিন ঐ কর্ম্মের ফল প্রকাশক বাসনা উদিত হয় না। মনুষ্য হইলে ঐ সকল কর্ম্মের বাসনা স্মৃতি-সংস্কার দ্বারা উপস্থিত হইয়া, উত্তম অথবা অধম কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে সুখদুঃখ অথবা স্বর্গনরক ভোগ হয়, এইরূপ করিতে থাকে। পুনর্ব্বার আবার ঐ কর্ম্ম করণে নানা প্রকার বাসনা ও তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম কৃত হয়। বাস্তবিক, কর্ম্ম-ফল সকল ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, কেবল মুক্তি লাভ হইলে ক্ষয় হয়। অতএব মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মের কোন বিষয় বাসনারূপে মনেতে যে অনুভব হয়, তাহা সহস্র জন্মের পর হইলেও উদিত হইতে থাকে। মধ্যের সহস্র যোনিতে ঐ সকল বাসনা মনে নিমগ্নভাবে থাকে।

বাসনা সকলের আদি না থাকায়, তাহার প্রথম বাসনা স্থির হয় না। কারণ, আশিষ অর্থাৎ মহামোহরূপা অবিদ্যার নিত্যত্ব হেতু সংকল্পাত্মক চিত্তের সহিত আত্মার যোগ হওয়াতে, চিত্তের নিজ স্বভাব রূপ সঙ্কল্প হইতে বাসনা উদিত হয়, সুতরাং তাহার আদি স্থির হইতেছে না। ফলতঃ দেহাদিসন্নিধানে বাসনার কারণ হয়, তাহাতে ঐ বাসনারূপ কার্য্য, কারণ-স্বরূপ হইয়া তাহা হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম-পরিপাকে ফলভোগার্থ বাসনা ও তাহা হইতে কর্ম্ম, এইরূপ সাশ্রয়সাপেক্ষভাবে কার্য্যকারণ ভাবকে নিবারণ করিতে পারে। অবিদ্যার নিত্যত্বহেতু বাসনার অনাদিত্ব বলাতে এইরূপে অনাদি স্বীকার করিতে হয়। কেননা, আত্মার সহিত চিত্তের যোগ ব্যতীত বাসনা প্রকাশ হয় না, ইহাতে যোগ যে কোন সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে বাসনার অনাদিত্ব ও অবিদ্যার নিত্যত্ব কি প্রকারে হইতে পারে? ফলতঃ, প্রতিকল্পেই অবিদ্যার প্রভাবে আত্মার সহিত চিত্তের যোগহেতু বাসনা হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য সমাধা হয়। প্রলয়কালে অবিদ্যা ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালে ঈশ্বর হইতে প্রকাশ হইয়া, ঐরূপ যোগ করাইতে থাকেন। ইহার আদি নাই ও অন্তও নাই, সুতরাং এই জগৎ অনাদি ও অনন্ত হইতেছে; কারণ, ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করা, তাহা কখন নিবৃত্তি হইবে না।

বাসনা সকল হেতু ফলের আশ্রয় অবলম্বন দ্বারা সংগৃহীত ও অনন্ত হইয়া পড়ে। যদি হেতু-ফলের আশ্রয়ের অভাব হয়, তবে বাসনার অভাব হয়। হেতু ফল অর্থাৎ চিত্তের সহিত আত্মার যোগ অবিদ্যা হেতু হয়। তাহার ফল শরীর এবং স্মৃতিসংস্কার প্রভৃতি তাহার আশ্রয় কর্ম্ম, তদ্দ্বারা নানা প্রকার বাসনা সংগৃহীত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ দ্বারা বাসনা সকল দগ্ধবীজবৎ অর্থাৎ ভাজা শস্যাদি যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর বাসনা নিষ্ফল হইয়া যায় এবং তাহা দ্বারা আর কোন কর্ম্ম অথবা তৎফল ভোগ হয় না। চিত্তের সহিত আত্মার যোগের অভাব অর্থাৎ চিত্ত আত্মাতে লয় হইলে অবিদ্যার অভাব হয়। সুতরাং তাহার অভাবে কর্ম্মের অভাব হয় এবং কর্ম্মের অভাবে বাসনার অভাব অর্থাৎ ক্ষয় হয়, ইহাতে পুরুষের মুক্তি লাভ অবশ্যই হইবে।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে চিত্তের স্বরূপতঃ কোন ভেদ অর্থাৎ ভিন্নতা নাই; চিত্ত একই, তবে ধর্ম্মীস্বরূপ চিত্তের নানা প্রকার ধর্ম্ম থাকাতে নানা প্রকার বাসনা হইতেছে ও যাইতেছে। ফলতঃ, বাসনা সকল অধ্বভেদে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পথস্বরূপ হইয়া নানাদিকে গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হেতু কার্য্যকারণভাবে তাহাদিগের নানাপ্রকার তত্তৎ ফল প্রাপ্তি হয়। সুতরাং নানাপ্রকার ধর্ম্ম হইতেছে। ইহা এই দর্শনে প্রতিপন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মীরূপ চিত্ত একই থাকে, তাহার নানাত্ব হয় না, কেবল তাহার নানাপ্রকার বাসনা রূপ ধর্ম্ম হইতেছে।

বাসনা সকল ধর্ম্মী অভ্যন্তর চিত্তের ধর্ম্মরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহারা ব্যক্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদে চিত্তে অবস্থিতি করে। অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণ সকল চিত্তে অবস্থিতি করিয়া তাহার স্বভাবে ও পরিণামরূপে থাকে। যেমন মৃত্তিকার পরিণাম ঘট হয়, কিন্তু তাহারা মৃত্তিকারূপে থাকে, সেইরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণের পরিণামরূপ বাসনা সকল চিত্তধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ হয়; ফলতঃ ঐ বাসনা সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ সত্ত্বের পরিণামে সুখ, রজোগুণের পরিণামে দুঃখ ও তমোগুণের পরিণামে মোহজনক বাসনা সকল উদিত হয়।

যদিও গুণ তিনটী হইতেছে, কিন্তু চিত্তের সহিত তাহাদিগের অঙ্গাঙ্গিভাব লক্ষণ রূপ পরিণাম এবং বস্তুতত্ত্ব একই হইতেছে। অর্থাৎ অঙ্গীরূপ একচিত্তের অঙ্গস্বরূপ সত্ত্ব ও রজস্তমোগুণ হইতেছে। যেমন এই শরীরের হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ থাকাতে শরীর একটী মাত্র হইতেছে এবং এক পৃথিবী হইতে নানাপ্রকার বস্তুর উৎপত্তি হওয়াতে তৎসমুদয় পার্থিব বস্তু বলিয়া স্থির হয়, সেইরূপ এক চিত্তের তিনটী গুণ ও তাহা হইতে নানাপ্রকার বাসনা প্রকাশ হইয়া এক চিত্তেই তাহা ভোগ হইতে থাকে, পরিণামে চিত্তেতেই লয় হয়। অতএব ধর্ম্মীরূপ চিত্ত একই হইতেছে।

বস্তু ও বস্তুর জ্ঞান পৃথক্ পথ হইতেছে। যদি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহা কিরূপে সম্ভব? কেননা এক বস্তুতে একই প্রকার জ্ঞান হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। কিন্তু সমান বস্তুতে চিত্তের বিভিন্ন বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযুক্ত বস্তুর গুণ ভেদ বিবিক্ত পন্থা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রকাশ হইতে থাকে। যেমন একটী লাবণ্যবতী স্ত্রীতে কামুকের সুখ জ্ঞান এবং সপত্নীর দুঃখ-জ্ঞান এবং সন্ন্যাসীর ঘৃণা বোধ হয়, সেইরূপ একচিত্তের নানারূপ বাসনা থাকাতেও চিত্ত এক ব্যতীত দুই নহে, তদ্রূপ একটী স্ত্রীতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকার ব্যবহার হইতেছে মাত্র। ফলতঃ চিত্ত এক ভিন্ন নহে এবং ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান এবং ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন চিত্ত বিধায় জ্ঞান যে তৎপ্রতি বিভিন্ন হয়, তাহাতে কোন তর্কই হইতে পারে না।

একচিত্তের এক বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান হইতে পারে না। পৃথক্ চিত্তে একটী বস্তুতে পৃথক্ জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহাতেও বস্তুর পার্থক্য নাই, কেবল গুণের পৃথকৃত্ব মাত্র। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভিন্ন পুরুষের যদি চিত্ত ভিন্ন হয়, তবে চিত্ত এক কি প্রকারে হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের সন্নিধানে চিত্তের পৃথকৃত্ব হইয়াছে। তাহাতে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সকল প্রকাশ হইতেছে। ফলতঃ জ্ঞানের প্রকাশকত্ব পর্য্যন্ত তাহার গ্রহণ স্বভাব ও বস্তুর গ্রহণ স্বভাব সর্ব্বত্র সমান আছে।

যে বস্তুর আকার চিত্তে সমর্পণ হয়, তাহার উপরাগ হেতু চিত্তের সেই বস্তু জ্ঞান হয়, আর যে বস্তুর আকার সমর্পণ না হয়, তাহা চিত্তের অজ্ঞাত থাকে। ফলতঃ, ইন্দ্রিয় দ্বারা সামগ্রীর আকার চিত্তে প্রতিফলিত হয়; অর্থাৎ যে আকার দর্শন বা শ্রবণ হয়, তাহা আত্মার সহযোগে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাতে সেই সেই বস্তুর জ্ঞান হয়; এবং কালান্তরে তাহা দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে অথবা সংস্কারবশতঃ স্মরণ হইলে, ঐ ঐ বস্তুর জ্ঞান হয় না, তাহা অজ্ঞাত থাকে। অতএব সকল বস্তুর জ্ঞান এক কালীন হয় না। তবে একের অধিক বস্তুর গ্রহণ আত্মার সহযোগে চিত্তে হইতে পারে। যদি এইরূপ হয়, প্রমাতা পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মা সকল বস্তু গ্রহণ করেন অর্থাৎ যে সময়ে নীলবর্ণ জ্ঞাত হয়েন ও সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়েই পীতবর্ণ জ্ঞাত হয়েন, ইহাতে ঐ ঐ আকার গ্রহণে ঐ আত্মাপুরুষের পরিণামিত্ব হইতে পারে; এই আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে।

প্রমাণ বিপর্য্যয়াদি চিত্ত-বৃত্তি এবং অন্যান্য বস্তু সকল যে চিত্তের প্রভু, পুরুষ-চৈতন্য তাহা সর্ব্বদা জ্ঞাত হয়েন। ফলতঃ সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞেয় হইতেছে। কিন্তু তিনি চিদ্রূপ প্রযুক্ত অপরিণামী হইতেছেন, তাঁহার পরিণামিত্ব নাই। যদি তাঁহার পরিণামিত্ব থাকিত, তবে তিনি এক বস্তুতেই পরিণামী হইয়া যাইতেন, অন্য বস্তু জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। অতএব পুরুষই জ্ঞাত, তাহার পরিণামিত্ব হইতে পারে না। চিত্ত আত্মসংশ্রবে থাকায় তাহার পরিণামিত্ব আছে, ইহাতে তাহার নির্ম্মলত্ব হেতু তাহাতে যে যে বস্তু প্রতিফলিত হয়, তৎসমুদয় আত্মা হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মার চৈতন্যের ধারা তাহাতে লাগিতে থাকায়, চিত্ত জ্ঞাত হয় বলা যায়। ফলতঃ, আত্মা ব্যতীত সে স্বয়ং জ্ঞাত নহে।

চিত্ত স্বভাব অর্থাৎ মন স্বপ্রকাশ নহে, সুতরাং পরপ্রকাশক হইতেছে অথবা কিছুই জানিতে পারে না। কেননা, মন দৃশ্য ও ঘটাদির ন্যায় জড় বস্তু হইতেছে। অতএব তাহার দৃশ্যত্ব হেতু সে দ্রষ্টা নহে, আত্মা-পুরুষই তাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্মার সাহায্য ব্যতীত মন কিছুই জানিতে সমর্থ নহে। তবে চিত্ত অর্থাৎ মন আত্মাপুরুষের সঙ্গে থাকায়, তাহাতে নির্ম্মল সত্ত্বগুণ প্রকাশ হয় ও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হওয়াতে সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন মনই জ্ঞাতা; ফলতঃ তাহা নহে। আত্মা ভিন্ন জ্ঞাতা আর কেহ নাই এবং হইতেও পারে না। যদি চিত্তের দৃশ্যত্ব হেতু তাহার স্বপ্রকাশকত্ব না থাকা বলা যায়, তবে স্ববুদ্ধি দ্বারা হিতাহিতজ্ঞান সকল অর্থাৎ আমি ক্রুদ্ধ ও আমি ভীত ইত্যাদি জ্ঞান এককালীন কি প্রকারে ধারণা হইতে পারে, এ আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সময়ে সুখ হেতু ও দুঃখ হেতু ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার বিধায়, বুদ্ধির অনবধারণ অর্থাৎ বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান না থাকায়, অহং এই আকারে তাহার সুখ ও দুঃখরূপ জ্ঞান এককালীন হয় না। তবে আত্মার সহযোগে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে; কেননা, আত্মা স্বীয় এবং পর প্রকাশ হইতেছেন। তাহাতে আত্মার সহযোগে বুদ্ধির দ্বারা মনের অর্থনিষ্ঠ অর্থাৎ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে। স্বীয়নিষ্ঠ অর্থাৎ আপনা হইতে স্ব-প্রকাশত্ব জ্ঞান হয় না।

যদি কেহ বলেন যে, বুদ্ধি অন্য দ্বারা আপনাকে জানে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ সে বুদ্ধিও স্বীয় ভাবকে জানে না। সুতরাং সেও বুদ্ধ্যন্তরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অতএব বুদ্ধ্যন্তর কল্পনা করা বৃথা হইতেছে। ফলতঃ স্মৃতিসঙ্কর অর্থাৎ এক সময়ে নানাপ্রকার স্মৃতি অর্থাৎ রূপ-জ্ঞান ও রস-জ্ঞান এক বুদ্ধিতে হইতে পারে না; এজন্য চিদ্রূপ-পুরুষ হইতে বুদ্ধির নানাপ্রকার স্মৃতি হইতে থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। কেননা, আত্মাই বুদ্ধি দ্বারা নানাপ্রকার বিষয় এককালে জানিতে পারেন। আত্মা ভিন্ন মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বস্তুই জড় হইতেছে, তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃ আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। অন্য বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির জ্ঞান জন্মে না; কেবল চিদ্রূপ আত্মা হইতে বুদ্ধির জ্ঞান এবং আত্মাই সকল বিষয় জানিতে পারেন।

বুদ্ধি যে সময় অপ্রতিম সংক্রম অর্থাৎ অন্যত্র গমন রহিত হইয়া কেবল চিদ্রূপ পুরুষেতে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তদাকারাপত্তি অর্থাৎ আত্মার আকার চিদ্রূপতা অর্থাৎ চিৎশক্তি বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রকাশ হইতে থাকায় বুদ্ধি স্বীয়-স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া আপনাকে বুদ্ধি বলিয়া জানিতে পারে।

দ্রষ্টা পুরুষ চৈতন্য কর্তৃক যে সময়ে দৃশ্য প্রকৃতিতে উপরোক্ত প্রতি-বিম্বরূপ চৈতন্যের ছায়া পতিত হয়, তৎকালে চিত্ত অর্থাৎ মন সর্ব্বার্থগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সকল বস্তু গ্রহণ করিতে এবং আপনাকে আপনি জানিতে সমর্থ হয়েন; ফলতঃ যে সময় রজস্তমগুণকে অভিভূত করতঃ কেবল নির্ম্মল সত্ত্বগুণমাত্র থাকে, ঐ সময় ঐ সত্ত্বগুণে চিদ্রূপের ছায়া পতিত হওয়ায় মনেরও তদ্রূপতা জন্মে। সুতরাং মন সর্ব্বার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। যেমন নির্ম্মল দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল সত্ত্বগুণে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িতে থাকে। তাহাতে মন তন্নিকটস্থ থাকায় মনেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব ভাব জন্মে। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহের নিকটবর্ত্তী হইলেই সংযোগ হয়, তদ্রূপ চিত্তেরও নির্ম্মল সত্ত্বগুণের সহিত সংযোগ হয়। ঐরূপ সংযোগ হইলেই মন আপনাকে আপনি জানিয়া সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ হইয়া মোক্ষপথে গমন করিতে থাকে। বাস্তবিক, মনেতে আত্মার চিৎশক্তি প্রকাশ হওয়ায়, তদনুবলে মনই সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। আত্মাতে সুখদুঃখের ভোগ নাই, কেবল মনের সহিত অত্যন্ত নিকটস্থ থাকাতে আবেগবশতঃ আত্মা ভোক্তা না হইলেও ভোক্তা বলিয়া তাহার ভাণ হইতে থাকে। চিদ্রূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব সাধারণরূপে অনির্ম্মল চিত্তেও লাগে; যেমন অনির্ম্মল জলেও সূর্য্যপ্রতিবিম্ব প্রকাশ হয়, তদ্রূপ ব্যবহার দশায় আত্মার প্রতিবিম্ব চিত্তে লাগাতে, চিত্ত ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। তবে নির্ম্মল সত্ত্বগুণে আত্মার প্রতিবিম্ব যে সময়ে পতিত হয়, তখন চিত্ত মোক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে এবং সর্ব্বার্থ গ্রহণ অর্থাৎ সকল বস্তুর জ্ঞান ভ্রান্ত হয়। ফলতঃ পুরুষের ভোগসাধনই প্রকৃতির প্রয়োজন; যখন সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজস্তমোগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি পুরুষের ভোগসাধন করেন। আর যখন রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নির্ম্মল সত্ত্বগুণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন মোক্ষসাধন করিতে থাকেন। যদি এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় যে, প্রকৃতি জড়, তাঁহার পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত হওয়া কি প্রকারে সম্ভব ? তাহার উত্তর এই যে, পুরুষের নিকটস্থ থাকাতে প্রকৃতির অনুলোম এই যে, প্রকৃতি স্বয়ং সত্ত্বেও প্রকৃতি মহাভূত ও তাহার বিকারাদি নানা পদার্থ ভাবে জগতের পরিণাম। আর প্রতিলোম এই যে, জগতের সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব কারণে লয় করিয়া স্বয়ং স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হওয়া। বস্তুতঃ পুরুষের ভোগ সমাপ্তি হইলে প্রকৃতির আর পরিণাম হয় না। অতএব জড় প্রকৃতি দ্বারা ধারাবাহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। যদি প্রকৃতির এইরূপ স্বাভাবিকী শক্তি থাকে, তবে মোক্ষের নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন থাকে না এবং শাস্ত্র ও উপদেশ সকল বৃথা হইয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তৃত্বভাব বহুকাল হইতে থাকায়, উভয় সংযোগে প্রকৃতি চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানবশতঃ নানাপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা যে দুঃখানুভব হইতে থাকে, ঐ দুঃখ নিবৃত্তি জন্য শাস্ত্রোপদেশ মুক্তিবিষয়ে যত্ন করিয়া থাকে। ফলতঃ মুক্তির চেষ্টা পুরুষ হইতে উদ্ভব হয় ; কেননা, পুরুষই চৈতন্য এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে বস্তু গ্রহণ তাহাতে আছে, তদ্ভিন্ন কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। রজস্তম সহিত যোগে মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রকাশ হইয়া থাকে। মন বুদ্ধি একই প্রকার বস্তু, কেবল বৃত্তিভেদে পৃথক্ ; অর্থাৎ সংকল্প করিয়া বিকল্প মনোবৃত্তি এবং নিশ্চয়তা বুদ্ধির বৃত্তি।

চিত্ত অসংখ্য বাসনাদ্বারা স্বীয় স্বামী দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষ সাধন করে। যেহেতু সংগতিকারী অর্থাৎ পুরুষের সহিত হওয়ায়, সে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব পুরুষের নিমিত্ত ব্যতীত চিত্তের নিজের নিমিত্ত সে কিছুই করে না। যেমন দেহের শয়ন ও ভোজনাদি কার্য্য সকল আত্মার জন্য হইতেছে, দেহের জন্য নহে, তদ্রূপ চিত্তের কার্য্যও হইতেছে। ইহাতে দ্রষ্টা পুরুষের অনুমান হইতেছে, যেমন ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তদ্রূপ জড় প্রকৃতির যোগ থাকায় নানাপ্রকার কার্য্য সাধন হইতেছে। নতুবা কেবল জড় দ্বারা কার্য্য হইতে পারে না।

চিত্ত যে সময় আত্মভাবকে ভাবনা করিয়া আপনার ও পুরুষের বিষয় বিশেষ দর্শন করে, তখন তাহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিবৃত্তি হইয়া আত্মার সহিত একরূপতা প্রাপ্তি হয়। তাহাতে তাহার আর কর্ম্মের চেষ্টা হয় না। কেননা, চিত্ত আত্মাকার প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বরূপ থাকে না, কেবল নামমাত্র সত্তা থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া মোক্ষভোগী হয়। বিশেষদর্শী ও মোক্ষভোগী তাহাকেই বলা যায়, যাহার মোক্ষপথ শ্রবণে লোমহর্ষ ও অশ্রুপাত হইতে থাকে। যেমন বর্ষাকালে উদ্ভিদ্ পদার্থের অঙ্কুর দর্শনে বীজের অনুমান হয়, তদ্রূপ লোমহর্ষাদি চিত্তের আশ্চর্য্য পরিণামদর্শনে ঐ ব্যক্তিকে মোক্ষভোগী অনুমান করা যায়।

চিত্তের কর্ত্তৃত্বাভিমান হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়, তাহাতে বিবেক নিম্ন অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান প্রাপ্তি এবং কৈবল্যমুক্তির প্রাগ্ভাব অর্থাৎ আরম্ভ উপস্থিত হয়।

সমাধিস্থিত যোগীর ছিদ্র অর্থাৎ অন্তরায় সকলের মধ্যে যে সকল প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তাহারা পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ উদিত যোগ ভিন্ন করিতে থাকে। আমি, আমার, এইরূপ বিঘ্ন সকল চিত্তের বৃত্তিক্ষণে হইলেই সংস্কার বশতঃ উপস্থিত হয়।

অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলের হানোপায় অর্থাৎ ক্ষয়ের উপায় সেই উপায় দ্বারা সংস্কার সকল ক্ষয় করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সংস্কার ক্ষয় হইলে আমি আমার ইত্যাদি প্রত্যয়ান্তর সকল থাকে না। যেমন জ্ঞানাগ্নি-স্পর্শে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল দগ্ধবীজবৎ হইয়া চিত্তভূমিতে আর অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ সংস্কার সকল ক্ষয় হইলে প্রত্যয়ান্তর সকল নিবৃত্তি হইয়া যায়।

বহুতর বিষয়ের তত্ত্ব সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা করা সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি কোন ফল প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিঘ্ন সকল রহিত হইয়া বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হয় এবং ঐ বিবেক খ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘস্বরূপ সমাধি সিদ্ধি হয়। ধর্ম্মমেঘ অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানপ্রাপ্তির হেতুভূত যে ধর্ম্ম তাহাই সেচনকারী মেঘরূপ সমাধি হইতে থাকে। ফলতঃ যে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ঐরূপ জ্ঞানের হেতুভূত সমাধি সিদ্ধি হয়।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমেঘ হইতে ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল এবং সংসারভ্রমণযোগ্য শুভাশুভ কর্ম্ম এবং বাসনা সমূলে নিবৃত্তি হয়।

অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম সকল চিত্তের আবরণকারী মনঃস্বরূপ হইতেছে। অতএব ঐ মন যাহার রহিত হয়, তাহার জ্ঞানের অনন্তপ্রযুক্ত সমুদায় জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হয়। ফলতঃ ঐ যোগীর আকাশের ন্যায় অনন্ত অসীম অপরিমিত জ্ঞান জন্মে ; এবং সেই জ্ঞান হেতু যোগী অক্লেশে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারেন।

ধর্ম্মমেঘের উদয় হইলে ক্লেশ কর্ম্ম সকল নিবৃত্তি হয়, তাহাতে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ সকল কৃতার্থ হয়, অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন কর্ম্ম সমাপ্ত করাতে পুরুষের অর্থ সিদ্ধ করা হয়। তাহাতে ঐ কৃতার্থ হওয়া গুণ সকলের পরিণামক্রমে সকল সমাধি হইতে থাকে। অর্থাৎ আর পরিণাম হয় না। ফলতঃ গুণ সকল প্রকাশরহিত হয়। যে পর্য্যন্ত পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত চিত্তের পরিণামিত্ব থাকে। অর্থাৎ এক বস্তু হইতে নানাবস্তু উৎপত্তি হইতে থাকে ; কিন্তু পুরুষের ভোগ মোক্ষ সাধন হইলেই আর প্রকৃতির পরিণামিত্ব থাকে না। সুতরাং গুণ সকল কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে।

গুণ সকলের পরিণামের ক্রম এই যে, ক্ষণ অর্থাৎ অল্পমাত্র কাল তাহার প্রতিযোগী ক্ষণ অর্থাৎ তৎপরক্ষণ এবং ক্রমশঃ দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, যুগান্তর প্রভৃতি কেবল সমূহ সৃষ্টির বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল মহাভূত হইতে যে প্রকার পরিণামরূপে প্রকাশ হইতে থাকে; ঐ সকল পরিণামের উত্তরোত্তর যে পরিণাম অনুভব হয়, তাহাকে ক্রম বলে। পরিণাম এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি। ইহার অপরান্ত নিগ্রাহ্য অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত ক্রম কেহ জানিতে পারে না। কারণ পরিণামের সীমা নাই। কেননা, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদাদি পদার্থ জন্মে এবং ঐ সকল পদার্থের পরিণামে আবার মৃত্তিকা হয় ইত্যাদি। যে যোগীর গুণ সকল কৃতার্থ হয়, ঐ গুণ সকলের পরিণামের ক্রম আর থাকে না এবং তাহার পুনরাবৃত্তিরূপ কোন পরিণাম হয় না; সুতরাং ঐ যোগী কৈবল্য মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতির পরিণামরহিত হইয়া পুরুষ মুক্ত হইলে, নিগু'ণ পরমাত্মার স্বরূপ হইয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে স্থিতি করে।

পুরুষার্থশূন্য অর্থাৎ পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষরূপ লক্ষণের সমাপ্ত অবস্থাপন্ন গুণ সকলের প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামিত্ব রহিত হইয়া ক্ষণকালের স্বরূপের নিমিত্তও কোন প্রকার বিকার উদ্ভব না হয়, অথবা চিৎশক্তির স্বরূপে লয় হইয়া আত্মার চিৎস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। ফলতঃ সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিতিশক্তি প্রভৃতি সমুদায় বস্তুর লয় হইয়া কেবল চিদ্রূপ আত্মামাত্র যে অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই কৈবল্য বলা যায়। এই চিদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বরজস্তমোগুণাপ্রকৃতির সহিত যোগে সংসারী হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ আবদ্ধ হইতে থাকেন। তদনন্তর নানাযোনি ভ্রমণকরতঃ দুঃখানুভব হওয়াতে মুক্তি ইচ্ছা জন্মে, তাহাতে যোগসাধনে প্রবৃত্তি হয়। পরে সমাধি অবস্থায় ক্রমশঃ তত্ত্ব সকলের লয় হইয়া পরিশেষে রজস্তমোগুণ লয় হইয়া সত্ত্বগুণমাত্র থাকে, তদনন্তর চিতিশক্তিতে সত্ত্বগুণের লয় ও তৎপরে চিতিশক্তির লয় হইলেই চিদ্রূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, কেবলমাত্র অবশিষ্ট থাকায়, কৈবল্য লাভ হইল। কৈবল্য কেবল আত্মামাত্র থাকাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা যায়, সুতরাং আত্মা আর সংসার ভ্রমণ করিতে না পারায় তাহার মুক্তি লাভ হইল।

পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্ম দুই প্রকার। যাহার ফল শীঘ্র হয়, তাহার নাম সোপক্রম ও যাহার ফল বিলম্বে হয়, তাহার নাম নিরুপক্রম। এই দুই প্রকার কর্ম্মেতে যে সংযম করে অর্থাৎ আমার পূর্ব্বজন্মের কি কর্ম্ম আছে, ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া যোগ করিলে সেই যোগীর অপরান্ত জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ অমুক সময়ে অমুক স্থানে আমার এই শরীর বিয়োগ হইবে, ইহা নিঃসংশয় রূপে জানিতে পারেন; এবং আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ অরিষ্ট দ্বারা শরীরবিয়োগের কাল জানিতে পারেন। তখন আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহস্থিত প্রাণবায়ুর শব্দ শুনিতে পায় না অথবা নেত্রে জ্যোতিঃ পদার্থ দর্শন করে না। আধি-ভৌতিক অর্থাৎ অকস্মাৎ স্বর্গলোক কিম্বা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পায়। এই সকল ব্যাপার দর্শনে শীঘ্র মরণ হইবার উপলব্ধি হয়। যদিও যোগ ব্যতীত কখন কখন কোন ব্যক্তি এই ত্রিবিধ অরিষ্ট দেখিতে পায়; কিন্তু তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে মরণের সময় ও স্থান জানিতে পারা যায় না, কেবল যোগবলে সকল যোগীই নিশ্চয়রূপে জানিতে পারেন। পুরুষ যে সকল কর্ম্ম ক্রমাধীন বলিতে থাকে, উত্তরোত্তর তাহার ফল জন্মজন্মান্তরে ফলিতে পারে। তাহাতে যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, তাহা শীঘ্র ফলে; যেমন উষ্ণদেশে আর্দ্র বসন বিস্তার করিয়া দিলে শীঘ্র শুষ্ক হয় সেইরূপ। আর যে কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি সময় হয় নাই, উত্তরোত্তর কর্ম্ম সকল সমাপ্ত হইলে পরে ফলিবে, তাহার বিলম্বে ফল হইবে। যেমন আর্দ্রবসন স্তূপাকার করিয়া শীতল স্থানে রাখিলে বিলম্বে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ সোপক্রম ও নিরুপক্রম হইতেছে।

মৈত্রী, করুণা এবং মুদিত এই তিন প্রকার বিষয়ের প্রত্যেক বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযম করিলে, সেই যোগী মিত্রের প্রতি মৈত্রবল, দুঃখীর প্রতি করুণাবল, পুণ্যশীলের প্রতি হর্ষবল লাভ করে। পাপীর প্রতি উপেক্ষাবল যোগ ব্যতীতও হইয়া থাকে, কেননা উপেক্ষার সংযম না থাকায় উহাতে যোগসিদ্ধি হয় না। ফলতঃ, মৈত্রবল ও করুণাবল এবং হর্ষবল লাভ এই প্রকারে হয়। অর্থাৎ যোগীর এইরূপ সংকল্প হয় যে, আমার মৈত্রবল লাভ হউক, অর্থাৎ সকল প্রাণী যেন আমাকে মিত্র জ্ঞান করে। তাহাতে যোগসিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তি যোগীকে মিত্র-জ্ঞান করিবে, তাহার প্রতিযোগী মিত্রতা দর্শন করাতে তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ যোগীরা করুণা-দ্বারা দুঃখী ব্যক্তির কষ্ট মোচনে সমর্থ হইবেন এবং পুণ্যশীল ব্যক্তিরও দুঃখ দূর করিতে পারিবেন, আর পুণ্যশীল ব্যক্তিরা যোগীর অনুগ্রহে সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত থাকিবেন।

অন্তরে সূর্য্যরশ্মিতে ভুবন জ্ঞানার্থে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমুদায় ঐ যোগী জানিতে পারেন। চতুর্দ্দশ ভুবন অর্থাৎ ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ, সত্য, এ সপ্ত-সর্গ এবং রসাতলাদি সপ্ত পাতাল হইতেছে। ফলতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের নাম ভুবনপদবাচ্য।

চন্দ্রের তারা জ্ঞানের জন্য সংযম করিলে নক্ষত্রের বিষয় সকল জানিতে পারেন।

নিশ্চয় ধ্রুবতারাতে সংযম করিলে নক্ষত্রের প্রত্যেকের গতি জানা যায়। অর্থাৎ ঐ নক্ষত্র, এইটী গ্রহ, এইটী কাল, এইটী রাশি, ঐ রাশিতে ঐ নক্ষত্র যাইতেছে, ইহা সমুদায় জানিতে পারা যায়।

নাভি-চক্রে ভূতস্থান বিধায় তাহাতে সংযম করিলে, সেই যোগী কায়গত অর্থাৎ শরীরস্থ রস, ধাতু, নাড়ী প্রভৃতির অবস্থা ও স্থিতির নিয়ম সকল জানিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠকূপে অর্থাৎ কণ্ঠার নীচে যে কূপ আছে, তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়।

কণ্ঠকূপের নীচে যে কুর্ম্মনাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে মনের স্থিরতা হয়, অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা থাকে না।

অন্য কোন নিমিত্ত না হইয়া কেবল সংসার হইতে ত্রাণ হওয়ার জন্য প্রথমতঃ মনোমাত্র জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যে সংযম করা যায়, তাহাতে অন্তঃকরণে সূর্য্য-কিরণের ন্যায় প্রভা উদিত হয়। ঐ প্রভাকে বিবেক-খ্যাতি বলে। ঐ বিবেকখ্যাতিরূপ প্রভাকে অবলম্বন করিয়া যে সংযম করে তাহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। অর্থাৎ সেই যোগী অন্য কোন প্রকার যোগ সিদ্ধ না হইলেও এই যোগের ফলে সমস্ত জানিতে পারেন।

হৃদয়পদ্মে সত্ত্বগুণের স্থান হইতেছে, তাহাতে সংযম করিলে স্বীয় চিত্ত-গত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাসনা সকল এবং চিত্তগত অনুরাগাদি সমুদায় সেই যোগী জানিতে পারেন।

পরকীয় চিত্তকে অবলম্বন করিয়া যোগ হইতে পারে না। কেননা, যোগীর চিত্ত অবিষয়ীভূত অর্থাৎ পর বিষয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহা কোন চিহ্ন দ্বারা নির্ণয় হইতে না পারায়, ইহা যোগীরা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তবে পর চিত্তের ধর্ম্ম কি, ইহাই অবলম্বন করিয়া যে যোগী সংযম করেন, তাহাতেই পরচিত্ত-জ্ঞান জন্মে। পরের চিত্তকে অবলম্বন না করিয়া পরচিত্তের ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যোগ করাই কর্ত্তব্য। ফলতঃ পরের চিত্তে কি বাসনা আছে, ইহাই অবলম্বন করিতে বলি-তেছেন।

শরীরের রূপ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য গুণকে অবলম্বন করিয়া যে সংযম করা যায়, তাহাতে অন্য সকল ব্যক্তির চক্ষুর দর্শন-শক্তি স্তম্ভন হওয়াতে চক্ষুর প্রকাশের সংযমাভাবে কোন ব্যক্তি ঐ যোগা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ দেখিতে পান না। যোগী অন্তর্ধ্যান হইতে পারেন। ফলতঃ রূপতন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া যোগ করিলে, ভাবনাবশাৎ পরের চক্ষুর দর্শনশক্তি এরূপ অপ্রকাশ হয় যে, ঐ যোগীকে কেহ দেখিতে পায় না।

সত্যনিষ্ঠ যোগী ক্রিয়াফল অর্থাৎ যজ্ঞাদির ফল যে স্বর্গভোগাদি তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ যজ্ঞাদি না করিয়া ও কেবল সত্য প্রতিষ্ঠাতে ঐ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অচৌর্য্য অভ্যাসে অভিলাষ ব্যতীতও সমস্ত দিব্যরত্ন যোগীর নিকট উপস্থিত হয়।

যে যোগী ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করেন, তিনি শরীর এবং ইন্দ্রিয় ও মনেতে উৎকৃষ্ট বীর্য্য লাভ করেন।

অপরিগ্রহ অভ্যাস ও স্থির হইলে জন্মান্তরের বৃত্তান্ত তাঁহার জ্ঞান-গোচর হয়। অর্থাৎ জন্মান্তরে আমি কি ছিলাম ও কি কার্য্য করিয়াছি এবং ভবিষ্যৎ জন্মে কি হইব ও কি করিব, তৎসমুদায় জানিতে পারেন। সুতরাং মুক্তিলাভের ইচ্ছা জন্মে ও জ্ঞানের হেতু হয়।

শৌচ অভ্যাস দ্বারা যোগীদিগের স্বীয় শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মে ও মনে হয়, রক্তমাংস অস্থিচর্ম্মাদিবিশিষ্ট অশুচি শরীরের প্রতি আগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং ইহাতে পরশরীরসংসর্গে কখনই ইচ্ছা জন্মে না। কেননা, যাহার নিজ শরীরে ঘৃণা জন্মে, তাহার কাছে নিঃসম্পর্কীয় পর-শরীর অত্যন্ত অশুচি ও ঘৃণিত বলিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন পরশরীরে সংসর্গ হইতে পারে না, তখন সঙ্গ বর্জ্জিত হইলে যোগসিদ্ধি হইতে পারে।

যে ব্যক্তি শৌচ অভ্যাস করেন, তাঁহার সত্ত্বগুণ-শুদ্ধি অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রকাশরূপ সুখানুভব হয়, তাহাতে সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রীতি জন্মায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ প্রীতিহেতু মনের একাগ্রতা অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি হইয়া চিত্তের স্থিরতা জন্মে এবং চিত্ত স্থির হইলে ও বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ পরাঙ্মুখ হইলে আবার ইন্দ্রিয় জয় হয়। তাহাতে আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। অতএব যোগীদিগেয় শৌচ অভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক।

যোগীদিগের সন্তোষ অভ্যাসে যারপরনাই এরূপ আন্তরিক সুখ লাভ হয়। ফলতঃ বাহ্যসুখ তাহার শতাংশের একাংশও নহে। অতএব সন্তোষ অভ্যাস হেতু অত্যুত্তম সুখলাভ হইয়া থাকে।

যিনি তপঃ অভ্যাস করেন, তাঁহার চিত্তের ক্লেশাদি অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া শরীর এবং ইন্দ্রিয় সিদ্ধি হয়। ফলতঃ, শরীরে শীতোষ্ণ সহ্য এবং ইন্দ্রিয়গণের উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনে ক্ষমতা ও নানাপ্রকার যোগসিদ্ধি হয়।

অভিপ্রেত মন্ত্রজপাদি দ্বারা যোগীরা ইষ্টদেবতার সংপ্রয়োগ করিতে পারেন। অর্থাৎ যে দেবতার মন্ত্র জপ করেন, ঐ দেবতা প্রত্যক্ষ হয়েন এবং মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মে।

বিশেষ ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া যোগীর ক্লেশাদি ক্ষয় করতঃ তাঁহার সমাধি জ্ঞান জন্মাইয়া দেন। অতএব ঈশ্বরে ভক্তি দ্বারা সমাধি সিদ্ধি হয়। সমাধি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে, সুতরাং অন্যান্য ফল ইহার অন্তর্ভূত বলিয়া তাহার উল্লেখ হইল না, ফলতঃ ঈশ্বরে ভক্তি করিলে সকল ফল লাভ হয়।

জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ একজাতির পরিণামে অন্য জাতি হইবে। ইহার নিমিত্ত কারণ ধর্ম্মাদি নহে। ফলতঃ প্রকৃতি প্রয়োজক ধর্ম্মাদি। কেবল কার্য্যদ্বারা কারণের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ কৃষাণ এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে জল লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে কুদ্দাল দ্বারা উভয় ভূমির মধ্যে আবরণ কাটিয়া দেওয়ায় জল আপনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া যায়, জল যাইবার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, সেইরূপ প্রকৃতির আবরণ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেছে, ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ অর্থাৎ ক্ষয় হইলে প্রকৃতি নিজ পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং একজাতি হইতে জাত্যন্তর প্রাপ্ত হয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

অষ্টসিদ্ধি

যোগবলে নানাবিধ সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে অষ্টসিদ্ধিই প্রধান, অষ্টসিদ্ধি লাভ হইলে ভগবানসদৃশ হওয়া যায়। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব এই আট প্রকার মহাসিদ্ধির নাম অষ্ট ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরে স্বতঃসিদ্ধভাবে এই অষ্ট মহৈশ্বর্য্য নিহিত আছে। মানবগণ সাধনার দ্বারা ঐ সকল ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তবে একই মনুষ্য এক জন্মেই সমস্ত সিদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারে না। অষ্টসিদ্ধি একজনে লাভ করিলে, সে ভগবানের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হয়, তখন তাহার ভগবানের সহিত পার্থক্য থাকে না বলিয়া, সে ব্যক্তি চরম সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হওত ভগবানে মিশিয়া যায়। এক একটী ঐশ্বর্য্য লাভে যোগিগণ মুগ্ধ হন না এবং তৎপ্রকাশ করিবার চেষ্টাও করেন না; কিন্তু আপনা আপনি হয়ত সময়ে সময়ে ইহা ফুটিয়া বাহির হয় বলিয়া লোকে জানিতে পারে; ফলতঃ যোগের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, তৎপ্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজের কোন অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করেন। যাঁহারা কোনরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া তৎপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের পতন হয় অর্থাৎ উন্নতি সেই পর্য্যন্ত হইয়াই নিরস্ত হয়, কোনরূপ ভবিষ্যতের উন্নতির আশাভরসা থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতজয়ী হইলে অণিমা, লঘিমা, মহিমা ও প্রাপ্তি এই চারিটী ঐশ্বর্য্যলাভ করা যায়। এই ভূতজয়ী হইবার উপায় প্রেততত্ত্বে উক্ত হইয়াছে। সংযম সিদ্ধিদ্বারা ভূতের স্বরূপ অবস্থার সাক্ষাৎ হইলে প্রাকাম্য লাভ হয়, ভূত-সমূহের সূক্ষ্ম অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে বশিত্ব, সর্ব্বভূতে স্বামিত্বরূপ প্রভুত্ব দৃষ্ট হইলে ঈশিত্ব, আর ইচ্ছাবসানশক্তি জিত হইলে কামাবসায়িত্ব লাভ হইয়া থাকে।

অণিমা। স্থূল ও বৃহৎ শরীরকে ইচ্ছামত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অর্থাৎ অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করিবার শক্তিকে অণিমা কহে।

লঘিমা। ইচ্ছা যতটুকু ততটুকু পাতলা হইবার শক্তিকে লঘিমা কহে।

মহিমা। দেহের কোন অঙ্গকে বৃহৎ করা বা যত ইচ্ছা নিজদেহকে বৃহৎ করিবার ক্ষমতাকে মহিমা কহে।

প্রাপ্তি। যথা ইচ্ছা সর্ব্বত্র গমন করিবার যে ক্ষমতা, তাহাকে প্রাপ্তি কহে।

প্রাকাম্য। দূরস্থিত যে কোন দ্রব্যকে নিকটে আনয়ন করিবার যে শক্তি, তাহাকে প্রাকাম্য কহে।

বশিত্ব। জীবজন্তু এবং পঞ্চভূতাত্মক পদার্থমাত্রেই ইহার শক্তিতে বশীভূত হইয়া থাকে। স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি এই শক্তিবলে সাধিত হয়।

ঈশিত্ব। ভৌতিক পদার্থ মাত্রেরই উপর প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্যকে ঈশিত্ব কহে।

কামাবসায়িত্ব। ইহা দ্বারা যিনি যখন যে ভৌতিক পদার্থের প্রতি যে শক্তি প্রয়োগ করেন, তখন সেই পদার্থ তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট হয়।

মন্ত্রসিদ্ধি

প্রত্যেক চক্রের ও মণ্ডলের (বা প্রধান প্রধান স্থানের) এক একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যক্ষ আছেন এবং সেই চক্রের বা মণ্ডলের স্বতন্ত্র ধ্বনি বা শব্দ আছে। চক্রাদি হইতে নির্গত শব্দকে ধ্বনি কহে। যে স্থান হইতে যে ধ্বনি নির্গত হইয়াছে, সেই ধ্বনিকে সেই মণ্ডল বা চক্রের মন্ত্র বলে। এই সকল শব্দ বিনা আঘাতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনাহত ধ্বনি কহে। আমা-দের জীবাত্মার ধারা ঐ শব্দের ধারায় মিলিত করিতে পারিলে, ঐ মন্ত্রের সাধন হয়। যেমন দুইটী তারের যন্ত্র যদি এক সুরে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে একটীতে আঘাত করিলে অপরটীও বাজিয়া উঠে, ইহাকে সমস্বর লহরী (Law of harmoney) কহে। সেইরূপ যে স্থানে যেরূপ শব্দ হইতেছে, তাহার অনুকরণ করিয়া বর্ণাত্মক শব্দে অর্থাৎ বর্ণ দ্বারা লিখিয়া সেই বর্ণের উচ্চারণ করিলে, যদি ঐ ধ্বনির সহিত মিলাইতে পারি, তবেই তাহা মন্ত্র হইল ও সেই মন্ত্রের সাধনা হয়; কিন্তু আমাদিগের এই কর্ণে সমস্ত শব্দ শ্রুত হইবার উপায় নাই। আমাদিগের সূক্ষ্ম কর্ণ যতদিন পর্য্যন্ত না খুলিবে, ততদিন এই শব্দ শ্রবণগোচর হইবার উপায় নাই।

প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থানের ও চক্রের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে, সেই সেই শব্দ বা মন্ত্রের সাধন করিতে পারিলে, সেই চক্রের ও সেই মন্ত্রের যে ক্ষমতা, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চক্রের মন্ত্র সাধন দ্বারা মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দেবদেবীর শক্তি ও মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি শক্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। যদি কেহ শিবমন্ত্রের সাধন করে, তবে সে সংহারশক্তিলাভ করিতে পারিবে। কেহ ব্রহ্মার মন্ত্র সাধন করিলে, উৎপাদনশক্তি আয়ত্ত করিতে পারিবে, কেহ বিষ্ণু মন্ত্রের সাধন করিলে, পালনশক্তি লাভ করিবে এবং এতদ্ব্যতীত অপরাপর চক্র ও স্থানের মন্ত্র সাধন দ্বারা যথাযথ শক্তি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মন্ত্র যে কি তাহা সকলে অবগত নহে বলিয়া, তাহার একটু আভাস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল ; কিন্তু সে সকল তত্ত্ব অভ্যাসী ব্যতীত উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। আজ কাল অর্থ না জানিয়া অনেকে মন্ত্র বিকৃতি করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃত মন্ত্র প্রকৃত ভাবে উচ্চারিত হইলে ও বিধি পূর্ব্বক সাধিত হইলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। একেত স্বর বা ধ্বনিকে বর্ণের দ্বারা উচ্চারণ করিলে, তাহা অবিকল উচ্চারণ হওয়া দুঃসাধ্য, তাহার উপর আবার অল্পমাত্র প্রভেদ হইলে বা উচ্চারণ অবিকল না হইলে, ফলের যে বৈলক্ষণ্য হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে করুন, "বৌকথা কও" পক্ষীর ডাকে আমি শুনিলাম ; "বৌকথা কও"; একজন পারসী বা হিন্দুস্থানী শুনিলেন, "ঐ মাথা খাও"। এইরূপে সেই শব্দ ভিন্নরূপ বর্ণেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেটী সর্ব্বাপেক্ষা অবিকল ও অনুরূপ, তাহা ধরিয়াই মন্ত্র হইয়াছে।

সংযমসিদ্ধি

"সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।" সাধক সংযম দ্বারা চিত্তস্থিত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার অবগত হইলে, পূর্ব্বজন্মের বিষয় জানিতে পারে।

"ভুবন-জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ।" অর্থাৎ সূর্য্য-সংযম দ্বারা সমগ্র জগতের সমুদয় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

"কায়রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশাসংযোগে হন্তর্ধানম্।" অর্থাৎ কায়গতরূপে অর্থাৎ দেহাকৃতির উপর সংযমকরতঃ সেই আকৃতি অনুভব করণের শক্তি স্তম্ভিত হইলে, ও চাক্ষুষ আলোকের সহিত তাহার অসংযোগ হইলে, যোগীব্যক্তির অন্তর্ধান শক্তি জন্মে, তখন তিনি সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইতে সমর্থ হন।

"প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।" অর্থাৎ অন্তঃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করণের সারভূত সাত্ত্বিক আলোকে সংযম করিতে পারিলে, অনেক দূর-পদার্থও প্রত্যক্ষগোচরবৎ দৃষ্ট হয়।

"বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।" বন্ধের কারণগুলি যখন শিথিল হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচারস্থান সকলকে অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ী সকল যোগী জানিতে পারেন, তখন তিনি পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।" দেহ ও আকাশের পরস্পরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে, দেহ তুলার মত লঘুভারবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তখন তিনি অনায়াসে আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে সমর্থ হন।

এতদ্ব্যতীত ষট চক্রভেদ হইলে যোগিগণের দিব্যচক্ষু উন্মোচন হওত সর্ব্বজ্ঞতা, অন্তর্য্যামী ক্ষমতা, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

গুণ	ষড়রিপু		আকৃতি
শীলতা—বিপরীত	কাম	...	অজা
ক্ষমা "	ক্রোধ	...	ব্যাঘ্র
সন্তোষ "	লোভ	...	কুক্কুর
ঈশ্বরে প্রীতি "	মোহ	...	অন্ধ
দীনতা "	মদ	...	হস্তী
অহংত্যাগীপুরুষ	মাৎসর্য্য	...	অহঙ্কারী মনুষ্য

সত্ত্বগুণ—শুক্লবর্ণ।—সুখের জ্ঞানের কারণ।

রজোগুণ—রক্তবর্ণ ও চঞ্চল স্বভাব।—দুঃখাস্পদ।

তমোগুণ—কৃষ্ণবর্ণ।—জড় ও সুখাদির অনুৎপাদক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা

ইন্দ্রজাল বিদ্যা, যাদুবিদ্যা ও ভোজরাজপ্রবর্ত্তিত অদ্ভুত কলাবিদ্যা, যাহাতে বিক্রমাদিত্যপত্নী ভানুমতী বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তত্তৎ বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

ইন্দ্রজালাদি বিদ্যার মধ্যে শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই গুলিই প্রধান। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শান্তি হয়, তাহা শান্তিকর্ম্ম; যদ্দ্বারা প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহার নাম বশীকরণ; যদ্দ্বারা প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন; যাহাতে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ; কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে বিতাড়িত করিতে পারার নাম উচ্চাটন এবং যে কার্য্য দ্বারা জীবগণের বিনাশ সাধন হয়, তাহাকে মারণ কহে। এই সকল কার্য্যে সিদ্ধ হইতে হইলে দেবতা, দিক্ ও কালাদি জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করা উচিত।

শান্তিকার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের বাণী, স্তম্ভনের রমা, উচ্চাটনের দুর্গা ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী। যথাবিধি এই দেবতাদিগের পূজার পর কার্য্যারম্ভ করিতে হয়।

শান্তি-কার্য্যে ঈশান দিক, বশীকরণে উত্তরদিক, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক, বিদ্বেষণে নৈঋ্ঁতদিক ও উচ্চাটনে বায়ুকোণ, মারণে অগ্নিকোণই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

দিবসের পূর্ব্বভাগ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ন বর্ষা, প্রদোষ শিশির, মধ্যরাত্র শরৎ এবং উষা হেমন্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রিয়া করিতে হইলে, এইরূপে সময় নিরূপণপূর্ব্বক কর্ম্ম করাই বিধেয়। শান্তিকার্য্য হেমন্তে, বশীকরণ বসন্তে, স্তম্ভন শিশিরে, বিদ্বেষণ গ্রীষ্মে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চাটন বর্ষায় এবং শরৎ কালে মারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

এই সকল কার্য্যে তিথি, বার ও নক্ষত্রাদি বিচার ও লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে শান্তিকর্ম্ম প্রশস্ত। বৃহস্পতি বার, সোমবার যুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী কিম্বা দশমী তিথিতে পুষ্টিকর্ম্ম করিতে হয়। যদ্দ্বারা ধনজনাদি বৃদ্ধি পায়, তাহাকে পুষ্টিকর্ম্ম কহে। দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী বা প্রতিপদে আর রবি অথবা শুক্রবারে আকর্ষণ ও শনি বা রবিবার যুক্ত পূর্ণিমায় বিদ্বেষণকার্য্য করিতে হয়। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে শনিবারে প্রদোষ কালে উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত। কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী, চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যায় শনি, মঙ্গল বা রবিবারে মারণ এবং বুধ বা সোমবারে পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমায় স্তম্ভনকার্য্য করা বিধেয়।

শুভগ্রহ সকলের উদয়ে শুভকর্ম্ম ও শান্তিপুষ্ট্যাদি এবং অশুভগ্রহের উদয়ে অশুভকার্য্য, সম্পন্ন করিবে। বিদ্বেষণ, উচ্চাটন প্রভৃতি ক্রূরকার্য্যগুলি রবিবার রিক্তা তিথিতে আর মৃত্যুযোগে মারণকার্য্য নিষ্পন্ন করা বিধেয়।

এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নক্ষত্রের বিষয় বলা যাইতেছে। মাহেন্দ্র ও বারুণ নক্ষত্রে কার্য্যারম্ভ করিলে স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ কার্য্য সিদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী নক্ষত্র মাহেন্দ্রমণ্ডলস্থিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, শতভিষা, মূলা, অশ্লেষা নক্ষত্রে, বারুণমণ্ডলমধ্যগত পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নক্ষত্রগুলিতে যে যে কার্য্য করা যায়, তাহা সফল হয়। বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন এবং বহ্নি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। স্বাতী, মৃগশিরা, চিত্রা, হস্তা, পুষ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরফল্গুনী, পুনর্ব্বসু বহ্নিমণ্ডলস্থিত নক্ষত্র, ভরণী, আর্দ্রা, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, মঘা, শ্রবণা, কৃত্তিকা, বিশাখা, রেবতী নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলস্থিত ও পূর্ব্ব-ফল্গুনী এই নক্ষত্র সকলেও অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

নক্ষত্রের ন্যায় কাল ও লগ্ন এই সকল কার্য্যে দ্রষ্টব্য। দিবসের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ বসন্তকাল বশীকরণের উপযুক্ত কাল। মধ্যাহ্নকাল বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন করিবার এবং দিবসের শেষভাগ শান্তি ও পুষ্টি-কার্য্য ও সায়ংকাল মারণকার্য্যের জন্য প্রশস্ত। বৃশ্চিক বা সিংহ লগ্নে স্তম্ভন, কর্কট বা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন; মেষ, কন্যা, ধনু বা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তি ও পুষ্টিকার্য্য করিতে হয়। মারণ, উচ্চাটন ও শত্রুনিবারণাদি কর্ম্মও মেষ কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে করিলে ফলপ্রদ হয়।

অতঃপর জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন আর বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণকার্য্য সম্পাদন করিবে। শত্রুভয় বা অন্য কোন ভয় উপস্থিত হইলে, তাহার শান্তি বিধান করা উচিত।

বিদ্বেষণাদি ছয় প্রকার কার্য্যে দেবতাদিগের আরাধনার ন্যায় রূপ-ধ্যানও করিতে হয়। বশীকরণ, ক্ষোভণ ও আকর্ষণে দেবতাকে রক্তবর্ণ; বিষনিবারণ, শান্তিকরণ ও পুষ্টিকার্য্যে শ্বেতবর্ণ; স্তম্ভনে পীত-বর্ণ; উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ, উন্মাদকরণ কার্য্যে রক্তবর্ণ এবং মারণে কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। তদ্ভিন্ন দেবতাদিগের শয়ন, উপবেশনাদি চিন্তা করার নিয়মও আছে। মারণে দেবতাকে উত্থানাবস্থায় চিন্তাকরণ, উচ্চাটনে সুপ্ত এবং অপরাপর কার্য্যে তত্তৎ কার্য্যোক্ত দেবতাকে উপ-বিষ্ট ভাবিয়া ধ্যান করার বিধি আছে। সাত্ত্বিক কার্য্যে উপবিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, রাজস কার্য্যে পীত, লোহিত বা শ্যামবর্ণ এবং তামস কার্য্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সাত্ত্বিক কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই ষট্‌কর্ম্মে আবার বিবিধ আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মাসন, শান্তিকার্য্যে স্বস্তিকাসন; পুষ্টিকর্ম্ম আকর্ষণ ও বিদ্বেষণে কুক্কুটাসন; উচ্চাটনে অর্দ্ধ-স্বস্তিকাসন; মারণ ও স্তম্ভনে বিকটাসন ও বশীকরণে ভদ্রাসন করিতে হয়।

বশীকরণে মেষচর্ম্ম, আকর্ষণে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিদ্বেষণে ঘোটকচর্ম্ম, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্ম্ম, মারণে মহিষচর্ম্ম, মোক্ষসাধনে গজচর্ম্ম ও অপর সকল কার্য্যে রক্ত-বর্ণ কম্বলের আসন প্রশস্ত।

অতঃপর মুদ্রা সাধন করিবে। শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশ-মুদ্রা, স্তম্ভনে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্রমুদ্রা ও মারণ-কার্য্যে খড়্গমুদ্রা ব্যবস্থা।

এই সকল কার্য্য করিতে হইলে কুণ্ড করিতে হয়। বিদ্বেষণে ত্রিকোণ কুণ্ড করাই বিধি; ঐ কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। শত্রুপক্ষের উচ্চাটনে নৈর্ঋতকোণে ও দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বায়ুকোণে কুণ্ডের মুখ থাকিবে। শত্রুতাপন কার্য্যে যোনিকুণ্ড করাই বিধি, মণ্ডপের অগ্নি-কোণে এই কুণ্ড করা নিয়ম। শত্রু-মারণে মণ্ডপের দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কুণ্ড করিতে হয়। শত্রুরোগবর্দ্ধনে মণ্ডপের নৈর্ঋতকোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিবে, বিদ্বেষণে অগ্নিকোণে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বা চতুরস্র কুণ্ড করিবে। চতুরস্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণ কুণ্ডে আকর্ষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন, আর ষট্‌কোণ কুণ্ডে মারণকার্য্য সমাধা করিতে হয়। কুণ্ডনির্ম্মাণ পুষ্টিকার্য্যের জন্য হইলে মণ্ডপের উত্তরে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিমে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে ও মারণকার্য্যে দক্ষিণ দিকে করিবে।

এই ষড়বিধ কর্ম্ম সাধনার্থ মন্ত্রের প্রয়োজন। এক একটী কর্ম্মের এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী মন্ত্র আছে। বন্ধন, বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্যে 'হুঁ' এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। ছেদনকার্য্যে 'ফট্', পুষ্টিকার্য্যে ও শান্তিকার্য্যে 'বৌষট্', গ্রহরিষ্টিনিবারণে 'হুঁ ফট্' আর হোমাদিকার্য্যে অর্থাৎ অগ্নিকার্য্যে 'স্বাহা' মন্ত্র জপ করিতে হয়।

পূজামাত্রেই নমস্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্মে স্বাহা, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষট্, বশীকরণে স্বধা, আকর্ষণে হুঁ এবং মারণে ফট্ মন্ত্র জপ করাই বিধি।

বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বরসন্তাপ দমনে স্বাহা; শান্তিকার্য্য, ক্রোধ-নিবারণ ও প্রীতিবর্দ্ধনে নমঃ; সম্মোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিকার্য্য ও মৃত্যু-নিবারণে বৌষট্; প্রণয়নাশ, ছেদন এবং মারণকার্য্যে হুঁ; অন্ধীকরণে বৌষট্; তদ্ভিন্ন লাভালাভ ও মন্ত্রোদ্দীপন কার্য্যে বৌষট্ মন্ত্র স্মরণ করিতে হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার মন্ত্র আছে। যোজন ও পল্লব। যাহার আদিতে নামযুক্ত থাকে, সেই মন্ত্রকে পল্লব কহে। পল্লবমন্ত্র মারণ, গ্রহ-ভূতাদি নিবারণ, সংহার, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যেই প্রশস্ত। যে মন্ত্রের শেষে নামযুক্ত থাকে, তাহাকে যোজন মন্ত্র কহে। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, মোহন, স্তম্ভন ও প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে যোজনমন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। নামের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যে মন্ত্র থাকে, তাহাকে রোধ মন্ত্র কহে। সর্ব্বরোগ নিবারণ, অভিমুখীকরণ স্বরগ্রহ-বিষপীড়াদি শান্তি এবং সম্মোহনে রোধ-মন্ত্র ব্যবহার্য্য। নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে, ইহাকে গ্রন্থন-মন্ত্র কহে; শান্তিকার্য্যেই ইহার ব্যবহার হয়। নামের আদিতে অনুলোমে এবং অন্তে বিলোমে যে মন্ত্র থাকে, তাহাকে সংপুটমন্ত্র কহে। এই মন্ত্রে কীলক কার্য্য করিবে। স্তম্ভন, মৃত্যু-নিবারণ ও রক্ষাদিকার্য্যে ইহার প্রয়োগ হয়। মন্ত্রের দুই দুইটী অক্ষর ও সাধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামের দুই দুইটী অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ করিলে সবিদর্ভ মন্ত্র হয়। ইহা বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুষ্টিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্ত্র সকলের পনরটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, যথা—রুদ্র, গরুড়, মঙ্গল, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, ভূত, দৈত্য, অসুর, ইন্দ্র, সিদ্ধ ও বিদ্যাধর। মন্ত্র সকলের বর্ণসংখ্যানুসারে একাক্ষর হইতে ১৬ শ অক্ষর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। আবার মন্ত্রচ্ছেদে কর্ত্তরীমন্ত্র, ভেদ কার্য্যে সূচীমন্ত্র, ভঞ্জনে মুদ্গর, বন্ধনে শৃঙ্খল, ক্ষোভণে মুষল, ছেদনে ক্রকচ, স্তম্ভনে বজ্র, ঘাতকার্য্যে শূল, বিদ্বেষে পরশু, বন্ধনে শক্তি, সর্ব্বকার্য্যে চক্র, উন্মাদকরায় কুলিশ, মারণে ভূষণ্ডী, সৈন্যভেদে নারাচ এবং শান্তিপুষ্ট্যাদি কর্ম্মে পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত জানিবে।

যে মন্ত্রের শেষে স্বাহা শব্দ থাকে তাহা স্ত্রীসংজ্ঞক; হুঁ ফট্ শব্দযুক্ত মন্ত্রকে পুরুষ জ্ঞাপক এবং নমঃশব্দযুক্ত মন্ত্রকে নপুংসক বলিয়া জানিবে। শান্ত্যাদি অভিচারকার্য্যে ও বশীকরণে পুরুষ, ক্ষুদ্রক্রিয়াদিবিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অন্যান্য স্থলে নপুংসকমন্ত্র প্রশস্ত।

মন্ত্রের শেষে ওঁ শব্দ থাকিলে, তাহাকে আগ্নেয়মন্ত্র এবং ইন্দু ও অমৃতাক্ষরযুক্ত মন্ত্রকে সৌম্যমন্ত্র কহে। আগ্নেয় মন্ত্রের শেষে নমঃ থাকিলে, তাহাকে সৌম্য এবং সৌম্যমন্ত্র পল্লবিত হইলে, তাহাকে আগ্নেয় কহা যায়। নিদ্রাবস্থায় বামনাসায় এবং জাগ্রদবস্থায় দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিয়া থাকে। নিদ্রাকালে মন্ত্র জপ করিলে তাহা সফল হয় না। দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহনে আগ্নেয় মন্ত্র ও বামনাসায় শ্বাস বহিলে, সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ থাকে। উভয়নাসায় শ্বাস বহিলে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে। প্রবুদ্ধ মন্ত্রে জপ সফল হয়।

গুরু দ্বারা মন্ত্র-সংজ্ঞার প্রকৃত মন্ত্র না বুঝিলে কার্য্যে সফল হওয়া যায় না। এই সকল এত গুহ্য যে, গ্রন্থ পাঠ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করা সুকঠিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদ্রব নাশ।—ওঁ নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্য শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা', এই মন্ত্র অধিককাল জপ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র, যথা—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ।

জ্বরশান্তি।—"ওঁ কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং" ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র বার জপ করণানন্তর আম্রপত্র দ্বারা হোম করিবে, ইহাতে জ্বর নিঃসন্দেহে আরোগ্য হইবে।

সুপ্রসব।—"ওঁ মুক্তাঃ পাশাবিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ স্বাহা।" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জল অষ্টবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা গর্ভিণীকে দিলে সে সুখে প্রসব করিতে সমর্থ হয়।

নিগড়বন্ধন মোচন।—"ওঁ নমস্থতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধকেয়ং যমেন দত্তং তস্য সংবিদানোত্তমেনাকে অধিরোহয়ৈনং। অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতি ঋষি র্নির্ঋতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধনাদি ব্যসনপরিহারার্থে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্র অযুত বার জপ করিলে নিগড়াদি স্খলন হইয়া থাকে।

বৃষ্টি করণ মন্ত্র।—"ওঁ পুষ্করাবর্ত্তকৈর্ম্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্-গর্জ্জিত-সন্নদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহং। যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সমুদ্রা-শ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্বাবাহ্য বরুণমুপচারৈঃ পূজয়িত্বা মূল-মন্ত্রং জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণোদেবতা এতদ্রাজ্যমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রস্তু—বঁ গুরুমুখাজ্জ্ঞেয়ঃ নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। বহু সহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নতঃ। অথবা ষট্‌সহস্রং জপেন্মন্ত্রং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃশ্যকরণ।—শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই প্রক্রিয়া করিতে হয়। গৃহদ্বারে উপবেশন করিয়া, "ঐঁ মদনে মদন বিড়ম্বনে আত্মসঙ্গং দেহি মেঁ দেহি শ্রী স্বাহা" এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিতে হয়। অতঃপর দুগ্ধমিশ্রিত মালতীপুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হয়। এইরূপে যক্ষিণী সিদ্ধা হইয়া যে গুটিকা প্রদান করেন, সেই গুটিকা মুখমধ্যে ধারণ করিলে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইবে না ; সে ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইবে।

বেড়েলার শিকড় ও তাল পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ শিকড়, ছাল, ফল, পত্র ও পুষ্প একত্র করিয়া স্বর্ণ মাদুলীমধ্যে পূরিয়া তাহা যে ব্যক্তি ধারণ করিবে, তাহাকে দেখিলেই অপর লোকের দৃষ্টি লোপ হইবে।

অদৃশ্য হওন।—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে লাঙ্গুলীমূল উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে কৃষ্ণবর্ণা ছাগীর জরায়ু ও নরতৈল মিশাইয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, সেই অঞ্জন যাহার চক্ষুতে প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি অদৃশ্য হওত আকাশমার্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা—ওঁ অঃ সখে অঃ সকর্ণে অরিহূর্দ্দল অর্দ্ধকোশ দাটা করালে ঢক্কারাবে ফিক্কারিণি হুঁ হুঁ চণ্ডালিনী স্বাহা।

অত্যাহার।—প্রথমে বহেড়া নামক বৃক্ষের মূল দ্বারা একটী পীঠ প্রস্তুত করিবে, তৎপরে সেই পীঠের উপর উপবেশন করিয়া ঘৃত সংযোগে সেই মূল ভক্ষণ করিলে, সেই ব্যক্তি ভীমসেন সদৃশ প্রচুর আহার করিতে সমর্থ হইবে।

ধাতকীপত্র ও মিছরি একপল পরিমাণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ভক্ষণ করিলে, ভীমসেনের ন্যায় অত্যাহার হইয়া থাকে।

কটীতে কুক্কুরের দন্ত ধারণে ও কৃকলাসের অধর শিখাস্থানে ধারণ করিলেও মানব পবননন্দনের মত ভোজনে সমর্থ হয়।

অনাহার।—শালিতণ্ডুল ও পদ্মবীজ গ্রহণপূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধে পাককরতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়স প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই পায়স ঘৃতসহকারে যে ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে, তাহার দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত ক্ষুধা বা তৃষ্ণা থাকিবে না।

অঙ্গুলি-তৈলে পক্ক উডুম্বরফল পাক করতঃ তাহা ভক্ষণ করিলে, এক মাস কাল পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারা যায়। তজ্জন্য ক্ষুধা বা পিপাসায় কষ্ট হয় না।

বাজীকরণ।—যজ্ঞডুম্বুরের বৃক্ষে আরোহণ করতঃ "ওঁ হ্রীঁ শ্রীসারদায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিতে হয়। ইহাতে গ্রন্থসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সাধক চতুর্দ্দশ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে।

বশীকরণ।—"ওঁ হ্রীঁ মোহনি স্বাহা" এই মন্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হইলে, পুষ্প, চন্দন, বস্ত্র ও কোন সুস্বাদু ফল পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তির হস্তে দিবে, সেই ব্যক্তি বশ্যতা স্বীকার করিবে।

"ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।" সাত দিবস এই মন্ত্র জপ করিলে মানব বশীভূত হইয়া থাকে। এই মন্ত্র আবার তালপত্রে লিখিয়া তাহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিতে হয়। পাক করিবার পূর্ব্বে যাহার নাম লিখিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

রবিবারে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, লতা, শাখা, পত্র ও মূল সমেত লইয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত গোরোচনা সংযোগে কর্পূর ও কুঙ্কুম দ্বারা কপালে তিলক ধারণ করিবে, সেই তিলক দর্শনে রমণী বশীভূতা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম যে পুরুষ কোন স্ত্রী অঙ্গে দিবে, সেই রমণী সেই পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে।

গরুর দন্ত ও মানুষের দন্ত তৈলে উত্তমরূপে পেষণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যে পুরুষের কপালে তিলক দিবে, সেই পুরুষ সেই স্ত্রীর বশীভূত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লজ্জালুলতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালীলতা দুগ্ধসহ একত্রে পেষণ করিয়া কর্দ্দমবৎ করিবে, সেই কর্দ্দম পট্টবস্ত্রে লেপিয়া, সেই বস্ত্রে বর্ত্তিকা প্রস্তুত কর, তাহা আবার পদ্মনাল-মধ্যস্থ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে, পরে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত ঘৃত দ্বারা বর্ত্তিকা আর্দ্র করিয়া লইবে, তৎপরে চতুর্দ্দশীর রাত্রে ভৈরবের পূজা করতঃ সেই বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া তাহার শিখায় কজ্জল করিলে সেই কজ্জল দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

মোহন।—ছায়াতে শুষ্ক বিল্বপত্র চূর্ণ করতঃ কপিলাদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই বটিকা ঘসিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলক ধারণ করিলে সকলকে মোহিত করিতে পারা যায়।

মেঘ স্তম্ভন। শ্মশানে স্থিত অঙ্গার সংপুটে দুইখানি ইষ্টক প্রথমে সংস্থাপন-পূর্ব্বক, পরে তাহা লইয়া কোন জনশূন্য অরণ্য মধ্যে রাখিয়া দিলে মেঘ স্তম্ভন হইয়া থাকে।

নিদ্রাস্তম্ভন।—যষ্টিমধু ও বৃহতীর মূল গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে পেষণ করতঃ চূর্ণ করিবে, তৎপরে তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নিদ্রাস্তম্ভন হইবে।

আকর্ষণ।—মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অনামিকার রক্তে যাহার নাম ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মধু মধ্যে সংস্থাপন করা যাইবে, সেই ব্যক্তি সহজেই আকৃষ্ট হইবে।

অশ্লেষা নক্ষত্রে অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল হইয়া ছাগীমূত্রে পেষণপূর্ব্বক যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিদ্বেষণ।—অধঃপুষ্পীবৃক্ষ সূত্র দ্বারা সোমবারে বেষ্টন করিয়া রাখিবে, পরে মঙ্গলবারে সেই বৃক্ষ উত্তোলন করতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবে, তৎপরে যে স্ত্রীলোকের নাম গ্রহণপূর্ব্বক সেই খণ্ডিত বৃক্ষ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিবে, সেই রমণী নিশ্চয়ই স্বামীকে পরিত্যাগ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোঁহা

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহিঁ যাঁহা রাম তাহা নহিঁ কাম।
দোনো এক নহিঁ মিলে রবি রজনী এক ঠাম॥

যাহাদিগের হৃদয়ে কামাভিলাষ থাকে, ভগবান্ রামচন্দ্র তথায় অধিবাস করেন না; কিন্তু যেখানে রাম, সেখানে কামনা নাই। রবি আর রজনী এক ঠাই কখনই পাওয়া যায় না।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
তব কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ॥

অঙ্গারমধ্যে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে, যেমন তাহার মলিনতা দূরীভূত হইয়া থাকে, তেমনি মানবগণ সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক জ্ঞানোপদেশ এবং ভেদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

রাজা রাজ্য বশ করে, শূর করে রণ জুই।
আপনা মনকো বশ করে, সবকা সেরা সোই॥

যোদ্ধা রণজয় এবং রাজা রাজ্যশাসন করেন বটে, কিন্তু যিনি আপন মনকে জয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

জাঁহা দয়া তাঁহা ধরম্ হৈয়, জাঁহা লোভ তাঁহা পাপ।
জাঁহা ক্রোধ তাঁহা কাল হৈয়, জাঁহা ক্ষমা তাঁহা আপ॥

যেখানে দয়া সেই খানেই ধর্ম্ম, আর যেখানে লোভ সেই খানেই পাপ; যেখানে ক্রোধ সেই খানেই কাল অর্থাৎ ধ্বংস এবং যে স্থানে ক্ষমা সেই স্থানেই ভগবান বিরাজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্ ফুঁকা গুরু হদ্‌কা বেহদ্‌কা গুরু আওর।
বেহদ্‌কা গুরু যব মিলে তো লাগে ঠিকানা ঠৌর ॥

কাণফুঁকা গুরু সামান্য অসামান্য গুরু যিনি,—তিনি অন্য রকম। সেই অসামান্য গুরু যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই পরিত্রাণের একটা স্থির নিশ্চয় হইল, ইহা জানিও।

হার জ্বরে যেঁও লকৃড়ি কেশ জ্বরে যেঁও ঘাস।
সব জগ জল্‌তা দেখ কর ভয়ে কবির উদাস ॥

মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর। মনুষ্যগণ মরিয়া গেলে, লোকে তাহাদের অস্থি-সকল কাষ্ঠের ন্যায় এবং কেশপাশ তৃণের ন্যায় জ্বালাইয়া ফেলে; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কবির দাস উদাস হইয়া পড়িয়াছেন।

তন কো যোগী সব কোই করে, মন যোগী করে না কোয়।
সহজে সব সিধ পাইয়ে যো মন যোগী হোয় ॥

শরীরকে সকলে যোগী সাজাইয়া থাকে, কিন্তু মনকে যোগী কেহই করে না। যদি মনকে যোগী করিতে পারা যায়, তাহা হইল সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

তুলসী ইএ সংসার মে কাঁহাসো ভক্তি ভেট।
তিন বাতসে লটপট রহে দামড়ি চামড়ি পেট ॥

তুলসীদাস বলেন, এ সংসারে ভক্তিলাভ বড়ই দুষ্কর। কেননা, লোক সকল তুচ্ছ উদরের, ধনের এবং কামিনীগণের চিন্তাতেই বিব্রত; কিন্তু ধন এক দামড়ী কড়ির ন্যায় এবং কামিনী চামড়া বই আর কিছুই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সব বন তুলসী ভয়ে সব পাহাড় শালগ্রাম।
সব পাণি গঙ্গা ভয়ে যব ঘটমে বিরাজে রাম॥

ভগবান রামচন্দ্র সকল ঘটে অর্থাৎ সর্ব্বদেহেই বিরাজমান আছেন; যিনি তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপীরূপে জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সব বন তুলসীকানন, সব প্রস্তর শালগ্রাম এবং সকল জল গঙ্গাজলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাঁহার আর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না।

নিত নহনে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখন্‌কে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা।
মিরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

নিত্য স্নান করিলে যদি ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে জলজন্তুরাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। ফলমূলাহারী হইলেই যদি তাঁহাকে লাভ করা যায়, তবে বাদুড় ও বানরগণই ভগবানকে লাভ করিবে। আর তৃণ ভক্ষণে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে ছাগ ও মৃগ সকল তাঁহাকে পাইবে। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে নপুংসকগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে এবং যদি কেবল দুগ্ধপানে ভগবানকে লাভ করা যায়, তবে বৎস ও বালকবালিকা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবে; কিন্তু মিরা বলেন, ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত কিছু করা যাউক না কেন, তাঁহার প্রতি প্রকৃত প্রেম না হইলে, অন্য কিছুতেই কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম বরাবর যোগ নাহি প্রেম বরাবর জ্ঞান।
প্রেম ভক্তি হীন সাধবা সবহি থোথা ধ্যান॥

প্রেমের তুল্য যোগ আর নাই এবং প্রেমের তুল্য জ্ঞানও নাই। অতএব প্রেম-ভক্তিহীন সাধু কোন কাযের নয়, তাহাদের ধ্যান জ্ঞান বিফল।

আজ্ঞাকারী পিউকি রহে পিয়া কে সঙ্গ।
তন মন সে সেবা করে আওর ন দুজা রঙ্গ॥

অন্য চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রিয়তমের আজ্ঞাকারী হইয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া একাগ্রতার সহিত কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সেবা কর; তোমার কৃতার্থ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

না সুখ বিদ্যাকে পড়ে না সুখ বাদ বিবাদ।
সাধ সুখী সহজী কহে লাগী শূন্য সমাধ॥

বিদ্যালাভে সুখ নাই, বাদ বিবাদেও সুখ নাই। সহজী বলেন, কেবল সাধুই সুখী; কেননা তিনি শূন্যে সমাধিলাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে মনস্থির করিয়াছেন।

কৌন্ কাহু সুখ দুখ কর দাতা, নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্মহেতু সব কহু পিতু মাতা, কর্ম্মশু ভাশুভ দেই বিধাতা॥

শুভাশুভ কর্ম্মফল সকলি বিধাতা দান করিয়া থাকেন, অন্য কেহ কাহাকেই সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা কেবল নিজ নিজ কর্ম্মের গুণদোষে সুখদুঃখ বা শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাক। এ জগতে কেহ কাহারো আত্ম বা পর নহেন, জন্মদাতাহেতু লোকে পিতামাতা নামে বাচ্য হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো মন মন জপে উস্‌কো বলিহারি যাই॥

লোককে দেখাইবার জন্য যে মালা জপে, সে শালা। যিনি ভক্তিভাবে কর জপ করেন, তিনি ভ্রাতা; আর যিনি একাগ্রভাবে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করেন, তিনিই ধন্য, তাঁহাকেই বলিহারি যাই।

শোতে শোতে ক্যা কর ভাই উঠে ভজ মুরার।
য্যায়সে দিন আতে হ্যায় লম্বা পা পসার॥

ভাই সকল! শয়ন করিয়া থাকিয়া বৃথা কালক্ষেপণ করিতেছ কেন? উঠিয়া ভগবানকে ভজনা কর; কেন না, এমন দিন আসিতেছে, যে দিনে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, অর্থাৎ শীঘ্রই মৃত্যু-শয্যায় শয়ন থাকিতে হইবে।

যাকো রাখে সাইয়ঁা মার ন সক্কে কোয়।
বাল ন বাঁকা কর সকে যো জগ বৈরী হোয়॥

গুরু যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; এমন কি, গুরু সহায় থাকিলে সমস্ত জগৎ যদি বৈরী হয়, তথাপি তাহার একগাছি কেশও বাঁকাইতে কেহ সমর্থ হয় না।

পড়ি পড়ি কে সব জগ মুআ, পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
ঢাই অক্ষর প্রেমকা পড়ে সো পণ্ডিত হোয়॥

শাস্ত্রাদি পড়িয়া পড়িয়া জগতের লোকেরা মরিতেছে, তথাপি একজনও পণ্ডিত হইল না; কিন্তু যিনি প্রেমের আড়াই অক্ষর পাঠ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রেম কি পদার্থ বুঝিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপতি ভলী গুরু সঙ্গমে কায়া কসৌটী দুঃখ।
নাম বিনা কিস্ কাম কে দাদু সম্পতি সুখ ॥

গুরুর সঙ্গে থাকিলে যদি বিপদ্ ঘটে তাহাও ভাল, দেখ—কষ্টিপাথর লৌহের আঘাতজনিত দুঃখ সহ্য করে বলিয়া অগ্নি বাহির হয়। তজ্জন্য দাদু সাহেব বলিতেছেন, দুঃখ দ্বারা নাম রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সুখ-সম্পত্তিতে কি হইবে ?

গীত

টুট জিন্দগী বন্দগী কর লেনা।
ক্যা মায়া মদ মস্তানা টেক্ ॥
রথ ঘোড়ে সুখপাল পালকী, হাথী আউর বাহন নানা।
তেরা ঠাঠ কাঠ কী টাটী, য়হ চড় চলনা সমসানা ॥
রুম পাট পাটম্বর অম্বর, জরী বপ্ত কা বানা।
তেরে কাজ গজী গজ চার এক, ভরা রহে তোসাখানা
খর্চে কী তদ্‌বীর করো তুম, মঞ্জিল লম্বী জানা।
পহচন্তে কা গাঁব ন মগ মে, চৌকী ন হাট দুকানা ॥
জীতে জী লে জীত জনম কো, য়হী গোয় য়হী মৈদানা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, নহিঁ কল তরন যতন আনা ॥

ক্ষণস্থায়ী আয়ুজীব ভগবন্তে ভজ।
কেন বৃথা মত্ত হয়ে মায়া মদে মজ ॥
হাতী ঘোড়া পাল্কি গাড়ী বাহনাদি ছাড়ি।
শ্মশান মাঝারে যাবে কাষ্ঠ খাটে চড়ি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুমূল্য পোষাকাদি বাক্স ভরা আজ।
গজী চারি গজ মাত্র হবে তব সাজ॥
পাথেয় সংগ্রহ কর স্থান যে অন্তর।
পথ মাঝে যদি ডাক না পাবে উত্তর॥
কবীর কহিছে ভাই এই দেহে জয়।
কলিতে উপায় নাহি জানিবে নিশ্চয়॥

গীত

পানী বীচ বতাসা সাধো, তন কা য়হী তমাসা হৈ।
মুট্টি বাঁধে আয়া বন্দা, হাথ পসারে জাতা হৈ॥
না কুছ লায়া ন লে জায়গা, নাহক কো দুখ পাতা হৈ।
জোয়হ পুতরী গঢ়ী সঁবারী, সেই নাচ নচাতা হৈ॥
জোরু কৌন্ খসম কিস্‌কা হৈ, কৈসা তেরা নাতা হৈ।
পড়া বিহোস হোস কর বন্দে, বিষয় লহর মে মাতা হৈ॥
প্রাণ তুম্‌হারে পহুনে বন্দে, অব ক্যা জন্ম গঁবাতা হৈ।
পল পল পলক পরত হৈ তেরী, কুঁচ নগীচ অব আতা হৈ॥
নেকী বদী তেরে সংগ হৈ বন্দে, আউর ঝুটা সব বাতা হৈ।
কহৈঁ কবীর গাফিল বন্দগী সে, গন্দা হুআ জাতা হৈ॥

জলমধ্যে বিম্ব যথা এ দেহ সেরূপ হয়।
আসিয়াছ বদ্ধ মুষ্টি যাবে খুলে হস্তদ্বয়॥
সঙ্গে কিছু আন নাই সঙ্গে কিছু যাবে নাই।
সহ হেথা দুঃখ চয় তবে কেন বৃথা ভাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সৃজেছে এ দেহেরে সেই রক্ষা করে এরে ।
সেই পুনঃ এ জীবেরে নানারঙ্গে নাচায় রে ॥
কেবা হয় স্বামী কার পত্নীই বা কে কাহার ।
সকলি অলীক হয় সম্বন্ধ যে এ তোমার ॥
কেন আছ অচৈতন্য হও এবে সচৈতন্য ।
আকাঙ্ক্ষা উদয় কেন তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের জন্য ॥
ক্ষণস্থায়ী আয়ু হয় করিও না অপব্যয় ।
পলক যতেক যায় মৃত্যু সন্নিকট প্রায় ॥
ভাল মন্দ সঙ্গে যাবে বাকি সব বৃথা হবে ।
ভজন সাধন বিনা বলে কবীর ম্লান রবে ॥

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্ত মুক্তি

দীক্ষা ও শিক্ষা—
গ্রন্থের পত্রে পত্রে—
ছত্রে ছত্রে
ভক্তি প্রেমের সুধামাখা উচ্ছ্বাস

সৃষ্টির উৎপত্তি—কি করিয়া কিরূপে ও কাহার দ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ হইল, স প্তদ্বীপা পৃথিবী, সপ্ত সমুদ্র, পাতাল বর্ণন, সপ্তলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, দেব-দেবীর আবির্ভাব, বেদ-পুরাণাদির সৃষ্টি, চারি যুগের সৃষ্টি ও পরিমাণ প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব। এতদ্ভিন্ন সাধনার পথে অগ্রসর হইবার গুপ্ত তত্ত্ব, জ্ঞানের কথা, ভক্তির উচ্ছ্বাস, আধ্যাত্মিক প্রেম ও আত্মতত্ত্ব, যোগের ভেদ, সাধুবাক্য, অপার্থিব অসাধ্যসাধন এবং জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অমৃতময়বাণী, যোগের ফল, পরমহংসের উপদেশ ও তাঁহাদের কঠোর তপস্যা ও সিদ্ধির অসংখ্য গুপ্ত তত্ত্ব ইহাতে আছে। আবার পরমহংস দেব, চৈতন্য দেব, পলটু সাহেব প্রভৃতি ৩১ জন সিদ্ধসাধুর জীবনী, উপদেশ ও অনেক গূঢ় তত্ত্ব সহ —ইহা ত্রিতাপ দগ্ধ শোকতাপ দৈন্যক্লিষ্টের সহায় ও সম্বলস্বরূপ। আসুন! ভক্তি, প্রেম ও মুক্তির ভিখারীগণ আসুন! সুধার ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করুন —মুক্তি মন্ত্র গ্রহণ করুন। ৩০০ শত পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

"সাধনা ও সিদ্ধি" এবং "জীবন্ত মুক্তি" দুই খানিই সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি—কারণ দুই খানি গ্রন্থই একসূত্রে গাঁথা মণি-মুক্তার হার।

দোঁহাবলী

সাধু তুলসীদাস ও মহাত্মা কবীরের জীবনী ও দোঁহা—এবং মীরাবাই, সহজীবাই, দাদু-সাহেব, পল্টু সাহেব, নানক শাহ প্রভৃতিরও সমগ্র দোঁহাবলী বঙ্গানুবাদসহ আছে। এই সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের দোঁহাগুলি কোটীজন্মের ভ্রম এক কথায় বিদুরিত করিয়া ঘোর সংসারিরও মোহান্ধকার ঘুচায়। রাশি রাশি বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িয়া যাহা না হয়, ইঁহাদের চুট্‌কি কথায় তাহা হয়। ইহাতে আবার গৃহধর্ম্মের কথা, পাপপুণ্যের কথা, কামিনীকাঞ্চনের বিষয় সকলই আছে। উৎকৃষ্ট ছাপা মূল্য ৷৷৹ বার আনা—ঐ সিল্কের বাঁধাই ১৲ এক টাকা। উপহার—শঙ্করাচার্য্যের জীবনী। জীবনী ও দোঁহা সহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অতীব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi